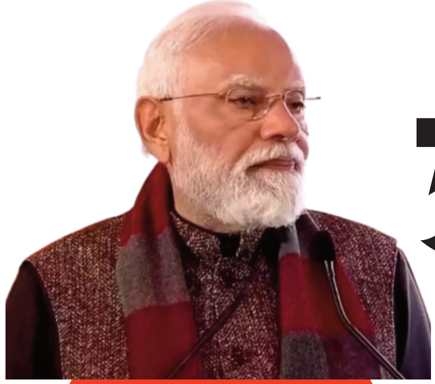

সকালের শিরোনাম

বুধবার

মোদীর হাত ধরে ইতিহাসের পথে ভারত বাণিজ্য-বিপ্লবে লাভবান সাধারণ মানুষ ● পৃষ্ঠাঃ ০৬

● এবার গঙ্গা-পথে যানজট মুক্তির ছক, ৪২ কোটিতে ভোলবদল হচ্ছে জলপথের ● পৃষ্ঠাঃ ০৩

● আমেরিকার 'আর্মাডা' রুখতে ঢাল আমিরশাহি, অস্বস্তিতে পেন্টাগন ● পৃষ্ঠ ০৬

দৈনিক বাংলা পত্রিকা •২৮ জানুয়ারি ২০২৬ • বাংলা ১৪ মাঘ ১৪৩২ •বর্ষঃ- ০১ •সংখ্যা ঃ- ১৪৬ • মূল্যঃ- ০৫ টাকা• PRGI NO : WBBEN/25/A1493 • www.sakalershironam.in • sakalershironam@gmail.com

দেশের সেরা ছুটিপ্রবণ রাজ্য পশ্চিমবঙ্গ! সরকারি কর্মীদের হাতে ১৫৭ দিন ছুটি

আজকের খবর

পেনড্রাইভের 'পেইন' ভুলতে পারছে না বিজেপি ঃ অখিলেশ

সকালের শিরোনাম

নিজস্ব প্রতিনিধি

গোটা দেশের মধ্যে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ই একমাত্র, যিনি বিজেপির সঙ্গে লড়াই করার ক্ষমতা রাখেন। আর সেই মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে সমস্যায় ফেলার জন্যই এসআইআর হচ্ছে পশ্চিমবঙ্গে।' কলকাতায় এসে নবান্নে বাংলার মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে একান্ত বৈঠকের পর এভাবেই বিজেপির বিরুদ্ধে বিস্ফোরক অভিযোগ করলেন উত্তরপ্রদেশের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী অখিলেশ যাদব। লোকসভা নির্বাচনের আগে বিরোধী জোট 'ইন্ডিয়া'র সলতে পাকানোর মধ্যেই আজ নবান্নে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের পাশে দাঁড়িয়ে বিজেপিকে সম্মুখ সমরে আহ্বান জানালেন সমাজবাদী পার্টির প্রধান

অখিলেশ যাদব। মঙ্গলবার নবান্নে এক যৌথ সাংবাদিক সম্মেলনে তিনি দাবি করেন, গোটা দেশে যদি কেউ সাহস করে বিজেপির বিরুদ্ধে লড়াই করে থাকেন, তবে তিনি হলেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। বাংলার মানুষের সঙ্গে মমতার আত্মিক যোগ রয়েছে উল্লেখ করে অখিলেশ বলেন, 'মমতা দিদিকে বিভিন্ন অজুহাতে হেনস্থা করা হচ্ছে। কিন্তু আমরা নিশ্চিত, বাংলার মানুষ তাঁদের নেত্রীর পাশেই আছেন এবং তাঁকেই পুনরায় মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে নির্বাচিত করবেন। বিজেপি এখানে লড়াই করছে ঠিকই, কিন্তু তারা কেবল একটি 'সম্মানজনক হারের' জন্য লড়ছে। বাংলার মানুষ তাদের যোগ্য জবাব দেবে।' দেশের ধর্মনিরপেক্ষ কাঠামো নিয়ে বিজেপি খেলা করছে বলে অভিযোগ করেন সপা প্রধান। উত্তরপ্রদেশের প্রসঙ্গ টেনে তিনি বলেন, বাংলার থেকেও বেশি সংখ্যক নাম উত্তরপ্রদেশের ভোটার তালিকা থেকে বাদ দেওয়া হয়েছে। এই ষড়যন্ত্রের বিরুদ্ধে সবাইকে সতর্ক থাকার আহ্বান জানান তিনি। তৃণমূল সুপ্রিমো মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে পূর্ণ সমর্থন করার কথাও বলেছেন অখিলেশ। পশ্চিমবঙ্গ সহ মোট ১২টি রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলে এসআইআর চলছে। এর আগে বিহারে এসআইআর সম্পন্ন হয়েছে। এই বিশেষ নিবিড় পরিমার্জন চলছে উত্তর প্রদেশেও। কিন্তু উত্তর প্রদেশের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী অখিলেশ যাদব মনে করছেন, শুধুমাত্র পশ্চিমবঙ্গের জন্যই এসআইআর প্রক্রিয়া আনা হয়েছে। বাংলার ভোটার তালিকায় স্পেশাল ইনটেনসিভ রিভিশন বা এসআইআর ইস্যুতেও কেন্দ্র এবং নির্বাচন কমিশনকে কড়া ভাষায় আক্রমণ করেন সমাজবাদী পার্টি প্রধান। তাঁর দাবি, পশ্চিমবঙ্গে যা ঘটছে, তার থেকেও গুরুতর পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে উত্তরপ্রদেশে। সেখানে আরও বেশি সংখ্যক ভোটারের নাম তালিকা থেকে বাদ পড়েছে বলে অভিযোগ করেন তিনি। অখিলেশের বক্তব্য অনুযায়ী, বাংলায় যদি প্রায় এক কোটি নাম বাদ পড়ে থাকে, তবে উত্তরপ্রদেশে সেই সংখ্যা চার কোটির কাছাকাছি। সোমবার সস্ত্রীক কলকাতায় পৌঁছেছেন সমাজবাদী পার্টির প্রধান অখিলেশ যাদব। কলকাতা বিমানবন্দরে নামার পর সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে অখিলেশ যাদব চিরাচরিত ভঙ্গিতেই বিজেপি ও কেন্দ্রীয় সরকারের বিরুদ্ধে তীব্র আক্রমণ শানান। সাম্প্রতিক রাজনৈতিক বিতর্ক টেনে তিনি কটাক্ষ করেন কেন্দ্রীয় শাসক দলকে। তাঁর বক্তব্যে উঠে আসে আইপ্যাক-ইডি অভিযানের পেনড্রাইভ বিতর্ক থেকে শুরু করে কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থার ভূমিকা। অখিলেশের মন্তব্য, বিজেপি এখনও পেনড্রাইভের 'পেইন' ভুলতে পারেনি; আর বাংলায় মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ইডিকে পরাস্ত করেছেন - এই বাস্তবতা মেনে নিতে পারছে না বিজেপি। এই প্রসঙ্গ টেনেই তিনি বাংলার রাজনৈতিক ভবিষ্যৎ নিয়ে নিজের মত স্পষ্ট করে দেন। অখিলেশ যাদবের দাবি, পশ্চিমবঙ্গে বিজেপির পরাজয় এখন সময়ের অপেক্ষা মাত্র। তাঁর কথায়, বিজেপি নিজেই জানে যে তারা এই রাজ্যে জিততে পারবে না। তাই তাদের লক্ষ্য, সম্মানের সঙ্গে হার স্বীকার করা।

অখিলেশের মন্তব্যে স্পষ্ট, বাংলার ভোটের অঙ্কে বিজেপির ভবিষ্যৎ নিয়ে তিনি কোনও সংশয়

দেখছেন না। এদিন শুধু বাংলার রাজনীতি নয়, নির্বাচন সংক্রান্ত এসআইআর ইস্যুতেও কেন্দ্র এবং নির্বাচন কমিশনকে কড়া ভাষায় আক্রমণ করেন সমাজবাদী পার্টি প্রধান।

প্রজাতন্ত্র দিবসে বার্তা মমতার

চিরন্তন সতর্কতাই স্বাধীনতার মূল মন্ত্র

সকালের শিরোনাম

সুষমা পাল মন্ডল

দেশের সংবিধানের মূল মূল্যবোধ , ন্যায়বিচার, স্বাধীনতা, সমতা এবং ভ্রাতৃত্বের প্রতি নতুন করে অঙ্গীকারবদ্ধ হওয়ার সময় এসেছে।' এভাবেই সোমবার ৭৭তম সাধারণতন্ত্র দিবস উপলক্ষে রাজ্যবাসীকে সাধারণতন্ত্র দিবসের শুভেচ্ছা জানান বাংলার মুখ্যমন্ত্রী। সংবিধান রক্ষার শপথের কথা মনে করিয়ে মমতা লেখেন, 'আজ আমার এক পুরোনো প্রবাদ মনে পড়েছে; চিরন্তন সতর্কতাই স্বাধীনতার মূল মন্ত্র।' তবে শুধু মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় একা নন, সাধারণতন্ত্র দিবসে একই সুর শোনা গিয়েছে তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের গলাতেও। অভিষেক বলেন, 'বিচার, স্বাধীনতা, সাম্য, ভ্রাতৃত্ব; এগুলো শুধুমাত্র শব্দ নয়, বরং আত্মত্যাগ ও সংগ্রামের মধ্য দিয়ে অর্জিত প্রতিশ্রুতি। এই আদর্শ ও মূল্যবোধগুলির জন্যই প্রাণ দিয়েছিলেন স্বাধীনতা সংগ্রামীরা। আজ সংবিধানের উপর একের পর এক আঘাত নেমে আসছে। বিভিন্ন সম্প্রদায়কে প্রান্তিক করে দেওয়া হচ্ছে। ভাষা, খাদ্য, বিশ্বাস, ভালবাসা ও মতপ্রকাশের উপরেও বিধিনিষেধ আরোপ করা হচ্ছে।' সাধারণতন্ত্র দিবসে সংবিধান রক্ষার সঙ্কল্প নেওয়ার ডাক দিয়েছেন অভিষেকও।

রেড রোডে সমরাস্ত্র ও সংস্কৃতির যুগলবন্দি

সোমবার ভারতের ৭৭ তম সাধারণতন্ত্র দিবস উপলক্ষে রেড রোড সাক্ষী থাকল এক অনন্য যুগলবন্দির। একদিকে ভারতীয় সেনার আধুনিকতম মারণাস্ত্রের গর্জন, অন্যদিকে বাংলার লোকসংস্কৃতির বৈচিত্র্যময় উপস্থাপনা - সব মিলিয়ে রেড রোডের কুচকাওয়াজে এদিন উঠে এল 'বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্য'র এক জীবন্ত দলিল। পিছিয়ে ছিল না রাজ্য পুলিশও। বিশেষ করে কলকাতা পুলিশের মহিলা 'উইনার্স' বাহিনী এবং রাজ্য মহিলা পুলিশের র্যা পিড অ্যাকশন ফোর্সের (র্যা ফ) মার্চ পাস্ট ছিল এক কথায় অনবদ্য, যা নারীশক্তির ক্ষমতায়নের এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। এদিনের কুচকাওয়াজের অন্যতম প্রধান আকর্ষণ ছিল ভারতীয় সেনাবাহিনীর সমরাস্ত্র প্রদর্শনী। আধুনিক রণকৌশলে ভারতীয় সেনা যে কতটা শক্তিশালী, তা প্রমাণ করতে রেড রোডের পিচে চাকা গড়িয়েছে একের পর এক বিধ্বংসী অস্ত্র। সাধারণ দর্শকের নজর কেড়ে নিয়েছে মাল্টি-ব্যারেল রকেট লঞ্চার 'পিনেকা'। মাত্র ৪২ সেকেন্ডে ১২টি রকেট ছুঁড়তে সক্ষম এই মারণাস্ত্র। তার সঙ্গেই ছিল 'স্মার্চ, যা মাত্র ৪০ সেকেন্ডে ২০০ রাউন্ড গুলি ছুঁড়ে ৯০ কিলোমিটার দূরের শত্রুশিবির গুঁড়িয়ে দিতে পারে। তবে এদিনের প্রদর্শনীতে বিশেষ জায়গা করে নিয়েছিল এল-৭০ অ্যান্টি এয়ারক্রাফট গান। গত বছর 'অপারেশন সিঁদুর'-এ পাকিস্তানের ড্রোন মোকাবিলায় এবং আরও বড় কৌশলগত ভূমিকায় এই অস্ত্রের সাফল্য ছিল ঈর্ষণীয়, যা এদিন সাধারণের সামনে তুলে ধরা হয়। সোমবার কলকাতার রাজপথে কুচকাওয়াজের অন্যতম প্রধান আকর্ষণ ছিল ভারতীয় সেনাবাহিনীর সমরাস্ত্র প্রদর্শনী। আধুনিক রণকৌশলে ভারতীয় সেনা যে কতটা শক্তিশালী, তা প্রমাণ করতে রেড রোডের পিচে চাকা গড়িয়েছে একের পর এক বিধ্বংসী অস্ত্র। প্রযুক্তি ও আধুনিকতার ছোঁয়া ছিল সেনার প্রদর্শনীতে। দর্শকদের অবাক করে দিয়ে মার্চ করেছে ভারতীয় সেনার রোবোটিক কুকুর 'সঞ্জয়'। তার সঙ্গেই ছিল 'রঞ্জিত', 'রণবিজয়', 'ঐরাবত-এর মতো সাঁজোয়া গাড়ি এবং 'পঞ্চনাগ' শকট, যা ড্রোন নজরদারিতেও বিশেষ পারদর্শী। তিন বাহিনীর এই শক্তি প্রদর্শন সাধারণ মানুষের মনে এক বাড়তি নিরাপত্তার বোধ জাগিয়ে তোলে।

এর পরেই রেড রোড হয়ে ওঠে এক টুকরো বাংলা। আলিপুরদুয়ারের চা বাগানের মহিলারা যখন তাঁদের ঐতিহ্যবাহী পোশাকে চা-বাগান নৃত্য পরিবেশন করছিলেন, তখন মনে হচ্ছিল উত্তরবঙ্গ যেন নেমে এসেছে কলকাতার রাজপথে। জঙ্গলমহলের শিল্পীদের লোকনৃত্য এবং সুন্দরবনের প্রত্যন্ত অঞ্চল থেকে আসা শিল্পীদের 'বনবিবির পালা' দর্শকদের মন্ত্রমুগ্ধ করে রাখে।

গ্রামীণ বাংলার লৌকিক দেবদেবী এবং আদিবাসী সংস্কৃতির এই উপস্থাপনা শহরের যান্ত্রিকতার মাঝে এক ফালি টাটকা বাতাস বয়ে আনে। গঙ্গাসাগর মহাবিদ্যালয়ের পড়ুয়ারা একটি বিশেষ উপস্থাপনের মাধ্যমে গঙ্গাসাগরের নতুন সেতুর মডেল এবং উন্নয়নকে তুলে ধরে।

হুঁশিয়ারি শুভেন্দুর

এপ্রিল মাসে বদল হবে, বদলাও হবে

আনন্দপুরকাণ্ডে শুভেন্দুর 'ম্যান মেড' তত্ত্ব

সকালের শিরোনাম

নিজস্ব প্রতিনিধি

এপ্রিল মাসে বদল হবে, বদলাও হবে।' এভাবেই মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ও তৃণমূলের বিরুদ্ধে হুঁশিয়ারি দিলেন বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। বেহালার সখেরবাজারে বিজেপি নেতা বিপ্লব দেবের সভায় হামলা ও অগ্নিসংযোগের প্রতিবাদে রণংদেহী মেজাজে মাঠে নামেন শুভেন্দু অধিকারী। সোমবার সন্ধ্যায় বিশাল প্রতিবাদ মিছিলে নেতৃত্ব দিয়ে বিরোধী দলনেতা সরাসরি হুঁশিয়ারি দেন, আগামী এপ্রিলে রাজ্যে বড় পরিবর্তন ও রাজনৈতিক প্রতিশোধ নেওয়া হবে। তৃণমূল কাউন্সিলর ও পুলিশের একাংশের বিরুদ্ধে 'যৌথ ষড়যন্ত্রের' অভিযোগ তোলেন তিনি। রবিবার সখেরবাজারে দলীয় পতাকা লাগানোকে কেন্দ্র করে তৃণমূল-বিজেপি সংঘর্ষে রণক্ষেত্রের চেহারা নেয় ডায়মন্ড হারবার রোড। ভাঙচুর ও সভামঞ্চে আগুন দেওয়ার ঘটনায় এলাকাতে চরম উত্তেজনা বিরাজ করছে। বেহালার

সখের বাজারে বিজেপির সভা মঞ্চ পুড়িয়ে দেওয়ার ঘটনায় ত্রিপুরার প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী তথা বিজেপি সাংসদ বিপ্লব দেবকে করা প্রশ্নের উত্তরে তিনি বলেন, 'বিনাশ কালে বিপরীত বুদ্ধি। এর জন্য গরীব মানুষ, যে ডেকোরেটর আছেন, তার চেয়ার, টেবিল এই সমস্ত ভেঙেছে। এগুলো সব ডেকোরেটরের। কাউকে চাকরি দেওয়ার মুরোদ তো নেই মমতা ব্যানার্জির। কিন্তু মানুষের রোজগার খাবার মুরোদ ওনার আছে। দাদাগিরি দেখাক, তো আসুক বিপ্লব দেবের সামনে'।

আনন্দপুর আগুন প্রসঙ্গে

কলকাতার আনন্দপুরের নাজিরাবাদের একটি অগ্নিদগ্ধ কারখানায় মৃত্যুর প্রকৃত সংখ্যা নিয়ে এখনও ধোঁয়াশা কাটেনি। এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে রাজ্য সরকার ও অগ্নিনির্বাপণ মন্ত্রী সুজিত বসুকে তীব্র আক্রমণ করেছেন বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। সোশ্যাল মিডিয়ায় পোস্ট করে তিনি জানান, আনন্দপুরের এই ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডে নিহত নিরীহ শ্রমিকদের পরিবারের প্রতি তিনি গভীর সমবেদনা জানাচ্ছেন। তাঁর দাবি, '

এখনও পর্যন্ত অন্তত ৮ জনের মৃত্যুর খবর মিলেছে এবং মৃতের সংখ্যা আরও বাড়তে পারে। পাশাপাশি ২০ জনেরও বেশি মানুষ নিখোঁজ রয়েছেন, যাঁদের অনেকের পরিচয় এখনও শনাক্ত করা যায়নি। শুভেন্দু অধিকারীর দাবি, এই দুর্ঘটনায় প্রাণ হারানো শ্রমিকদের অধিকাংশই ছিলেন অল্প বয়সী এবং পরিবারের একমাত্র উপার্জনকারী। তাঁদের বেশিরভাগের বাড়ি পূর্ব ও পশ্চিম মেদিনীপুর জেলায়। এই অকাল মৃত্যু শুধু সংশ্লিষ্ট পরিবারগুলিকেই নয়, গোটা সমাজকেই গভীরভাবে নাড়া দিয়েছে। বিরোধী দলনেতার অভিযোগ, এই ঘটনা কোনও বিচ্ছিন্ন দুর্ঘটনা নয়, এটি মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সরকারের দীর্ঘদিনের অবহেলা, অযোগ্যতা ও প্রশাসনিক ব্যর্থতার ফল। নিয়মিত পরিদর্শনের অভাব, নিরাপত্তা বিধি কার্যকর না করা এবং অবৈধ শিল্প ইউনিটগুলির ওপর নজরদারির ঘাটতির কারণেই এমন মর্মান্তিক প্রাণহানি ঘটেছে বলে দাবি তাঁর। শুভেন্দু আরও জানান, পূর্ব কলকাতা জলাভূমি অঞ্চলের নাজিরাবাদ এলাকায় গত কয়েক বছরে বেআইনিভাবে জমির চরিত্র বদলে একের পর এক অবৈধ শিল্প গড়ে উঠেছে। দাহ্য পদার্থে ভর্তি তালাবদ্ধ গুদামগুলির মধ্যে শ্রমিকদের আটকে

এরপর ৪ নম্বর পৃষ্ঠায়

ট্রাম্পের 'গানপয়েন্ট ডিপ্লোম্যাসি'

সকালের শিরোনাম

নিজস্ব প্রতিনিধি

পশ্চিম এশিয়ার নীল জলরাশিতে এখন যুদ্ধের কালো মেঘ। ইরানের জলসীমার দোরগোড়ায় পৌঁছে গিয়েছে মার্কিন নৌবাহিনীর বিশাল বহর। মোতায়েন করা হয়েছে তিনটি বিমানবাহী রণতরী ও ঘাতক ডেস্ট্রয়ার। তেহরানের চারদিকে কার্যত সামরিক বেষ্টনী তৈরি করে এবার সরাসরি আলোচনার প্রস্তাব দিলেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। একদিকে হামলার হুঁশিয়ারি, অন্যদিকে কূটনীতির বার্তা ট্রাম্পের এই দ্বিমুখী চালে মধ্যপ্রাচ্যের পরিস্থিতি এখন বারুদের স্তূপের ওপর দাঁড়িয়ে। পেন্টাগন জানিয়েছে, আমেরিকা আলোচনার জন্য প্রস্তুত। তবে ইরানের পক্ষ থেকে এখনও কোনও ইতিবাচক সাড়া মেলেনি।মার্কিন রণতরীগুলো পজিশন নেওয়ার পরেই সুর কিছুটা নরম করেছেন ট্রাম্প। একটি সাক্ষাৎকারে তিনি দাবি করেছেন, ইরান নিজেই এখন রফাসূত্রে আসতে চাইছে। ট্রাম্পের কথায়, 'ইরানের পরিস্থিতি দ্রুত বদলাচ্ছে। ওদের জলসীমার পাশেই আমাদের বিশাল নৌবহর রয়েছে। ভেনেজুয়েলার চেয়েও বড়।' মার্কিন প্রেসিডেন্টের দাবি, তেহরান ইতিমধ্যেই আলোচনার জন্য ওয়াশিংটনের সঙ্গে যোগাযোগ করেছে। ট্রাম্প স্পষ্ট জানিয়েছেন, 'ইরান চুক্তি করতে চায়। আমি জানি। ওরা বহুবার আমাদের সঙ্গে যোগাযোগ করেছে। আসলে ওরা কথা বলতে চায়।' পেন্টাগনের শীর্ষ কর্তারাও এখন প্রেসিডেন্টের সুরেই কথা বলছেন। তবে আলোচনার টেবিলে বসার জন্য কিছু কঠিন শর্ত আগে থেকেই সাজিয়ে রেখেছে হোয়াইট হাউস। যদিও সেই শর্তগুলো নিয়ে প্রকাশ্যে খোলসা করে কিছু বলেনি পেন্টাগন। এক পদস্থ আধিকারিক রহস্য

এরপর ৪ নম্বর পৃষ্ঠায়

৩২ ঘণ্টা পরেও ধিকিধিকি আগুন আনন্দপুরের 'জতুগৃহ' জোড়া গুদামে

বিক্ষোভের মুখে দমকল মন্ত্রী ও পুলিশ

সকালের শিরোনাম

নিজস্ব প্রতিনিধি

৩২ ঘণ্টা পরেও পকেট ফায়ার রয়েছে আনন্দপুরের জোড়া গুদামে। মোমো আর ডেকরেটার্সের গোডাউনে সোমবার রাতে আগুন লাগে। সরকারিভাবে মৃতের সংখ্যা বেড়ে হয়েছে ৮। অন্তত ২০ জনের খোঁজ পাওয়া যায়নি এখনও। অন্যদিকে খাস কলকাতার বুকে এত বড় অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটে যাওয়া সত্ত্বেও দমকলমন্ত্রী সুজিত বসু আসতে দুদিন লেগে যাওয়ায় আজ মঙ্গলবার স্বজনহারাদের বিক্ষোভের মুখে পড়তে হলো তাঁকে। সোমবার স্থানীয় সাংসদ সায়নী ঘোষ এবং রাজ্যের মন্ত্রী অরূপ বিশ্বাস ঘটনাস্থলে গেলেও উদ্ধার কাজে গতি আসেনি বলে অভিযোগ তাঁদের। মঙ্গলবার বেলা সাড়ে ১১টা নাগাদ ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেন সুজিত বসু। তিনি দমকল কর্মী ও আধিকারিকদের সঙ্গে কথা বলেন। সুজিত বসু বলেন, এই জায়গাটা একটি জতুগৃহের মতো। ৩৫ হাজার বর্গফুট জুড়ে বিস্তৃত এলাকায় পাশাপাশি একটি মোমোর কারখানা আর ডেকরেটার্সের গুদাম ছিল। সেখানেই প্রচুর দাহ্য পদার্থ থাকায় আগুন দ্রুত ছড়িয়ে পড়ে। তাতেই বহু ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে। রবিবার রাত প্রায় ৩টে নাগাদ আনন্দপুরের নাজিরাবাজের একটি মোমো কোম্পানির গুদামে আগুন লাগে। মোমো কোম্পানির গুদাম লাগোয়া আরও দুটি গুদামে আগুন ছড়িয়ে পড়ে। সোমবার অনেক রাত পর্যন্ত দমকল আগুন নেভানোর চেষ্টা করেছে। কিন্তু এখনও পকেট ফারায় রয়েছে। সোমবার দমকলের ১২টি ইঞ্জিন আগুন নেভানোর কাজ করেছিল। কিন্তু মঙ্গলবার বেলার দিকেও ধিকিধিকি আগুন জ্বলতে দেখা যায়। আনন্দপুরের জোড়া গুদামের আগুনে এখনও পর্যন্ত মৃতের সংখ্যা বেড়ে হয়েছে ৮। আরো অন্তত ২০ জন নিখোঁজ রয়েছে। বেশ কিছু দেহাংশ উদ্ধার হয়েছে। সেগুলি

এরপর ৪ নম্বর পৃষ্ঠায়

সকালের শিরোনাম

সম্পাদকীয়

২৮ জানুয়ারি ২০২৬, বুধবার

বড় চ্যালেঞ্জ ...

এসআইআর (স্পেশাল ইনটেনসিভ রিভিউ) প্রক্রিয়াকে কেন্দ্র করে রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তে ক্রমশ উদ্বেগজনক পরিস্থিতি তৈরি হচ্ছে। একের পর এক জেলায় উঠছে মৃত্যুর অভিযোগ, যেখানে মৃতদের পরিবারের দাবি এসআইআর সংক্রান্ত হয়রানি ও মানসিক চাপে পড়েই তাঁদের প্রিয়জনের মৃত্যু হয়েছে। প্রশাসনের ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন তুলছেন বিরোধী দল থেকে শুরু করে মানবাধিকার সংগঠনগুলিও।অভিযোগ অনুযায়ী, এসআইআর-এর নামে নাগরিকত্ব ও পরিচয়পত্র যাচাই প্রক্রিয়ায় বহু মানুষকে বারবার শুনানিতে হাজিরা দিতে হচ্ছে। অনেক ক্ষেত্রে প্রবীণ, অসুস্থ ও দরিদ্র মানুষদের দীর্ঘ লাইনে দাঁড় করিয়ে রাখা হচ্ছে। কোথাও নথি থাকা সত্ত্বেও আবার অতিরিক্ত কাগজপত্র চাওয়া হচ্ছে। এই অনিশ্চয়তা ও প্রশাসনিক চাপেই মানসিকভাবে ভেঙে পড়ছেন বহু মানুষ।স প্রতি বিভিন্ন জেলায় কয়েকজনের মৃত্যুর ঘটনায় অভিযোগ উঠেছে, তাঁরা এসআইআর সংক্রান্ত নোটিস পাওয়ার পর থেকেই তীব্র মানসিক অবসাদে ভুগছিলেন। পরিবারের দাবি, কেউ হৃদ্ রোগে আক্রান্ত হয়ে, কেউ স্ট্রোক করে মারা গেছেন। কোথাও আবার আত্মহত্যার অভিযোগও উঠেছে। যদিও প্রশাসনের তরফে প্রত্যেকটি ক্ষেত্রেই এসআইআর-এর সঙ্গে মৃত্যুর কোনও সরাসরি যোগ নেই বলে দাবি করা হয়েছে।তবে বাস্তব পরিস্থিতি ভিন্ন বলে মনে করছেন সমাজকর্মীরা। তাঁদের অভিযোগ, এসআইআর প্রক্রিয়ার যথাযথ প্রচার ও স্বচ্ছতার অভাবে সাধারণ মানুষের মধ্যে ভয় ছড়িয়ে পড়েছে। বিশেষ করে সীমান্তবর্তী এলাকা ও সংখ্যালঘু অধ্যুষিত অঞ্চলে আতঙ্ক সবচেয়ে বেশি। অনেকেই আশঙ্কা করছেন, সামান্য ত্রুটির কারণে নাগরিকত্ব নিয়ে জটিলতায় পড়তে হতে পারে।এই ইস্যুতে রাজনৈতিক তরজাও তীব্র হয়েছে। বিরোধী দলগুলির অভিযোগ, এসআইআর-এর মাধ্যমে মানুষকে ভয় দেখিয়ে রাজনৈতিক ফায়দা তোলার চেষ্টা চলছে। তাঁদের দাবি, অবিলম্বে হয়রানি বন্ধ করে মৃত্যুর ঘটনাগুলির নিরপেক্ষ তদন্ত হওয়া উচিত। অন্যদিকে শাসক শিবিরের বক্তব্য, ভুয়ো ভোটার চিহ্নিত করতেই এসআইআর প্রক্রিয়া চালু হয়েছে এবং এতে আতঙ্কিত হওয়ার কোনও কারণ নেই।সব মিলিয়ে এসআইআর এখন রাজ্য রাজনীতির অন্যতম বিতর্কিত বিষয় হয়ে উঠেছে। মৃত্যুর অভিযোগ ও প্রশাসনিক হয়রানি নিয়ে ক্রমবর্ধমান ক্ষোভের মধ্যেই সাধারণ মানুষের আস্থা ফেরানোই এখন বড় চ্যালেঞ্জ বলে মনে করছেন বিশেষজ্ঞরা।

স্মৃতির পাতা থেকে

লতা মঙ্গেশকর

লতা মঙ্গেশকর ছিলেন একজন ভারতীয় নেপথ্য সঙ্গীতশিল্পী।তাকে ভারতীয় উপমহাদেশের অন্যতম সেরা ও সবচেয়ে প্রভাব বিস্তারকারী সঙ্গীতশিল্পী হিসেবে গণ্য করা হয়। ভারতীয় সঙ্গীত শিল্পে আট দশকের বেশি সময় অবদানের জন্য তিনি সুরের রাণী, ভারতের পাপিয়া, ও সহস্রাব্দের কণ্ঠ-সহ একাধিক সম্মানসূচক উপাধি পেয়েছেন। তিনি এক হাজারেরও বেশি ভারতীয় ছবিতে গান করেছেন এবং তার গাওয়া মোট গানের সংখ্যা দশ হাজারেরও বেশি। এছাড়া ভারতের ৩৬টি আঞ্চলিক ভাষাতে ও বিদেশি ভাষায় গান গাওয়ার একমাত্র রেকর্ডটি তারই। ১৯৮৯ সালে ভারত সরকার তাকে দাদাসাহেব ফালকে পুরস্কারে ভূষিত করে। তার অবদানের জন্য ২০০১ সালে তাকে ভারতের সর্বোচ্চ সম্মাননা ভারতরত্নে ভূষিত করা হয়; এম. এস. সুব্বুলক্ষ্মীর পর এই পদক পাওয়া তিনিই দ্বিতীয় সঙ্গীতশিল্পী।২০০৭ সালে ফ্রান্স সরকার তাকে ফ্রান্সের সর্বোচ্চ বেসামরিক সম্মাননা লেজিওঁ দনরের অফিসার খেতাবে ভূষিত করে। তিনি ৩টি জাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কার, ১৫টি বাংলা চলচ্চিত্র সাংবাদিক সমিতি পুরস্কার, ৪টি শ্রেষ্ঠ নারী নেপথ্য কণ্ঠশিল্পী বিভাগে ফিল্মফেয়ার পুরস্কার, ২টি বিশেষ ফিল্মফেয়ার পুরস্কার, ফিল্মফেয়ার আজীবন সম্মাননা পুরস্কারসহ অসংখ্য পুরস্কার অর্জন করেছেন। ১৯৭৪ সালে তিনি প্রথম ভারতীয় হিসেবে রয়্যাল অ্যালবার্ট হলে সঙ্গীত পরিবেশন করেন। পাঁচ ভাইবোনের মধ্যে লতা সর্বজ্যেষ্ঠ। তার বাকি ভাইবোনেরা হলেন - আশা ভোঁসলে, ঊষা মঙ্গেশকর, মীনা মঙ্গেশকর ও হৃদয়নাথ মঙ্গেশকর। তিনি ২০২২ সালের ৬ই ফেব্রুয়ারি মুম্বাইয়ে ৯২ বছর বয়সে মৃত্যুবরণ করেন। লতা মঙ্গেশকর ১৯২৯ সালের ২৮শে সেপ্টেম্বর তৎকালীন ইন্দোর রাজ্যের রাজধানী ইন্দোর (বর্তমান মধ্যপ্রদেশ) জন্মগ্রহণ করেন। তার পিতা পণ্ডিত দীনানাথ মঙ্গেশকর একজন মারাঠি ও কোঙ্কিণী সঙ্গীতজ্ঞ এবং মঞ্চ অভিনেতা ছিলেন। তার মাতা সেবন্তী (পরবর্তী নাম পরিবর্তন করে সুধামতি রাখেন) বোম্বে প্রেসিডেন্সির তালনারের (বর্তমান উত্তর-পশ্চিম মহারাষ্ট্র) একজন গুজরাতি নারী ছিলেন। তিনি দীনানাথের দ্বিতীয় স্ত্রী ছিলেন। তার প্রথম স্ত্রী নর্মদা সেবন্তীর বড়বোন ছিলেন, যিনি মৃত্যুবরণ করেছিলেন। শৈশবে বাড়িতে থাকাকালীন কে এল সায়গল ছাড়া আর কিছু গাইবার অনুমতি ছিল না তার। বাবা চাইতেন ও শুধু ধ্রুপদী গান নিয়েই থাকুক। জীবনে প্রথম রেডিও কেনার সামর্থ্য যখন হলো, তখ ন তার বয়স আঠারো। কিন্তু রেডিওটা কেনার পর নব ঘুরাতেই প্রথম যে খ বরটি তাকে শুনতে হয় তা হচ্ছে, কে. এল. সায়গল আর বেঁচে নেই। সঙ্গে সঙ্গেই রেডিওটা ফেরত দিয়ে দেন তিনি। ৫ বছর বয়সে বাবার পরিচালিত গীতি-নাট্যে অভিনয় করেন। ১৯৪১ সালে রেডিওতে দুটি গান রেকর্ড করেন, বাবার মৃত্যুর পর পেশা জীবনে পা রাখে ন। ১৩ বছর বয়সে মারাঠি গানের রেকর্ড হয়, কিন্তু সে গান সিনেমা থেকে বাদ যায়। তাঁর প্রথম হিন্দি গান মারাঠি 'জগভাউ' নামক ছবিতে। হিন্দি চলচ্চিত্র 'আপ কি সেবা মে' প্রথম হিন্দি গান গেয়েছেন তিনি। তারপর ১৯৪৮এ প্রযোজক শশধর মুখোপাধ্যায়-এর ছবি 'শহিদ' ছবিতে তিনি সুযোগ পান এবং মজবুর সিনেমায় 'দিল মেরা তোড়া' গানে তিনি বিশেষ জনপ্রিয়তা পান। লতা মঙ্গেশকর তার কর্মজীবনে

অসংখ্য পুরস্কার ও সম্মাননা অর্জন করেছেন। তিনি ভারতের সর্বোচ্চ অসামরিক সম্মাননা ভারতরত্ন (২০০১), দ্বিতীয় সর্বোচ্চ অসামরিক সম্মাননা পদ্মবিভূষণ (১৯৯৯), তৃতীয় সর্বোচ্চ অসামরিক সম্মাননা পদ্মভূষণে (১৯৬৯) ভূষিত হয়েছেন। এই সঙ্গীতশিল্পীকে ২০০৭ সালে ফ্রান্স সরকার তাদের সর্বোচ্চ অসামরিক সম্মাননা লেজিওঁ দনরের অফিসার খে তাব প্রদান করেছে। এছাড়া তিনি দাদাসাহেব ফালকে পুরস্কার (১৯৮৯), মহারাষ্ট্র ভূষণ পুরস্কার (১৯৯৭), এনটিআর জাতীয় পুরস্কার (১৯৯৯), জি সিনে আজীবন সম্মাননা পুরস্কার (১৯৯৯), এএনআর জাতীয় পুরস্কার (২০০৯), শ্রেষ্ঠ নারী নেপথ্য কণ্ঠশিল্পী বিভাগে ৩টি জাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কার এবং ১৫টি বাংলা চলচ্চিত্র সাংবাদিক সমিতি পুরস্কার পেয়েছেন। তিনি শ্রেষ্ঠ নারী নেপথ্য কণ্ঠশিল্পী বিভাগে ৪টি ফিল্মফেয়ার পুরস্কার অর্জন করেছেন। তিনি ১৯৬৯ সালে নতুন প্রতিভা বিকাশের লক্ষ্যে শ্রেষ্ঠ নারী নেপথ্য কণ্ঠশিল্পী বিভাগে ফিল্মফেয়ার পুরস্কার প্রত্যাখ্যান করেন। পরবর্তী কালে তিনি ১৯৯৩ সালে ফিল্মফেয়ার আজীবন সম্মাননা পুরস্কার এবং ১৯৯৪ ও ২০০৪ সালে দুইবার ফিল্মফেয়ার বিশেষ পুরস্কার অর্জন করেন। ১৯৭৪ সালে সব চেয়ে বেশি সংখ্যক গান রেকর্ড করার জন্য গিনেস বুক অফ রেকর্ডে তাঁর নাম ওঠে। তাঁকে ১৯৮০ সালে দক্ষিণ আমেরিকার সুরিনামের সাম্মানিক নাগরিকত্ব প্রদান করা হয়। ১৯৮৭ সালে আমেরিকার সাম্মানিক নাগরিকত্ব পান। ১৯৯০ সালে পুনে বিশ্ববিদ্যালয় থেকে তাঁকে সাম্মনিক ডক্টরেট প্রদান করা হয় । ১৯৯৬ সালে ভিডিওকন স্ক্রিন লাইফটাইম পুরস্কার। ২০০০ সালে আই আই এফ লাইফ টাইম অ্যাচিভমেন্ট পুরস্কার এরকম আরো বহু পুরস্কার ও সম্মানে তিনি ভূষিত। লতা ২০২২ সালের ৮ জানুয়ারি কোভিডে আক্রান্ত হয়ে মুম্বাইয়ের ব্রীচ ক্যান্ডি হাসপাতালে ভর্তি হন। করোনা মুক্তও হয়েছিলেন। কিন্তু পরবর্তী শারীরিক অসুস্থতায় অবস্থার অবনতি হয়। তিনি ২০২২ সালের ৬ ফেব্রুয়ারি সকাল ৮১২ নাগাদ (ইউটিসি৫৩০) হাসপাতালে মৃত্যুবরণ করেন। মুম্বই-এর শিবাজী পার্কে তাঁর অন্ত্যেষ্টি সম্পন্ন হয়। সেখানে উপস্থিত ছিলেন ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র দামোদরদাস মোদী, সচিন তেন্ডুলকর, শাহরুখ খান প্রমুখ বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ ভারতের রাষ্ট্রপতি, প্রধানমন্ত্রী, স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীসহ বিভিন্ন উল্লেখ যোগ্য রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্বরা গভীর শোক প্রকাশ করেন এবং সরকারের পক্ষ থেকে দুদিনের রাষ্ট্রীয় শোক ঘোষণা করা হয়।

লালা লাজপত রায়

যাঁর রক্তে লেখা হয়েছিল স্বাধীনতার ইতিহাস

সুব্রত পাল, শিলচর, অসম

ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসে যে কয়েকজন মহান নেতার নাম স্বর্ণাক্ষরে লেখা আছে, তাঁদের মধ্যে লালা লাজপত রায় অন্যতম। ১৮৬৫ সালের ২৮ জানুয়ারি পাঞ্জাবের মোগা জেলার ধুদিকে গ্রামে এক সম্ভ্রান্ত হিন্দু পরিবারে জন্মগ্রহণকারী এই মহান ব্যক্তিত্ব 'পাঞ্জাব কেশরী' বা 'পাঞ্জাবের সিংহ' নামে খ্যাত হয়ে উঠেছিলেন। তিনি শুধুমাত্র একজন রাজনৈতিক নেতাই ছিলেন না, তিনি ছিলেন একাধারে সমাজ সংস্কারক, শিক্ষাবিদ, লেখক এবং সাংবাদিক। তাঁর জীবন ছিল আত্মত্যাগ, দেশপ্রেম এবং নিরলস সংগ্রামের উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। তাঁর পিতা মুনশি রাধাকৃষ্ণ ছিলেন উর্দু ও ফারসি ভাষার একজন শিক্ষক। পরিবারের ধর্মীয় ও নৈতিক পরিবেশ লাজপত রায়ের চরিত্র গঠনে গভীর প্রভাব ফেলেছিল। তাঁর মা গুলাব দেবী ছিলেন একজন ধার্মিক ও সংস্কৃতিমনা মহিলা, যাঁর কাছ থেকে তিনি জীবনের প্রথম পাঠ গ্রহণ করেন। মায়ের কোলে বসেই তিনি শুনেছিলেন ভারতের প্রাচীন গৌরবগাথা, বীরত্বের কাহিনী এবং ধর্মীয় উপাখ্যান, যা তাঁর কোমল হৃদয়ে দেশপ্রেমের বীজ বপন করেছিল। শৈশব থেকেই তাঁর মধ্যে ছিল প্রখর মেধা, অসাধারণ স্মৃতিশক্তি এবং জ্ঞানের প্রতি অদম্য আগ্রহ। লাজপত রায়ের শিক্ষাজীবন শুরু হয় লাহোরের গভর্নমেন্ট কলেজে। সেখানে তিনি আইন বিষয়ে পড়াশোনা করেন এবং ১৮৮০ সালে স্নাতক ডিগ্রি লাভ করেন। ছাত্রাবস্থায়ই তাঁর মধ্যে দেশপ্রেম ও সমাজসেবার আগ্রহ জন্মায়। তিনি বৈদিক ধর্ম ও আর্য সমাজের শিক্ষায় আকৃষ্ট হন এবং স্বামী দয়ানন্দ সরস্বতীর আদর্শে উদ্বুদ্ধ হন। কলেজে পড়াকালীন তিনি বিভিন্ন বিতর্ক প্রতিযোগিতায় অংশ নিতেন এবং তাঁর বক্তৃতা ও যুক্তির দক্ষতা সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করত। এই সময় থেকেই তাঁর মধ্যে ব্রিটিশ শাসনের বিরুদ্ধে প্রশ্ন জাগতে শুরু করে এবং তিনি উপলব্ধি করেন যে ভারতবর্ষের মুক্তি ও উন্নতির জন্য প্রয়োজন সংগঠিত প্রতিরোধ এবং জাতীয় জাগরণ। লালা লাজপত রায়ের জীবনে আর্য সমাজ আন্দোলন এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। তিনি স্বামী দয়ানন্দ সরস্বতীর প্রতিষ্ঠিত এই সংস্কারবাদী আন্দোলনে সক্রিয়ভাবে যুক্ত হন এবং হিন্দু সমাজের কুসংস্কার দূরীকরণে আজীবন কাজ করেন। তিনি বিধবা বিবাহ, নারী শিক্ষা এবং অস্পৃশ্যতা বিরোধী আন্দোলনের পক্ষে সোচ্চার ছিলেন। আর্য সমাজের মূল মন্ত্র ছিল 'ফিরে চলো বেদের দিকে' এবং সমাজ থেকে কুসংস্কার ও অন্ধবিশ্বাস দূর করা। লাজপত রায় এই আদর্শকে হৃদয়ে ধারণ করেছিলেন এবং সমাজ সংস্কারের মাধ্যমে জাতীয় পুনর্জাগরণের স্বপ্ন দেখেছিলেন। তিনি বুঝতে পেরেছিলেন যে শিক্ষা ছাড়া জাতির উন্নতি সম্ভব নয়। এই বিশ্বাস থেকেই তিনি পাঞ্জাবে বেশ কয়েকটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্থাপন করেন। ১৯০৭ সালে তিনি লাহোরে দয়ানন্দ অ্যাংলো-বৈদিক কলেজ প্রতিষ্ঠায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন, যা পরবর্তীতে লালা লাজপত রায় বিশ্ববিদ্যালয় নামে পরিচিত হয়। তাঁর দৃষ্টিতে শিক্ষা ছিল জাতীয় জাগরণের প্রধান হাতিয়ার। তিনি বিশ্বাস করতেন যে পাশ্চাত্য শিক্ষার সঙ্গে ভারতীয় সংস্কৃতি ও মূল্যবোধের সমন্বয় ঘটিয়ে এক নতুন প্রজন্ম গড়ে তোলা সম্ভব, যারা হবে দেশপ্রেমিক, আত্মসম্মানবোধসম্পন্ন এবং সংগ্রামী। তাঁর সমাজসেবার কাজ শুধু শিক্ষার মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল না। তিনি অনাথ আশ্রম, বিধবা আশ্রয় কেন্দ্র এবং গো-রক্ষা সমিতি প্রতিষ্ঠা করেন। অস্পৃশ্যতার বিরুদ্ধে তাঁর লড়াই ছিল অত্যন্ত সাহসী এবং প্রগতিশীল। সমাজের নিম্নবর্ণের মানুষদের শিক্ষা ও উন্নয়নের জন্য তিনি নিরলস পরিশ্রম করেছেন। ১৮৮০-এর দশকে লালা লাজপত রায় ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসে যোগদান করেন। প্রথম দিকে কংগ্রেস ছিল নরমপন্থী আন্দোলনের কেন্দ্র, যেখানে ব্রিটিশ সরকারের কাছে সভ্যতার সঙ্গে আবেদন-নিবেদন পেশ করা হত। কিন্তু লাজপত রায় ধীরে ধীরে চরমপন্থী বা উগ্রপন্থী নেতা হিসেবে আত্মপ্রকাশ করেন। তিনি বিশ্বাস করতেন যে শুধুমাত্র আবেদন -নিবেদনের মাধ্যমে ব্রিটিশদের কাছ থেকে স্বাধীনতা আদায় সম্ভব নয়, প্রয়োজন সক্রিয় প্রতিরোধ ও জনগণের শক্তি সংগঠনের। বাল গঙ্গাধর তিলক ও বিপিন চন্দ্র পালের সঙ্গে তিনি 'লাল-বাল-পাল' নামে খ্যাত ত্রয়ী গঠন করেন।

এই তিন মহান নেতা ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনে নতুন মাত্রা যোগ করেন এবং ব্রিটিশ শাসনের বিরুদ্ধে জনগণকে ঐক্যবদ্ধ করতে সক্ষম হন। তাঁদের নেতৃত্বে কংগ্রেসে জঙ্গী জাতীয়তাবাদের উত্থান ঘটে। তাঁরা স্বদেশী আন্দোলন, বিদেশী পণ্য বর্জন এবং জাতীয় শিক্ষার প্রসারে জোর দেন। তাঁদের বক্তৃতা ও লেখনীর মাধ্যমে সাধারণ জনগণের মধ্যে স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষা প্রবল হয়ে ওঠে। লালা লাজপত রায় 'স্বরাজ' বা স্ব-শাসনের দাবি তুলেছিলেন এবং বলেছিলেন যে ভারতীয়দের নিজেদের দেশ শাসনের অধিকার রয়েছে। তিনি জনসাধারণকে সংগঠিত করার জন্য গ্রাম থেকে গ্রামে, শহর থেকে শহরে ভ্রমণ করতেন এবং তাঁর জ্বালাময়ী বক্তৃতায় মানুষের হৃদয় স্পর্শ করতেন। ১৯০৫ সালে লর্ড কার্জন বাংলা প্রদেশকে দুই ভাগে বিভক্ত করার সিদ্ধান্ত নিলে সারা ভারতে তীব্র প্রতিবাদ শুরু হয়। এই বিভাজনের উদ্দেশ্য ছিল বাঙালি জাতীয়তাবাদকে দুর্বল করা এবং হিন্দু-মুসলমান সম্প্রদায়ের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করা। লালা লাজপত রায় এই আন্দোলনে সক্রিয় অংশগ্রহণ করেন এবং পাঞ্জাবে স্বদেশী আন্দোলন ও বিদেশী পণ্য বর্জন কর্মসূচি সংগঠিত করেন। তিনি জনসভায় জ্বালাময়ী বক্তৃতার মাধ্যমে জনগণকে উদ্বুদ্ধ করেন এবং ব্রিটিশ শাসনের বিভেদ নীতির বিরুদ্ধে তীব্র সমালোচনা করেন। ব্রিটিশ সরকার তাঁর ক্রমবর্ধমান জনপ্রিয়তায় আতঙ্কিত হয়ে ১৯০৭ সালে তাঁকে গ্রেপ্তার করে এবং বিনা বিচারে বার্মার মান্দালয়ে ছয় মাসের জন্য নির্বাসিত করে। এই ঘটনা ভারতজুড়ে তীব্র প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করে। সর্বত্র প্রতিবাদ সভা অনুষ্ঠিত হয়, সংবাদপত্রে সম্পাদকীয় প্রকাশিত হয় এবং জনগণ ব্রিটিশ সরকারের এই স্বেচ্ছাচারী পদক্ষেপের তীব্র নিন্দা জানায়। নির্বাসনের এই অভিজ্ঞতা তাঁকে আরও দৃঢ়চেতা করে তোলে এবং ব্রিটিশ শাসনের বিরুদ্ধে তাঁর লড়াই আরও তীব্র হয়। ১৯১৪ থেকে ১৯২০ সাল পর্যন্ত লালা লাজপত রায় আমেরিকায় অবস্থান করেন। সেখানে তিনি ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনের পক্ষে আন্তর্জাতিক জনমত গঠনের চেষ্টা করেন। তিনি বেশ কয়েকটি বই ও প্রবন্ধ রচনা করেন, যার মধ্যে Englands Debt to India- The Problem of National Education in India-Unhappy India উল্লেখ যোগ্য। তাঁর লেখনী ব্রিটিশ শোষণের বাস্তব চিত্র তুলে ধরে এবং পাশ্চাত্য জগতে ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের প্রতি সহানুভূতি সৃষ্টি করে। আমেরিকায় অবস্থানকালে তিনি Indian Home Rule League of America প্রতিষ্ঠা করেন এবং ভারতীয় অভিবাসীদের মধ্যে জাতীয়তাবাদী চেতনা জাগ্রত করার কাজ করেন। তাঁর কূটনৈতিক প্রচেষ্টা ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামকে একটি আন্তর্জাতিক মাত্রা প্রদান করে। লালা লাজপত রায় শুধুমাত্র একজন রাজনৈতিক নেতা ছিলেন না, তিনি ছিলেন একজন প্রখর মেধাবী লেখক ও সাংবাদিক। তিনি বেশ কয়েকটি পত্রিকা সম্পাদনা করেন, যার মধ্যে The People- Bande Mataram এবং The Punjabee উল্লেখযোগ্য। তাঁর লেখনীর মাধ্যমে তিনি ব্রিটিশ শাসনের অত্যাচার ও শোষণের বিরুদ্ধে জনমত গঠন করেন। তাঁর সাংবাদিকতা ছিল সাহসী, নির্ভীক এবং সত্যনিষ্ঠ। তিনি সেন্সরশিপের ভয়ে কখনো সত্য প্রকাশে পিছপা হননি এবং ব্রিটিশ সরকারের নীতিনির্ধারণের তীব্র সমালোচনা করেছেন। তাঁর রচিত বইগুলির মধ্যে মহাত্মা হংসরাজ, স্বামী দয়ানন্দ সরস্বতী, শিবাজী, বিশেষ উল্লেখযোগ্য। এই জীবনীগুলি তরুণ প্রজন্মের মধ্যে দেশপ্রেম ও আত্মত্যাগের চেতনা জাগ্রত করতে সহায়ক হয়েছিল। তাঁর লেখনী ছিল সহজ, প্রাঞ্জল এবং যুক্তিপূর্ণ, যা সাধারণ মানুষের কাছে সহজেই পৌঁছাতে পারত। তাঁর লেখায় ভারতের প্রাচীন ঐতিহ্য, সংস্কৃতি ও গৌরবের গাথা পাওয়া যায়। তিনি দেখাতে চেয়েছিলেন যে ভারতবর্ষ কখনো নিম্নমানের জাতি ছিল না, বরং এক উন্নত সভ্যতার ধারক ছিল। ১৯২৮ সাল ছিল ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসে একটি গুরুত্বপূর্ণ বছর। ব্রিটিশ সরকার ভারতের সাংবিধানিক সংস্কারের জন্য 'সাইমন কমিশন' গঠন করে, কিন্তু এই কমিশনে একজনও ভারতীয় সদস্য ছিল না। এটি ছিল ভারতীয়দের প্রতি চরম অপমান এবং তাদের অধিকারকে অস্বীকার করার সামিল। সারা ভারতে এই কমিশনের বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ শুরু হয় এবং Simon Go Back শ্লোগানে আকাশ-বাতাস প্রকম্পিত হয়ে ওঠে। ১৯২৮ সালের ৩০ অক্টোবর লাহোরে সাইমন কমিশনের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ প্রদর্শনে নেতৃত্ব দিতে গিয়ে লালা লাজপত রায়ের উপর পুলিশ নৃশংস লাঠিচার্জ করে। ব্রিটিশ পুলিশ অফিসার জেমস স্কটের নির্দেশে তাঁর বুকে ও মাথায় প্রচণ্ড আঘাত করা হয়। ৬৩ বছর বয়সী এই বৃদ্ধ নেতা রক্তাক্ত হয়ে পড়ে যান, কিন্তু তাঁর মনোবল ছিল অটুট। মারাত্মক আহত অবস্থায়ও তিনি উচ্চারণ করেন তাঁর সেই অমর বাণী আমার শরীরে পড়া প্রতিটি লাঠির আঘাত ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের কফিনে শেষ পেরেক হবে। এই বাণী ইতিহাসে অমর হয়ে আছে এবং ভারতীয় স্বাধীনতা সংগ্রামীদের অদম্য সাহস ও দৃঢ়তার প্রতীক। এই আঘাতের কারণে তিনি গুরুতর আহত হন এবং ১৭ নভেম্বর, ১৯২৮ তারিখে মাত্র ৬৩ বছর বয়সে তাঁর মৃত্যু হয়। তাঁর মৃত্যু ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে এক নতুন অধ্যায়ের সূচনা করে। সারা দেশে শোকের ছায়া নেমে আসে, কিন্তু সেই শোক রূপান্তরিত হয় প্রতিশোধের আগুনে। ভগৎ সিং, রাজগুরু এবং সুখদেব তাঁর মৃত্যুর প্রতিশোধ নিতে ১৯২৮ সালের ১৭ ডিসেম্বর পুলিশ অফিসার জন সন্ডার্সকে হত্যা করেন, যদিও তাঁরা আসলে জেমস স্কটকেই লক্ষ্য করেছিলেন। লালা লাজপত রায়ের আত্মত্যাগ ও দেশপ্রেম আজও ভারতবাসীকে অনুপ্রাণিত করে। তাঁর স্মৃতি রক্ষার্থে ভারতের বিভিন্ন স্থানে তাঁর নামে রাস্তা, প্রতিষ্ঠান ও স্মৃতিসৌধ নির্মিত হয়েছে। দিল্লিতে লালা লাজপত রায় ইনস্টিটিউট অব ম্যানেজমেন্ট, মুম্বাইয়ে লালা লাজপত রায় কলেজ, এবং শিমলায় তাঁর স্মৃতিসৌধ তাঁর অমর কীর্তির সাক্ষ্য বহন করে। ১৯৬৪ সালে ভারত সরকার তাঁর স্মরণে ডাকটিকিট প্রকাশ করে। তাঁর জন্মদিন ২৮ জানুয়ারি প্রতি বছর বিভিন্ন অনুষ্ঠানের মাধ্যমে পালিত হয়। পাঞ্জাব ও হরিয়ানা তথা সমস্ত দেশে তিনি আজও 'পাঞ্জাব কেশরী' হিসেবে সম্মানিত এবং জনগণের হৃদয়ে তাঁর স্থান অটুট। লালা লাজপত রায়ের জীবন আমাদের শেখায় যে দেশপ্রেম, সততা ও আত্মত্যাগই মহান জীবনের ভিত্তি। তিনি প্রমাণ করে গেছেন যে একজন ব্যক্তির দৃঢ় সংকল্প ও নিরলস প্রচেষ্টা ইতিহাসের গতিপথ পরিবর্তন করতে পারে। তাঁর জীবন শুধু স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাস নয়, এটি সমাজ সংস্কার, শিক্ষা বিস্তার এবং মানবিক মূল্যবোধের প্রচারেরও এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। আজকের যুগে যখ ন আমরা স্বাধীন ভারতের নাগরিক হিসেবে জীবনযাপন করছি, তখন লালা লাজপত রায়ের মতো মহান ব্যক্তিদের আত্মত্যাগের কথা স্মরণ করা আমাদের কর্তব্য। তাঁর জীবনাদর্শ আজও প্রাসঙ্গিক - সামাজিক ন্যায়বিচার, শিক্ষার প্রসার, সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি এবং জাতীয় ঐক্যের যে বার্তা তিনি দিয়ে গেছেন, তা আজকের ভারতের জন্যও সমান গুরুত্বপূর্ণ। পাঞ্জাব কেশরী লালা লাজপত রায় কেবল একটি নাম নন, তিনি এক মহান আদর্শ, এক অমর চেতনা। তাঁর আত্মত্যাগের ফলস্বরূপ আজ আমরা স্বাধীন দেশের নাগরিক। তাঁর স্মৃতির প্রতি আমাদের বিনম্র শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতা জানাই এবং তাঁর আদর্শকে হৃদয়ে ধারণ করে দেশ ও সমাজের সেবায় নিজেদের নিয়োজিত করার শপথ নিই। আসুন, আমরা সেই ত্যাগের মর্যাদা রক্ষা করি এবং একটি শক্তিশালী, সমৃদ্ধ ও ন্যায়বিচারপূর্ণ ভারত গড়ে তুলি। জয় হিন্দ।

ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসে যে কয়েকজন মহান নেতার নাম স্বর্ণাক্ষরে লেখা আছে, তাঁদের মধ্যে লালা লাজপত রায় অন্যতম। ১৮৬৫ সালের ২৮ জানুয়ারি পাঞ্জাবের মোগা জেলার ধুদিকে গ্রামে এক সম্ভ্রান্ত হিন্দু পরিবারে জন্মগ্রহণকারী এই মহান ব্যক্তিত্ব 'পাঞ্জাব কেশরী' বা 'পাঞ্জাবের সিংহ' নামে খ্যাত হয়ে উঠেছিলেন। তিনি শুধুমাত্র একজন রাজনৈতিক নেতাই ছিলেন না, তিনি ছিলেন একাধারে সমাজ সংস্কারক, শিক্ষাবিদ, লেখক এবং সাংবাদিক। তাঁর জীবন ছিল আত্মত্যাগ, দেশপ্রেম এবং নিরলস সংগ্রামের উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। তাঁর পিতা মুনশি রাধাকৃষ্ণ ছিলেন উর্দু ও ফারসি ভাষার একজন শিক্ষক। পরিবারের ধর্মীয় ও নৈতিক পরিবেশ লাজপত রায়ের চরিত্র গঠনে গভীর প্রভাব ফেলেছিল। তাঁর মা গুলাব দেবী ছিলেন একজন ধার্মিক ও সংস্কৃতিমনা মহিলা, যাঁর কাছ থেকে তিনি জীবনের প্রথম পাঠ গ্রহণ করেন। মায়ের কোলে বসেই তিনি শুনেছিলেন ভারতের প্রাচীন গৌরবগাথা, বীরত্বের কাহিনী এবং ধর্মীয় উপাখ্যান, যা তাঁর কোমল হৃদয়ে দেশপ্রেমের বীজ বপন করেছিল। তাঁর মধ্যে ছিল প্রখর মেধা, অসাধারণ স্মৃতিশক্তি এবং জ্ঞানের প্রতি অদম্য আগ্রহ।

খবর

ব্যাঙ্ক ধর্মঘট, প্রভাব পড়লো হাওড়াতেও

সকালের শিরোনাম
নিজস্ব প্রতিনিধি
হাওড়া

সপ্তাহে পাঁচদিন ব্যাঙ্ক পরিষেবা চালু রেখে শনি ও রবিবার ছুটির দাবিতে মঙ্গলবার সারা দেশজুড়ে ধর্মঘটের ডাক দেয় অফিসার ও কর্মীদের সংগঠনগুলির যৌথ মঞ্চ ইউনাইটেড ফোরাম অব ব্যাংক ইউনিয়নস। এই ধর্মঘটে সামিল হয় প্রায় ৮ লক্ষ ব্যাঙ্ক কর্মচারী। হাওড়াতেও ধর্মঘটে সামিল হয়েছেন ব্যাঙ্ক কর্মীরা। ধর্মঘটী ব্যাঙ্ক কর্মীদের দাবি, দেশের অধিকাংশ আর্থিক সংস্থা শনিবার বন্ধ থাকে। অথচ ব্যাঙ্কের ক্ষেত্রে তা মানতে নারাজ কেন্দ্রীয় সরকার। ধর্মঘটের বিষয়ে ইউনিয়ন ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া অফিসার্স অ্যাসোসিয়েশন, দুর্গাপুর ও হাওড়ার সাধারণ সম্পাদক রাজেশ যাদব জানান, কেন্দ্রীয় সরকার যদি এই একদিনের ধর্মঘটে তাদের দাবি না মানে, তাহলে আগামী দিনে বৃহত্তর আন্দোলনের পথ বেছে নেওয়া হবে।

প্রতিশ্রুতি ভঙ্গের জবাব দিলো ব্যাংক কর্মচারীরা, সর্বাত্মক ধর্মঘটের মাধ্যমে

সকালের শিরোনাম
নিজস্ব প্রতিনিধি
কলকাতা

ইউনাইটেড ফোরামের ডাকা ২৭ তারিখের ধর্মঘট সর্বাত্মক বলে জানালো ব্যাংক ধর্মঘটের বিভিন্ন নেতৃবৃন্দ। দীর্ঘ একদশক ধরে চলে আসা পাঁচ দিনের সপ্তাহের দাবিতে মঙ্গলবার ব্যাংক কর্মচারীরা বেতন কাটিয়ে একদিনের ধর্মঘট চূড়ান্ত ভাবে সফল করলেন। প্রায় সমস্ত ব্যাংকের সামনেই অবস্থানরত কর্মচারীদের সারাদিনই দেখা যায় শান্তিপূর্ণ বিক্ষোভ করতে। অফিসার সহ সব শ্রেণীর কর্মচারীদের স্বতঃস্ফূর্ত উপস্থিতি প্রমাণ করে তারা এই পাঁচদিনের সপ্তাহ চালু করার ক্ষেত্রে কতটা উৎসাহী। ব্যাংক অফ ইন্ডিয়া অফিসার্স অ্যাসোসিয়েশনের সাধারণ সম্পাদক সঞ্জয় দাস জানান, 'বিগত একদশক ধরে ব্যাংকাররা এই দাবি নিয়ে লড়ে আসছেন। যেখানে রিসার্ভ ব্যাংক, জীবন বীমা, সাধারণ বীমা, নাবার্ড, স্টক মার্কেট সহ বিভিন্ন সরকারি দফতর অনেকদিন আগে থেকেই পাঁচদিন কাজ করে, সেখানে বারবার প্রতিশ্রুতি দিয়েও অর্থমন্ত্রক নৈতিকভাবে মেনে নিলেও কেন বাস্তবে সম্মতি দিচ্ছে না, সেই নিয়েই প্রশ্ন তোলেন সকলে। গত ৭ ডিসেম্বর ২০২৩ সালে মৌ সাক্ষরিত হয়েছে এই মর্মে, বিগত বেতন চুক্তির সময় ২০২৪ সালে লিখিত সম্মতিও পাওয়া গিয়েছিল। তারপর থেকে বিভিন্ন সময় ধর্মঘট ডাকা হয়েছিল, তখন প্রতিশ্রুতি পেয়ে ধর্মঘট প্রত্যাহার করে নেওয়া হয়েছিল বিভিন্ন সময়ে। কর্মচারীরা এক দিনের ছুটির পরিবর্তে বাকি পাঁচদিন প্রতিদিন ৪০ মিনিট অতিরিক্ত কাজ করতেও সম্মতি হয়েছিলেন। তারপরেও এই টালবাহানা চলছে'। তিনি জানান, 'বিকশিত ভারত'-এর লক্ষ্যে পৌঁছানোর জন্য যেখ ানে ডিজিটাল ইন্ডিয়ার কথা বলা হচ্ছে, সেখানে সেই পুরোনো ৬ দিনের সপ্তাহ একেবারেই সামঞ্জস্যপূর্ণ না। পৃথিবীর উন্নত দেশগুলোতে ৪ দিনের সপ্তাহের চিন্তা করা হচ্ছে। এদিনের ধর্মঘট সার্থক করার জন্য তিনি সমস্ত ব্যাংক কর্মচারীদের ধন্যবাদ জানান।

ব্যাবসা বাণিজ্য

বিনিয়োগের ক্ষেত্রে সবচেয়ে আগে খেয়াল রাখুন এই কথাই

সকালের শিরোনাম
নিজস্ব প্রতিনিধি

প্রতিটি বিনিয়োগকারী আলাদা। তাঁদের প্রয়োজন, উদ্দেশ্য এবং লগ্নির দৃষ্টিভঙ্গিও আলাদা। কিন্তু একটি বিষয় 'কমন'। আর তা হল, তাঁর উপার্জিত অর্থের যাতে সদ্ব্যবহার হয়, তা সুনিশ্চিত করা। আর্থিক নিরাপত্তা যাতে কোনওমতেই ক্ষুণ্ণ না হয়, তার অভয় দেওয়া। উদাহরণ দিয়ে বুঝিয়ে বললেন সীবলী মুখার্জি। ভারতের আর্থিক জাগরণের প্রেক্ষাপটে, একটা মাত্র ১০০ টাকার নোট ঝুঁকি নেওয়ার, ধৈর্য ধরার এবং প্রজ্ঞার ভিন্ন ভিন্ন গল্প বলে। একটা ছোট ১০০ টাকার নোট কল্পনা করুন। দেখতে সামান্য। কিন্তু এই টাকাই ১০-১৫ বছর পর আপনার জীবনে অনেক কিছু করতে পারে। সব কিছু নির্ভর করে আপনি আজ এই টাকাটা কোথায় এবং কীভাবে ব্যবহার করছেন তার উপর। চলুন, চারজন মানুষের গল্প দিয়ে বিষয়টা খুব সহজ করে বুঝি।

রমেশের কাছে নিরাপত্তাই সর্বশ্রেষ্ঠ পন্থা। তাঁর মাসিক ১০০ টাকা পোস্ট অফিসের প্রকল্পে নিরাপদে জমা থাকে, যা লক্ষ লক্ষ সতর্ক মানুষের কাছে খুব কদর পায়। এঁদের কাছে ফিক্সড ডিপোজিটই সমস্ত বিশ্বাসের মূল। কেবল ৬.৫শতাংশ হারে ১৫ বছর ধরে নিয়মিত সঞ্চয়ের পর, মাসিক ১০০ টাকা প্রায় ৩১,৩০০ টাকায় গিয়ে দাঁড়ায়। তবে সাধারণ ভাবে ৫ শতাংশ গড় মুদ্রাস্ফীতির কারণে, এঁর প্রকৃত ক্রয়ক্ষমতা কমে মাত্র ২১,০০০ টাকায় দাঁড়ায়। এখানে মূলধন সংরক্ষিত থাকে, কিন্তু এর বৃদ্ধি ক্রমবর্ধমান ব্যয়ের বিরুদ্ধে লড়াই করতে পারে না।

বড় স্বপ্ন, ছোট ফল এর বিপরীতে রমেশের বন্ধু অর্জুনকে দেখুন, যিনি একই ১০০ টাকাকে পুঁতে ফেলার বীজ হিসেবে নয়, বরং একটা স্ফুলিঙ্গ হিসেবে দেখেন। কোনও এক প্রযুক্তি কেন্দ্রে কাজ করার সুবাদে, তিনি ক্রিপ্টো কোটিপতি এবং ডে ট্রেডারদের গল্পে সব সময় প্রভাবিত। তাঁর কাছে বাজার একটা ডিজিটাল ক্যাসিনোর মতো। তিনি হয়তো তাঁর ১০০ টাকা ফিউচার এবং অপশনে ঢেলে দেন, দ্রুত দ্বিগুণ লাভের নেশায়।

কিন্তু বাজার একদম নির্মম। সেবির তথ্য একটা কঠিন সত্য নিয়ে এই প্রসঙ্গে বলি ৯০ু বা তারও বেশি বিনিয়োগকারী ইক্যুইটি ডেরিভেটিভে টাকা হারায়। ১৫ বছর ধরে ট্রেডিং এবং বড়সড় খরচের পর, তার আগ্রাসী হাবভাবের জন্য সম্পদের পরিমাণ ১৫,০০০ টাকারও কমে যেতে পারে। আমার কাছে এটা খুব স্পষ্ট শিক্ষা,কৌশল ছাড়া স্ফুলিঙ্গ নিভে যায়।

আরও বুদ্ধিমানের মতো পথ দেখিয়েছেন প্রিয়া, যিনি নিজে একজন স্মার্ট বিনিয়োগকারী। তিনি তাঁর ১০০ টাকাকে ভাল ভাবেই সাজিয়েছেন ৫০ টাকা ইক্যুইটিতে (১২ু সিএজিআর বা ঙ্খ্ব্জ্ঝট্ট), ৩০ টাকা ডেটে (৭ু সিএজিআর), এবং ২০ টাকা সোনায় (৮ু সিএজিআর)। ১৫ বছর পর, এই সুন্দর ৫০৩০২০ পোর্টফোলিওটা প্রায় ৩৮,০০০ টাকায় পরিণত হবে। বলে রাখা দরকার, বাজারের অস্থিরতা থাকবেই। পোর্টফোলিওতে যদি বৈচিত্র্য থাকে তাহলে পড়ে যাওয়ার সময় সামলে দেবে। ইনভেস্টর সঠিক পথে থাকতে পারবেন। এটাই ম্যারাথন দৌড়ের কৌশল- ধারাবাহিক, নিয়মিত এবং শেষ পর্যন্ত আরও ফলপ্রসূ।

এবার বলি আরতির কথা, ইনি একজন শিক্ষিকা। ইদানিং এমন বিনিয়োগকারীর সংখ্যার শেষ নেই। একটা ব্যালেন্সড ফান্ডে মাসে মাত্র ৫০০ টাকার এক সাধারণ এসআইপি শুরু করেছেন আরতি। সেই লক্ষ লক্ষ নারীর প্রতিনিধিত্ব করছেন যাঁরা এখন মিউচুয়াল ফান্ড সম্পদে ১২ লক্ষ কোটি টাকারও বেশি সঞ্চয় নিয়ন্ত্রণ করেন। ১৫ বছরে তাঁর ৯০,০০০ টাকার বিনিয়োগ, যা মাঝারি ১১ু সিএজিআর হারে বেড়ে প্রায় ২.৩ লক্ষ টাকায় চলে যাবে। তিনি দেশের শীর্ষ ৩০টা শহরের বাইরে থাকা নতুন মহিলা বিনিয়োগকারীদের ৭২ শতাংশের একজন। এটা কম কথা নয়।তবে, মৌলিক প্রশ্নটা থেকেই যায় আপনার একশো টাকা কততে পরিণত হবে? এ কি রমেশের মতো অর্থের নিরাপত্তাহীনতা, না অর্জুনের মতো নিঃশেষ হয়ে যাওয়া বাজি? নাকি প্রিয়া এবং আরতির মতো চক্রবৃদ্ধি হারে বৃদ্ধি পাওয়া ফসল? আপনি কী বলেন? আমার মতে 'আমার টাকা' হল আপনার নিজের লেখা গল্প। বিকল্পে ভরপুর একটা বিরাট অর্থনীতি আমাদের চোখের সামনে। আপনার সবচেয়ে শক্তিশালী শক্তি হল সময়। তা ব্যবহার করুন। ভাগ্যে কী আছে, তা নিয়ে বেশি চিন্তিত হবেন না। আপনার পথ বেছে নিন। আজ ছোট সিদ্ধান্ত, কাল বড় ফল। আপনার ভবিষ্যৎ সত্তা এর জন্য আপনাকেই ধন্যবাদ জানাবে।

ভোটের মুখে ফের দিনবদল সংশয়ে রাজ্য বাজেটের দিনক্ষণ

সকালের শিরোনাম

নিজস্ব প্রতিনিধি

সপ্তদশ বিধানসভার বিদায়ী অধিবেশন ঘিরে ফের অনিশ্চয়তার মেঘ। পূর্ব নির্ধারিত সূচি মেনে ৩১ জানুয়ারি অধিবেশন শুরু হওয়ার কথা থাকলেও, শেষ মুহূর্তে তা পিছিয়ে গেল। নবান্ন ও বিধানসভা সূত্রে খবর, আগামী ৩ ফেব্রুয়ারি থেকে শুরু হতে পারে এই বিশেষ অধিবেশন। ফলে রাজ্য বাজেট বা 'ভোট অন অ্যাকাউন্ট' পেশের দিনক্ষণ নিয়েও তৈরি হয়েছে ধোঁয়াশা। সব কিছু ঠিক থাকলে আগামী ৫ ফেব্রুয়ারি বিধানসভায় পেশ হতে পারে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সরকারের এই মেয়াদের শেষ বাজেট। আগামী লোকসভা নির্বাচনের আবহে এই অধিবেশন রাজনৈতিক মহলে অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ।

আগে ঠিক ছিল ৩১ জানুয়ারি অধিবেশন শুরু হবে এবং ২ ফেব্রুয়ারি বাজেট পেশ হবে। স্বয়ং স্পিকার বিমান বন্দ্যোপাধ্যায় এই দুই দিনের কথা স্পষ্ট করেছিলেন।

কিন্তু সূত্রের খবর, অনিবার্য কারণে সেই সূচি বাতিল করা হয়েছে। নতুন হিসেব অনুযায়ী, যে অধিবেশন ৫ ফেব্রুয়ারি শেষ হওয়ার কথা ছিল, তা সম্ভবত ৯ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত চলবে। হঠাৎ কেন এই রদবদল,

তা নিয়ে সরকারের তরফে স্পষ্ট কোনও ব্যাখ্যা মেলেনি। তবে প্রশাসনিক অলিন্দে দুটি কারণ নিয়ে জোর চর্চা চলছে। প্রথমত, জানুয়ারি মাসের শেষ ও ফেব্রুয়ারি মাসের শুরুতে শাসক দল তৃণমূল কংগ্রেসের বেশ কিছু বড় রাজনৈতিক কর্মসূচি রয়েছে।

দ্বিতীয়ত, চার মাসের এই অন্তর্বর্তী বাজেট বা ভোট অন অ্যাকাউন্টের প্রস্তুতি এখনও সম্পূর্ণ শেষ হয়নি।

শুভেন্দু বাবুদের দেড় কোটির টার্গেট পূরণ করতেই শুনানিতে ডাক এসেছে, মন্তব্য দেবাংশু'র

সকালের শিরোনাম

সুমন আদক

হাওড়া

এসআইআর হিয়ারিং-এ ডাক পেয়ে মঙ্গলবার দুপুরে হাওড়ার বালি গ্রাম পঞ্চায়েত অফিসের শুনানি কেন্দ্রে সপরিবারে উপস্থিত হন তৃণমূলের সোস্যাল মিডিয়া সেলের ইনচার্জ দেবাংশু ভট্টাচার্য। দেবাংশু এদিন এই বিষয়ে কমিশনকে তীব্র কটাক্ষ করেন। এদিন দুপুর বারোটা নাগাদ বালি গ্রাম পঞ্চায়েতে এসআইআর শুনানিতে আসেন তিনি।

কিন্তু কেন তাঁকে ডাকা হল সে বিষয়ে কোনও স্পষ্ট নির্দেশিকা না থাকায় তিনি আশ্চর্য বোধ করছেন বলে জানান। জানা গেছে, দেবাংশু সহ তাঁর পরিবারের মোট ৪ জনকে শুনানির নোটিশ দেওয়া হয়েছে। কি কারণে ডাকা হয়েছে তা অবশ্য জানা যায়নি। দেবাংশু বলেন, 'জানা ছিল শুনানিতে ডাক আসবে। কিন্তু কবে আসবে বুঝতে পারছিলাম না। ফাইনালি এসেছে ভালোবাসার চিঠি। হ্যাপি নিউ ইয়ার করতে ডেকেছে। আমরাও এসেছি। আমার পরিবারের কারও কাগজপত্রে ভুল কিছু নেই। কি কারণে ডাক পড়েছে জানিনা। দেড় কোটির টার্গেট শুভেন্দু বাবুরা দিয়ে রেখেছেন। সেই টার্গেট পূরণ করতে হবে তাই ডাকছে। আমি, আমার দিদি, আমার খুড়তুতো ভাই এবং বোনেরা হিয়ারিং-এ ডাক পেয়েছি। দিদি হাত ভেঙে বেডরেস্টে ওর কাগজপত্র নিয়ে মা এসেছেন। এখনও পর্যন্ত মোট চারজনে ডাক পেয়েছি। আমার বাবা, মা এবং কাকা, কাকিমার ২০০২ সালের ভোটার লিস্টে নাম ছিল। সেই কারণে ৫৮ লাখের তালিকায় আমাদের নাম আসেনি। আমার বাবা, মা, দিদি এবং আমার নাম, বয়সে কোনও কার্ডে কোনও গরমিল নেই। প্রতিটি কার্ডে একইরকম রয়েছে। তা সত্ত্বেও কেন ডেকে পাঠানো হয়েছে সে সম্পর্কে আমি নিশ্চিত নই। আমাদের কাছে লজিক্যাল ডিস্ক্রিপেন্সির জন্য যে নোটিশ এসেছে তার লজিক্যাল কোনও কারণ নেই'।

জাতীয় নিরাপত্তাই অগ্রাধিকার ,সীমান্তের জমি নিয়ে রাজ্যকে ডেডলাইন হাইকোর্টের

সকালের শিরোনাম

নিজস্ব প্রতিনিধি

কলকাতা

জাতীয় নিরাপত্তার স্বার্থে ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তে কাঁটাতারের বেড়া দেওয়ার কাজ আর থমকে থাকা চলবে না। আগামী ৩১ মার্চের মধ্যে সীমান্তবর্তী নয়টি জেলার জমি বিএসএফ-এর হাতে তুলে দেওয়ার জন্য রাজ্য সরকারকে কড়া নির্দেশ দিল কলকাতা হাইকোর্ট। মঙ্গলবার প্রধান বিচারপতি সুজয় পাল এবং বিচারপতি পার্থ সারথি সেনের ডিভিশন বেঞ্চ স্পষ্ট জানিয়ে দিয়েছে, জমি হস্তান্তরের ক্ষেত্রে 'এসআইআর' প্রক্রিয়ার দোহাই দিয়ে দেরি করা যাবে না। কেন্দ্রীয় সরকার ইতিপূর্বেই প্রয়োজনীয় অর্থ বরাদ্দ করেছে এবং অধিগ্রহণ প্রক্রিয়াও সারা হয়ে গিয়েছে। তবুও কেন জমি হস্তান্তর হয়নি, তা নিয়ে উষ্মা প্রকাশ করেছে আদালত।

আদালত জানিয়েছে, যে সমস্ত জমির ক্ষেত্রে এখনও রাজ্য মন্ত্রিসভার অনুমোদন মেলেনি, সেই বিষয়ে পরবর্তী শুনানিতে বিস্তারিত আলোচনা হবে। দেশের নিরাপত্তার স্বার্থে জরুরি ভিত্তিতে জমি অধিগ্রহণ আইন (৪০ নম্বর ধারা) প্রয়োগ করা যায় কি না, তা নিয়ে সমস্ত পক্ষকে হলফনামা দেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। মামলার পরবর্তী শুনানি আগামী ২ এপ্রিল। প্রাক্তন সেনাকর্মী ড. সুব্রত সাহার দায়ের করা এক জনস্বার্থ মামলার প্রেক্ষিতেই এই কড়া অবস্থান আদালতের। মামলাকারীর অভিযোগ ছিল, কাঁটাতার না থাকায় সীমান্ত দিয়ে অবাধে অনুপ্রবেশ ও পাচার চলছে, যার দায় মূলত রাজ্যের গাফিলতির।এদিনের শুনানিতে কেন্দ্র ও রাজ্যের আইনজীবীদের মধ্যে আইনি লড়াই ছিল চোখে পড়ার মতো। অ্যাডিশনাল সলিসিটর জেনারেল অশোক চক্রবর্তী সওয়াল করেন, এখানে জাতীয় নিরাপত্তার বিষয়টি জড়িয়ে রয়েছে। জেলা কালেকটর সরাসরি আইন অনুযায়ী জমি অধিগ্রহণ করার সিদ্ধান্ত নিতে পারেন। পাল্টা প্রধান বিচারপতি প্রশ্ন করেন, যতই আর্জেন্সি থাক, কালেকটর নিজে সিদ্ধান্ত নিতে পারেন কি? মামলাকারীর আইনজীবী তখন ২০১৩ সালের আইনের ৪০ নম্বর ধারার কথা মনে করিয়ে দেন। যদিও রাজ্যের আইনজীবী শীর্ষাণ্য বন্দ্যোপাধ্যায় যুক্তি দেন, জমি অধিগ্রহণের সমস্ত আইনকে সম্পূর্ণ বাতিল করে জমি অধিগ্রহণ সম্ভব নয়। অত্যন্ত জরুরি পরিস্থিতি ছাড়া সেকশন ৪০ প্রয়োগ করা যায় না। আর্জেন্সি মানে কোনও আর্টিফিশিয়াল আর্জেন্সির কথা বলা হয়নি। রাজ্যের পক্ষ থেকে আদালতকে আশ্বস্ত করার চেষ্টা করা হয় যে, ২০২৬ সালের মার্চের মধ্যে হস্তান্তরের কাজ শেষ হবে। কিছু জেলার ক্ষেত্রে মালিকানা সংক্রান্ত জটিলতার কারণে জুন মাস পর্যন্ত সময় চাওয়া হয়েছিল। কিন্তু আদালত সেই দীর্ঘসূত্রিতায় সায় দেয়নি। কেন্দ্রের দেওয়া ১৮১ কিলোমিটার জমির জন্য বরাদ্দ অর্থ এবং সম্পন্ন হওয়া অধিগ্রহণ প্রক্রিয়াকে দ্রুত বাস্তবায়িত করতে ৩১ মার্চের ডেডলাইন বেঁধে দিয়েছে ডিভিশন বেঞ্চ। প্রধান বিচারপতি সুজয় পাল মন্তব্য করেন, যেহেতু বিষয়টির সঙ্গে জাতীয় নিরাপত্তা এবং সুরক্ষার বিষয় জড়িয়ে রয়েছে, এবং একাধিক বার আলোচনার পরও যখন অধিগ্রহণের কাজ হয়নি, তাহলে কেন সেখানে ৪০ নম্বর ধারা প্রয়োগ করা হচ্ছে না?

এবার গঙ্গা-পথে যানজট মুক্তির ছক ৪২ কোটিতে ভোলবদল হচ্ছে জলপথের

সকালের শিরোনাম

নিজস্ব প্রতিনিধি

শহরের রাজপথের দমবন্ধ করা যানজট থেকে মুক্তি পেতে এবার গঙ্গার স্রোতেই ভরসা খুঁজছে রাজ্য সরকার। তিলোত্তমা ও শহরতলির নিত্যযাত্রীদের স্বস্তি দিতে হুগলি নদীর ওপর একগুচ্ছ আধুনিক যাত্রী টার্মিনাল গড়ে তোলার মেগা পরিকল্পনা নিয়েছে প্রশাসন। কলকাতা মেট্রোপলিটন ডেভেলপমেন্ট অথরিটি বা কেএমডিএ এলাকার মধ্যে এই ভোলবদল সম্পন্ন করতে ইতিমধ্যেই কোমর বেঁধে নেমেছে পরিবহণ দপ্তরের অধীনস্থ সংস্থা ডব্লিউবিটিআইডিসিএল। এই প্রকল্পের জন্য দরপত্র আহ্বান করার প্রক্রিয়াও শুরু হয়ে গিয়েছে। সরকারের লক্ষ্য স্পষ্ট, সড়কপথের চাপ কমিয়ে জলপথকে যাতায়াতের মূল ধারায় নিয়ে আসা।রাজ্যের পরিবহণ পরিকাঠামো উন্নয়ন কর্মসূচির অধীনে এই বিপুল কর্মযজ্ঞ চালানো হবে। বিভিন্ন সংস্থার আর্থিক সহযোগিতায় অভ্যন্তরীণ জলপথ পরিবহণকে আরও চাঙ্গা করে তোলাই নবান্নের আসল উদ্দেশ্য। প্রশাসনের শীর্ষ কর্তাদের মতে, জলপথকে যাতায়াতের একটি কার্যকর এবং জনপ্রিয় বিকল্প হিসেবে গড়ে তুলতে না পারলে কলকাতার যানজট নিয়ন্ত্রণ করা কার্যত অসম্ভব। শহরের ট্রাফিক ব্যবস্থা নিয়ে সমীক্ষা চালানো সংস্থাগুলোও বারবার এই একই সুপারিশ করেছে। সেই পরামর্শ মেনেই এবার নদীর তীরে আধুনিক পরিকাঠামো গড়ে তোলার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।নতুন এই প্রকল্পের আওতায় কেবল জেটি নয়, তৈরি হবে অত্যাধুনিক যাত্রী টার্মিনাল। সেখানে যাত্রী ওঠানামার আধুনিক ব্যবস্থার পাশাপাশি থাকবে ঝাঁ চকচকে টিকিট কাউন্টার, আরামদায়ক ওয়েটিং রুম এবং নিশ্ছিদ্র নিরাপত্তা পরিকাঠামো। পুরো প্রকল্পের জন্য আনুমানিক ৪২ কোটি ৬২ লক্ষ টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে। কাজ শুরুর মাত্র ৮ মাসের মধ্যেই এই নির্মাণকাজ শেষ করার লক্ষ্যমাত্রা নিয়েছে সংশ্লিষ্ট দপ্তর। পরিবহণ দপ্তরের এক আধিকারিক এই উদ্যোগ প্রসঙ্গে জানিয়েছেন, 'হুগলি নদীতে যাত্রী পরিবহণের সম্ভাবনা অনেক। কিন্তু পরিকাঠামোর অভাবে সেই সুযোগ পুরোপুরি কাজে লাগানো যাচ্ছে না। নতুন টার্মিনাল চালু হলে বর্তমান ও ভবিষ্যতের যাত্রী,চাপ সামলানো সহজ হবে।' অর্থাৎ, পরিকল্পনামতো কাজ এগোলে আগামী দিনে অফিস যাত্রীদের গন্তব্যে পৌঁছনোর পথ অনেক বেশি মসৃণ ও আরামদায়ক হতে চলেছে। রাজপথের সিগন্যালে আটকে না থেকে গঙ্গাবক্ষে ঝোড়ো গতিতে গন্তব্যে পৌঁছনোর স্বপ্ন এবার বাস্তবে রূপ পাওয়ার অপেক্ষায়।

চারকোল ও ছাইয়ের ছোঁয়ায় ১০৫০ ফুটের ক্যানভাস

সকালের শিরোনাম

রবীন্দ্রনাথ পড়ুয়া

নামখানা

চরম দারিদ্র্য যে প্রতিভার পথে বাধা হতে পারে না, তা ফের প্রমাণ করল নামখানার হরিপুর গ্রামের ১৭ বছরের কিশোর অরূপ মন্ডল। নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসুর ১২৯তম জন্মজয়ন্তী এবং সাধারণতন্ত্র দিবস উপলক্ষ্যে ১০৫০ স্কোয়ার ফুটের বিশাল ক্যানভাসে বিপ্লবীদের ছবি এঁকে এলাকায় শোরগোল ফেলে দিয়েছে এই স্কুলপড়ুয়া। রাজনগর বিশ্বম্ভর হাই স্কুলের একাদশ শ্রেণির ছাত্র অরূপের জীবন সংগ্রাম আর পাঁচটা কিশোরের মতো নয়। ছোটবেলাতেই বাবাকে হারানো অরূপের মা সবজি বাগানে দিনমজুরের কাজ করে সংসার চালান। সংসারের হাল ধরতে অরূপ নিজেও পড়াশোনার পাশাপাশি ছোটদের ছবি আঁকা শেখায়। কিন্তু অভাব তার শিল্পীসত্তাকে দমিয়ে রাখতে পারেনি। দামি রঙ বা তুলি কেনার সামর্থ্য নেই, তাই অরূপ বেছে নিয়েছে ভিন্ন পথ। কাঠ পোড়ানোর অবশিষ্ট ছাই ও চারকোল গুঁড়ো করেই সে তৈরি করেছে তার এই বিশালাকার শিল্পকর্ম। স্কুলের মাঠে বন্ধুদের সহায়তায় ফুটিয়ে তুলেছে ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনের ইতিহাসের খণ্ডচিত্র। এই বিশাল ছবির মূল আকর্ষণ নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসু। তাঁকে কেন্দ্র করেই অরূপ এঁকেছে মহাত্মা গান্ধী, ভগত সিং, জওহরলাল নেহেরু ও সরদার বল্লভভাই প্যাটেলের প্রতিকৃতি। অরূপের কথায়, 'নেতাজির স্মৃতিকে মানুষের কাছে পৌঁছে দেওয়ার ইচ্ছে ছিল বহুদিনের। বন্ধুদের সহযোগিতা ছাড়া এই কাজ সম্ভব হতো না'। স্কুলের মাঠে তৈরি এই বিশাল 'গ্যালারি' দেখতে ভিড় জমাচ্ছেন স্থানীয় বাসিন্দা থেকে শুরু করে সাধারণ মানুষ। অভাবকে জয় করে অরূপের এই দেশপ্রেম ও শিল্পনৈপুণ্য আজ গোটা নামখানার গর্বের বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে।

ভুয়ো সাইটের ফাঁদে পর্যটকেরা, পুরী কাণ্ডে পুলিশি অভিযানে গ্রেফতার এক

সকালের শিরোনাম

নিজস্ব প্রতিনিধি

পুরীর সমুদ্র দেখতে যাওয়ার পরিকল্পনা ছিল দক্ষিণ কলকাতার হরিদেবপুরের দেবজ্যোতি মল্লিকের। কিন্তু হোটেলের জাল ওয়েবসাইটে ক্লিক করতেই খোয়া গেল কপালে সঞ্চিত টাকা। এক বছরের তদন্তে শেষে সাফল্য পেল পুলিশ। মহারাষ্ট্রের পুণে থেকে গ্রেফতার করা হল হুজাইফা সাবির দরবার নামে ৪১ বছর বয়সি এক যুবককে। সোমবার রাত ৩টে নাগাদ অভিযুক্তের অফিসে হানা দিয়ে তাঁকে পাকড়াও করেন লালবাজারের গোয়েন্দারা। ধৃতের কাছ থেকে মোবাইল, ল্যাপটপ ও পেন ড্রাইভ বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে। পুলিশ সূত্রের খবর, গত বছরের মাঝামাঝি সময়ে 'পুরীহোটেল কলকাতাবুকিংগো' নামে একটি ওয়েবসাইটে বুকিংয়ের চেষ্টা করেন দেবজ্যোতি। অভিযোগ, তখনই নিজেকে অনুজকুমার সোলাঙ্কি পরিচয় দিয়ে এক ব্যক্তি তাঁকে ফোন করেন। প্রথমে টোপ হিসেবে মাত্র ১ টাকা অগ্রিম দিতে বলা হয়। সেই লেনদেন সফল না হওয়ার দোহাই দিয়ে আশিস জেনা নামের অন্য এক ব্যক্তির অ্যাকাউন্টে সাড়ে চার হাজার টাকা পাঠাতে বাধ্য করা হয় তাঁকে। টাকা দেওয়ার পর থেকেই সব ফোন নম্বর বন্ধ হয়ে যায়। বুকিংও মেলেনি।তদন্তে নেমে গোয়েন্দারা দেখেন, প্রতারণার জাল ছড়িয়ে আছে বহুদূর। দেশের নামী হোটেলগুলির নাম ভাঙিয়ে ভুয়ো সাইট খুলে বসেছিল এই চক্র। অন্তত ৩০ জন পর্যটককে এ ভাবেই ফাঁদে ফেলে মোট ১৩,৬০,৮০৩ টাকা হাতিয়ে নিয়েছে তারা। তথ্যপ্রযুক্তি আইন ও ভারতীয় ন্যায় সংহিতার বিভিন্ন ধারায় মামলা রুজু করে মোবাইলের টাওয়ার লোকেশন দেখে শেষমেশ জালে তোলা হয় মূল পান্ডাকে। সোমবার রাতেই তাকে পুণে থেকে কলকাতায় নিয়ে আসা হয়েছে।

দেশের সেরা ছুটিপ্রবণ রাজ্য পশ্চিমবঙ্গ! সরকারি কর্মীদের হাতে ১৫৭ দিন ছুটি

সকালের শিরোনাম

নিজস্ব প্রতিনিধি

ছুটির নিরিখে দেশের সব রাজ্যকে টেক্কা দিচ্ছে পশ্চিমবঙ্গ। ক্যালেন্ডারের পাতায় লাল কালির ছড়াছড়ি। বছরে ৫৩ দিন সাধারণ ছুটি উপভোগ করছেন এ রাজ্যের সরকারি কর্মচারীরা, যা ভারতের মধ্যে সর্বোচ্চ। ৫২টি শনিবার এবং ৫২টি রবিবার যোগ করলে ছুটির মোট সংখ্যা গিয়ে দাঁড়াচ্ছে ১৫৭ দিনে। অর্থাৎ, বছরের ৩৬৫ দিনের মধ্যে প্রায় সাড়ে পাঁচ মাসই ছুটি কাটাচ্ছেন নবান্নের কর্মীরা। এই পরিসংখ্যানের ধারেকাছে নেই অন্য কোনো রাজ্য। দ্বিতীয় স্থানে থাকা ওড়িশায় ছুটির সংখ্যা মাত্র ৩৪ দিন। বাম আমলের তুলনায় গত দেড় দশকে রাজ্যে ছুটির বহর বেড়েছে চোখে পড়ার মতো। ২০১০ সালের আগের তুলনায় বর্তমানে ছুটি বেড়েছে ১৮ দিন। কেন্দ্রীয় সরকারি প্রতিষ্ঠানে যেখানে বাধ্যতামূলক ছুটি মাত্র ১৭ দিন এবং ঐচ্ছিক ছুটি ২৯ দিন, সেখানে বাংলার ছবিটা সম্পূর্ণ ভিন্ন। রাজ্যে এখন সরস্বতী পুজোর আগের দিন যেমন ছুটি থাকে, তেমনই শবে বরাত, দোল বা ঈদের আগের দিনেও বাড়তি ছুটি বরাদ্দ হয়েছে। আগে দুর্গাপুজোর ছুটি সপ্তমী থেকে শুরু হলেও এখন চতুর্থী থেকেই টানা বন্ধ থাকছে সরকারি অফিস।

এই বিপুল ছুটি নিয়ে কর্মচারী সংগঠনগুলোর মধ্যে মতভেদ তুঙ্গে। তৃণমূল প্রভাবিত রাজ্য সরকারি কর্মচারী ফেডারেশনের আহ্বায়ক প্রতাপ নায়েক বিষয়টিকে ইতিবাচক হিসেবেই দেখছেন। তাঁর কথায়, 'কর্মচারী,দরদি মুখ্যমন্ত্রী কর্মীদের সুযোগ,সুবিধা সম্পর্কে ওয়াকিবহাল। তাই তিনি কর্মচারীদের নানা অনুষ্ঠানে ছুটি বাড়িয়েছেন। এতে কাজের প্রতি মনোযোগ বাড়ে কর্মীদের।' তবে এর উল্টো সুর শোনা যাচ্ছে বিরোধী শিবিরের গলায়। বকেয়া ডিএ-র প্রসঙ্গ টেনে কংগ্রেস প্রভাবিত কনফেডারেশন অফ স্টেট এমপ্লয়িজ ফেডারেশনের মলয় মুখোপাধ্যায় বলেন, 'আমরা এমন ছুটির বিরোধী। আমরা বার বার বলেছি, ছুটি নয়, রুটি চাই। একদিকে বকেয়া ডিএ না দিয়ে কর্মীদের সঙ্গে বঞ্চনা করা হচ্ছে, অন্য দিকে ছুটির সংস্কৃতিতে গা ভাসিয়ে সরকারি অফিস বন্ধ রেখে পরিকাঠামোগত খরচ বাঁচিয়ে সরকার আয় বাড়াচ্ছে।'

তবে ছুটির এই আধিক্যকে আধুনিক কর্মসংস্কৃতির অংশ হিসেবে দেখছেন কর্পোরেট জগতের একাংশ। বিশ্বের বিভিন্ন দেশে এখন সপ্তাহে চার দিন কাজের আলাপ-আলোচনা চলছে। জাপানের উদাহরণ টেনে তথ্যপ্রযুক্তি সংস্থার মানবসম্পদ আধিকারিকদের দাবি, কাজের দিনে প্রবল চাপ নেওয়ার পর পর্যাপ্ত বিশ্রাম উৎপাদনশীলতা বাড়ায়। তাঁদের মতে, ছুটি বেশি মানেই যে কর্মসংস্কৃতি লাটে উঠবে, এমন ধারণা সবসময় ঠিক নয়। যদিও বিচার বিভাগের ছুটির ক্যালেন্ডার নিয়ে বিতর্ক থেকেই যাচ্ছে। সরকারি ছুটির বাইরেও সেখানে বাড়তি ছুটির সুযোগ থাকায় সমালোচকরা সরব হন। এ প্রসঙ্গে কলকাতা হাইকোর্টের এক বর্ষীয়ান আইনজীবী জানান, 'কর্পোরেটের কর্মীদের উইক,ডে'তে কাজের চাপ আর সরকারি কর্মীদের কাজের চাপ কোনও মতেই এক নয়। কর্পোরেটে চাপ ঢের বেশি। তাই এ নিয়ে বিতর্ক না বাড়া নোই ভালো!'সব মিলিয়ে, পাওনা গণ্ডা নিয়ে অসন্তোষ থাকলেও ছুটির মেজাজে আপাতত দেশের শীর্ষে পশ্চিমবঙ্গ। কাজের মান বনাম বিশ্রামের এই লড়াইয়ে শেষ পর্যন্ত লাভ কার হচ্ছে, তা নিয়ে প্রশাসনিক মহলে চর্চা জারি রয়েছে। প্রতীকী ফটো ।

মাংসের বড় টুকরোই কাল! উৎসবের মেজাজে বিপত্তি, প্রাণ বাঁচল বৃদ্ধের

সকালের শিরোনাম

নিজস্ব প্রতিনিধি

টানা তিন দিনের ছুটি আর উৎসবের আমেজ নিমেষে ফিকে হয়ে গেল এক বৃদ্ধের অসাবধানতায়। বড় এক টুকরো গরুর মাংস গলায় আটকে প্রাণান্তকর অবস্থা হল সত্তরোর্ধ্ব আনিসুর রহমানের (নাম পরিবর্তিত)। রবিবারের দুপুরে পরিবারের সঙ্গে খেতে বসে এই বিপত্তি ঘটে। শেষমেশ এসএসকেএম হাসপাতালের চিকিৎসকদের তৎপরতায় খাদ্যনালি থেকে বের করা হল সেই মাংসখণ্ড। কেবল এই বৃদ্ধই নন, গত কয়েক দিনে মাংসের টুকরো গলায় আটকে হাসপাতালে রোগীর ভিড় সামলাতে হিমশিম খেতে হয়েছে চিকিৎসকদের। এসএসকেএম হাসপাতালের ইনস্টিটিউট অফ অটো রাইনো ল্যারিঙ্গোলজি হেড অ্যান্ড নেক সার্জারি বিভাগের চিকিৎসক ডা. মৈনাক মৈত্র জানিয়েছেন, এই সমস্যাকে চিকিৎসা পরিভাষায় 'মিট বোলাস' বলা হয়। প্রবীণদের দাঁত না থাকা বা কম থাকার কারণে মাংসের বড় টুকরো না চিবিয়ে গেলাই এই দুর্ঘটনার মূল কারণ। আনিসুর রহমানের ক্ষেত্রেও একই ঘটনা ঘটেছিল। পরিস্থিতি বেগতিক দেখে রবিবার ছুটির মেজাজ ছেড়ে তড়িঘড়ি ওটিতে ছোটেন ডা. মৈনাক মৈত্র, ডা. হীরক চৌধুরী ও ডা. সপ্তর্ষি ঘোষের টিম। অত্যন্ত নিখুঁতভাবে ইসোফেগাসস্কোপ ব্যবহার করে তাঁর প্রাণ রক্ষা করেন চিকিৎসকরা। চিকিৎসকদের মতে, মুরগির মাংসের তুলনায় রেড মিট বা গরুর মাংস অনেকটা শক্ত হয়। তাই এটি গলায় আটকে যাওয়ার প্রবণতা সবচেয়ে বেশি থাকে। বিশেষ করে পিকনিকের মরশুম কিংবা ইদের সময় এই ধরনের রোগীর সংখ্যা হু হু করে বাড়ে। শুধু প্রবীণরাই নন, বর্তমানে চোদ্দো-পনেরো বছরের কিশোর-কিশোরীরাও এই বিপদে পড়ছে। চিকিৎসকদের পর্যবেক্ষণ বলছে, মোবাইল দেখতে দেখতে অন্যমনস্ক হয়ে খাওয়ার ফলেই এই দুর্ঘটনা ঘটছে। জীবনহানির ঝুঁকি এড়াতে চিকিৎসকদের স্পষ্ট পরামর্শ হলো, খাবার সময় সচেতন থাকা অত্যন্ত জরুরি। ডা. মৈনাক মৈত্রের কথায়, মুখে মাংসের বড় টুকরো পড়লে ন্যূনতম ১৫ সেকেন্ড চিবানো উচিত। রেড মিট ভালো করে না চিবিয়ে গিলতে গেলে বড় বিপদ হতে পারে বলে সতর্ক করেছেন তাঁরা। জানুয়ারির বনভোজন বা ঘরোয়া উৎসবে জমিয়ে খাওয়ার আনন্দের মাঝেই তাই রয়েসয়ে চিবিয়ে খাওয়ার বার্তাই দিচ্ছেন বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকরা।

sakaler sironam......28 January....2026_Layout 1 1/27/2026 8:14 PM Page 4

অভিষেকের সেবাশ্রয় শিবিরে
সাধারণের মতো স্বাস্থ্য পরীক্ষা করালেন অভিষেক পত্নী রুজিরা

সকালের শিরোনাম
নিজস্ব প্রতিনিধি

সাধারণতন্ত্র দিবসে ডায়মন্ড হারবারের সেবাশ্রয় শিবিরে সাধারণ মানুষের মতোই চিকিৎসা পরিষেবা নিলেন রুজিরা বন্দ্যোপাধ্যায়। সাধারণ মানুষের মতোই শিবিরের ডাক্তারদের কাছে লাইন দিয়ে নিজের স্বাস্থ্য পরীক্ষা করালেন তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক তথা ডায়মন্ড হারবারের সাংসদ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের স্ত্রী রুজিরা বন্দ্যোপাধ্যায়। সোমবার প্রজাতন্ত্র দিবসের এই বিশেষ শিবিরে তিনি দীর্ঘক্ষণ সময় কাটান এবং সাধারণ মানুষের মতো নিজের স্বাস্থ্য পরীক্ষাও করান।বছর খানেক আগে নিজের লোকসভা কেন্দ্র ডায়মন্ড হারবারের সেবাশ্রয় স্বাস্থ্য শিবির শুরু করেছিলেন স্থানীয় সাংসদ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। ৭৫ দিন ধরে চলেছিল সেই স্বাস্থ্য শিবির। সেবাশ্রয়ের সেই 'সাফল্যের' পর সেবাশ্রয়-২ শুরু করেছেন তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক। এবার প্রাথমিকভাবে ডায়মন্ড হারবার লোকসভা কেন্দ্রের অন্তর্গত এলাকাতেই এই স্বাস্থ্য শিবির হওয়ার কথা ছিল। পরে বিধানসভার বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারীর গড় নন্দীগ্রামেও সেবাশ্রয় ক্যাম্প শুরুর সিদ্ধান্ত নেন অভিষেক। সেই মতো নন্দীগ্রামেও সেবাশ্রয়ের স্বাস্থ্য শিবির চলছে।অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের লোকসভা কেন্দ্রের সাতটি বিধানসভায় এক এক করে 'সেবাশ্রয়' শেষ করে এখন ডায়মন্ড হারবারে শিবির চলছে। সেখানে উপস্থিত হন অভিষেক-পত্নী। নিজের স্বাস্থ্য পরীক্ষা করান তিনি। দোতলা শিবিরের পুরোটাই ঘুরে দেখেন। রোগী ও তাঁদের পরিবারের সঙ্গে কথা বলেন। ডায়মন্ড হারবারের সেবাশ্রয়ের মডেল ক্যাম্প যে শুধু নামেই 'মডেল', তা নয়, পরিকাঠামোতেও নজিরবিহীন। এই প্রথম ডায়মন্ড হারবারের এসডিও মাঠে হয়েছে দোতলা শিবির। রয়েছে সম্পূর্ণ আইসিইউ-ও। সেবাশ্রয় শিবিরের পরিকাঠামো অত্যন্ত উন্নত। এদিন খোদ সাংসদ-পত্নী সেখানে স্বাস্থ্য পরীক্ষা করানোয় আপ্লুত চিকিৎসক থেকে স্বাস্থ্যকর্মীরা।

আনন্দপুরের 'জতুগৃহ' জোড়া গুদামে

১ নম্বর পৃষ্ঠার পর

শনাক্ত করা সম্ভব হচ্ছে না। দেহাংশগুলি ফরেন্সিক পরীক্ষার জন্য পাঠান হয়েছে। এখনও কেউ আটকে রয়েছে কিনা তা খ তিয়ে দেখছে দমকল বাহিনী। মৃতের সংখ্যা আরও বাড়তে পারে বলে আশঙ্কা। সবচেয়ে শিউরে ওঠার মতো অভিযোগ উঠে এসেছে কর্মীদের মুখে ই। দুর্ঘটনায় মৃত নিরঞ্জন মণ্ডলের ভাই গোবিন্দর কণ্ঠে ক্ষোভ আর কান্না একসঙ্গে। তাঁর অভিযোগ, 'নিয়ম বলে কিছুই ছিল না। অগ্নি নির্বাপণ ব্যবস্থা তো দূরের কথা। আমার ভাই আর অন্যরা ভিতরে কাজ করছিল। কিন্তু কারখানার গেট ভেতর ও বাইরে; দু'দিক থেকেই তালা মারা ছিল। তাই কেউই বেরোতে পারেনি।' কেন এভাবে কর্মীদের আটকে রেখে তালা মারা হয়েছিল, তার কোনও সদুত্তর মেলেনি কারখানা কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে। কর্মীদের দাবি, এখানেই তৈরি হত মোমো। ফলে মজুত ছিল বিপুল পরিমাণ পাম তেল ও গ্যাস সিলিন্ডার। আগুন লাগার সঙ্গে সঙ্গেই সেগুলি বারুদের মতো ফেটে পড়ে। আরও অভিযোগ, পাশের ডেকরেটার্স গুদামে দাহ্য সামগ্রী রাখা হত। বারবার সরাতে বলা হলেও শোনেননি মালিক। সেই অবহেলাই মুহূর্তে আগুনকে সর্বগ্রাসী করে তোলে। দমকল সূত্র জানাচ্ছে, সরু গলির মধ্যে গুদাম থাকায় ইঞ্জিন ঢোকানো ছিল দুঃসাধ্য। তেল ও গ্যাসের কারণে আগুন দ্রুত নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যায়। সোমবার দুপুর ২টো নাগাদ গ্যাসকাটার নিয়ে ভিতরে ঢোকেন দমকলকর্মীরা। কী করে এই ভয়ঙ্কর অগ্নিকাণ্ড তা এখনও স্পষ্ট নয়। তবে প্রচুর পরিমাণে দাহ্য পদার্থ ছিল, বলে জানিয়েছে দমকল বাহিনী। এদিন ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেছেন দমকল বিভাগের ডিজি রণবীর কুমার। তিনি বলেন, অগ্নিনির্বাপণ ব্যবস্থা নিয়ে দমকলের কোনও ছাড়পত্র নেই গুদামের কাছে। এই বিষয় অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে। অনুমোদন ছাড়া কী করে দিনের পর দিন গুদাম চলছিল তা নিয়েও প্রশ্ন তুলেছে দমকল। বিষয়টি তদন্ত করে দেখা হবে বলেও জানিয়েছেন ডিজি। উদ্ধার হওয়া দেহগুলো শনাক্ত করতে ডিএনএ পরীক্ষার সিদ্ধান্ত নিয়েছে প্রশাসন।

ধ্বংসস্তূপের নিচে আরও দেহ থাকার আশঙ্কায় তল্লাশি অব্যাহত রয়েছে। শুধু পূর্ব মেদিনীপুর জেলারই ১৩ জন বাসিন্দা নিখোঁজ বলে জানা গিয়েছে। প্রিয়জনের খোঁজে রাতভর ঘটনাস্থলেই অপেক্ষায় রয়েছেন পরিজনেরা। নরেন্দ্রপুর থানায় এখনও পর্যন্ত ১০ জনের নামে মিসিং ডায়েরি করা হয়েছে। পুলিশের আশঙ্কা, নিখোঁজের সংখ্যা আরও বাড়তে পারে-যা ৩০ ছাড়াতে পারে বলে দাবি বিজেপি বিধায়ক অশোক দিন্দার। অগ্নিকাণ্ডের ঘটনায় স্বতঃপ্রণোদিত মামলা রুজু করেছে পুলিশ।

হুঁশিয়ারি শুভেন্দুর

১ নম্বর পৃষ্ঠার পর

পড়তে হয়েছিল। পালানোর কোনও পথ ছিল না, সরু গলিপথ উদ্ধারকাজে বাধা সৃষ্টি করে এবং কার্যত কোনও অগ্নি-নিরাপত্তা ব্যবস্থাই সেখানে ছিল না। শুভেন্দু অধিকারী প্রশ্ন তোলেন, কলকাতার উপকণ্ঠে এত বিপজ্জনক গুদামগুলিতে শ্রমিকদের রাত কাটাতে বাধ্য করা হচ্ছিল, এ কথা প্রশাসনের অজানা

কীভাবে রইল? পাশাপাশি অগ্নিনির্বাপণ মন্ত্রী সুজিত বসু ঘটনার প্রায় ৩০ ঘণ্টা পর ঘটনাস্থলে এসে শ্রমিকরা কেন গুদামে ছিলেন, সে প্রশ্ন তোলাকে 'দায়িত্বজ্ঞানহীন' বলেও কটাক্ষ করেন তিনি।

ট্রাম্পের পর 'গানপয়েন্ট ডিপ্লোম্যাসি'

১ নম্বর পৃষ্ঠার পর

বজায় রেখে শুধু বলেছেন, 'আমার মনে হয়, ওরা শর্তগুলো জানে। গোটা বিষয়টা সম্পর্কে ইরানের স্পষ্ট ধারণা আছে।' কূটনৈতিক মহলের মতে, ইরানের পরমাণু কর্মসূচি পুরোপুরি বন্ধ করা এবং ইউরেনিয়াম ভাণ্ডার ধ্বংস করাই আমেরিকার মূল লক্ষ্য। এছাড়া দূরপাল্লার মিসাইল এবং হিজবুল্লাহর মতো সশস্ত্র গোষ্ঠীর ওপর থেকে তেহরানের সমর্থন প্রত্যাহার করার চাপও দিচ্ছে ওয়াশিংটন।ইরানের অভ্যন্তরীণ অস্থিরতা এই উত্তেজনায় ঘৃতাহুতি দিয়েছে। গত ২৮ ডিসেম্বর থেকে চলা সরকারবিরোধী আন্দোলন এখন গণবিক্ষোভের রূপ নিয়েছে। খ ামেনেই শাসনের পতনের দাবিতে উত্তাল রাজপথ। এই আন্দোলনে ট্রাম্পের প্রকাশ্য সমর্থন তেহরানকে আরও ক্ষুব্ধ করেছে। বিক্ষোভ দমনে ইরান সরকারের কঠোর পদক্ষেপ এবং নির্বিচারে গুলি চালানোর অভিযোগ ওঠায় পরিস্থিতি জটিল হয়েছে। যদিও মাঝপথে কিছুটা নমনীয় হয়ে ইরান সরকার জানিয়েছিল যে, তারা বিক্ষোভকারীদের মৃত্যুদণ্ড দেবে না। সেই সিদ্ধান্তকে ট্রাম্প স্বাগত জানালেও শেষ পর্যন্ত রণতরী পাঠানোর সিদ্ধান্তে অনড় থাকেন।দাভোসে ওয়ার্ল্ড ইকনমিক ফোরাম থেকেই ট্রাম্প হুঙ্কার দিয়েছিলেন। সোমবার মার্কিন নৌবহর গন্তব্যে পৌঁছনোর পর থেকেই যুদ্ধের দামামা আরও স্পষ্ট হয়েছে। চলতি সপ্তাহেই ট্রাম্প তাঁর জাতীয় নিরাপত্তা দলের সঙ্গে জরুরি বৈঠকে বসতে চলেছেন।

সেখানেই ঠিক হবে ইরানের ওপর শেষ পর্যন্ত আকাশপথে বা জলপথে হামলা চালানো হবে কি না। ট্রাম্পের সাফ হুঁশিয়ারি ছিল, বিক্ষোভকারীদের হত্যা করা হলে তিনি সামরিক পদক্ষেপ করবেন। মানবাধিকার সংগঠনগুলোর দাবি, ইরানে ইতিমধ্যেই হাজার হাজার বিক্ষোভকারীর মৃত্যু হয়েছে। ফলে আলোচনার প্রস্তাব দিলেও ট্রাম্পের হাতে থাকা ট্রিগার যে কোনও সময় চেপে বসতে পারে বলে আশঙ্কা করছে আন্তর্জাতিক মহল।

দামের আকাশপাতাল ফারাকে জেনেরিক ওষুধের কদর বাড়ছে

সকালের শিরোনাম
নিজস্ব প্রতিনিধি
শিলিগুড়ি

ওষুধ নিয়ে ব্যবসার জাঁতাকল সম্পর্কে মানুষের ধারণা ক্রমশ পরিষ্কার হচ্ছে। তাঁরা বুঝতে পারছেন, জ্বর, সর্দিকাশি, উচ্চ রক্তচাপ, গ্যাস-অম্বলের ওষুধ বাজারে যা দাম হওয়া উচিত তার চেয়ে ৪-৫ গুণ থেকে ৮-১০ গুণ বেশি দামে বিক্রি করা হচ্ছে। জ্বরের ৬৫০ শক্তির ওষুধের পাতার দাম ৩২ টাকা, জেনেরিকের দোকানে তার দাম ৯-১০ টাকা। উচ্চ রক্তচাপ নিয়ন্ত্রণের (সারা জীবন ধরে খেতে হয়) ১৫টি ওষুধের পাতার দাম ৫২০ টাকা। আর জেনেরিকের দোকানে এই ওষুধের ১০টির পাতার দাম ২০ টাকা। অর্থাৎ এখানে ওষুধের দাম ১৭ গুণ বেশি। যে কোনও ওষুধের ক্ষেত্রেই দামের এই ফারাক এখন সাধারণ মানুষের কাছে জলের মতো পরিষ্কার। আর সেজন্য জেনেরিক ওষুধে ভরসা বাড়ছে সাধারণ মানুষের। ধীরে ধীরে শিলিগুড়ি শহরে জেনেরিক ওষুধের দোকান যেমন বাড়ছে, একইভাবে সেগুলিতে ক্রেতাদের ভিড়ও বাড়ছে। স্বাভাবিকভাবে ভিড় কমছে সাধারণ ওষুধের দোকানে। ভবিষ্যৎ অন্ধকার দেখে ওষুধ ব্যবসায়ীদের জোট প্রশ্ন তুলছে, এত কম দামের জেনেরিক ওষুধে কি আদৌ কাজ হবে? ক্রেতারা বলছেন, ব্র্যান্ডেড ওষুধের মতোই জেনেরিক ওষুধেও কাজ হচ্ছে। জেনেরিক ওষুধের দামটাও অনেক কম। ফলে মাসে বহু টাকা সাশ্রয় হচ্ছে। জেনেরিক ওষুধের পক্ষে মত দিয়েছেন চিকিৎসকরাও। তবে তাঁদের বক্তব্য, জেনেরিক ওষুধের ক্ষেত্রেও ভালো কোম্পানির ওষুধ নেওয়া উচিত। সরকারি নজরদারি আরও বাড়ানোর ওপরে জোর দিয়েছেন চিকিৎসকরা। অন্যদিকে, নির্দেশ থাকলেও এখনও সমস্ত সরকারি হাসপাতালে চিকিত্সকরা ওষুধের জেনেরিক নাম লিখছেন না। পাশাপাশি প্রাইভেট চেম্বারেও চিকিৎসকরা ব্র্যান্ডেড ওষুধ লেখাতেই বেশি স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করেন। কেননা, নামী-অনামী ওষুধ কোম্পানিগুলি থেকে চিকিৎসকদের কাছে উপহার সহ অন্যান্য সুযোগসুবিধার হাতছানি থাকে। ফলে সরকারি হাসপাতালে ডাক্তার দেখিয়েও রোগীদের অনেক সময় বাইরে থেকে ব্র্যান্ডেড ওষুধ কিনতে হচ্ছে। উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালের সুপার ডাঃ সঞ্জয় মল্লিকের দাবি, 'হাসপাতালে প্রায় সমস্ত চিকিৎসকই জেনেরিক ওষুধ লেখেন।' এরাজ্যে জেনেরিক ওষুধের প্রচলন ২০১৫ সাল থেকে। রাজ্য সরকার প্রথমে সমস্ত মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল এবং জেলা হাসপাতালে ফেয়ার প্রাইস শপ নামে জেনেরিক ওষুধ বিক্রির কাউন্টার চালু করেছে। ধাপে ধাপে এখন রাজ্যের বেশিরভাগ হাসপাতালেই এই ফেয়ার প্রাইস শপ চালু রয়েছে। এরই পাশাপাশি রাজ্যের বিভিন্ন জেলায় প্রধানমন্ত্রী ভারতীয় জনঔষধি কেন্দ্রের সংখ্যাও বাড়ছে। এখানেও খুব ব্র্যান্ডেড ওষুধের চেয়ে অনেক কম দামে একই উপাদানে তৈরি ওষুধ পাওয়া যাচ্ছে। ইদানীং কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রক অনুমোদিত একাধিক কোম্পানিও জেনেরিক ওষুধের আউটলেট খুলছে। শিলিগুড়ি শহরেও প্রধানমন্ত্রী ভারতীয় জনঔষধি কেন্দ্রের পাশাপাশি একাধিক বেসররকারি সংস্থা জেনেরিক ওষুধের আউটলেট খুলেছে। জেনেরিক ওষুধের দাম যে অনেকটাই কম, এটাও শহর থেকে গ্রাম সর্বত্রই মুখে মুখে প্রচার হয়ে গিয়েছে। জেনেরিক ওষুধের দাম কম হওয়ার কারণ ব্যাখ্যা করতে গিয়ে এই ওষুধ বিক্রেতারা বলছেন, সব ওষুধেরই একটা নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত পেটেন্টের মেয়াদ থাকে। তারপর ওই ওষুধ যে কেউ তৈরি করতে পারে। তখন ওই ওষুধ উৎপাদনে উন্নয়ন গবেষণা, ক্লিনিকাল ট্রায়াল, মার্কেটিংয়ের খরচ লাগে না। ফলে ওষুধের দাম অনেক কমে যায়। তার ওপর পেটেন্ট মেয়াদের শেষে অনেক কোম্পানি ওই ওষুধ উৎপাদনে নামে। তাতে আরও দাম কমে যায়। তাই শিলিগুড়ি শহরে কিছু মানুষ ইতিমধ্যেই জেনেরিক ওষুধের নিয়মিত ক্রেতা হয়ে উঠেছেন। সুভাষপল্লির হাতি মোড় সংলগ্ন একটি জেনেরিক ওষুধের দোকানে কলেজপাড়ার বাসিন্দা সুধাংশু চক্রবর্তীর সঙ্গে কথা হচ্ছিল। তাঁর কথায়, 'দিনে দু'বার ব্লাডপ্রেশারের ওষুধ, সকালে গ্যাসের ওষুধ এবং সকাল, বিকেল আলাদা ইনহেলার নিতে হয়। সাধারণ ওষুধের দোকানে এসব ওষুধ নিতে প্রতি মাসে ৩৫০০-৪০০০ টাকা খরচ পড়ত। এখন ছ'মাস ধরে জেনেরিক ওষুধ নিচ্ছি। সব মিলিয়ে খরচ ১০০০-১১০০ টাকায় নেমেছে। ওষুধ খেয়ে আগের মতোই ভালো আছি। তাহলে তো বলব ওষুধে কাজ হচ্ছে।' হায়দরপাড়ার প্রধানমন্ত্রী ভারতীয় জনঔষধি কেন্দ্রে গিয়ে কথা হচ্ছিল সেখানকার শ্রীমা সরণির বাসিন্দা নিত্যানন্দ পালের সঙ্গে। বয়স ৭০ ছুঁইছুঁই নিত্যানন্দবাবু হাতে প্রেসক্রিপশন নিয়ে দোকানে থাকা তরুণকে দেখালেন। প্রেসক্রিপশনে থাকা সমস্ত ব্র্যান্ডেড ওষুধের কম্পোজিশন বা উপাদন কম্পিউটারে ভালোভাবে খতিয়ে দেখে ওষুধ দিচ্ছেন সেখানকার ফার্মাসিস্ট। নিত্যানন্দবাবুর বক্তব্য, 'পেনশনের টাকায় সংসার চলে। আগে ওষুধ নিতে মাসে প্রচুর টাকা খরচ হত। তাই এখন এই দোকান থেকেই নিই। এখানে ওষুধের দাম অনেক কম। কাজও হচ্ছে।' বেঙ্গল কেমিস্ট অ্যান্ড ড্রাগিস্ট অ্যাসোসিয়েশনের শিলিগুড়ি শাখার সম্পাদক সুব্রত ঘোষের বক্তব্য, 'জেনেরিক ওষুধে মানুষের আস্থা বাড়ছে। আমাদের সদস্য কয়েকজন জেনেরিক ওষুধের দোকান করছেন। জেনেরিক ওষুধের দাম কম হওয়ায় মানুষ ওদিকে ঝুঁকছেন। স্বাভাবিকভাবে ব্র্যান্ডেড ওষুধের দোকানে ভিড় কমতে বাধ্য। আগামী ৮-১০ বছরের মধ্যে জেনেরিক ওষুধই প্রাধান্য পেয়ে যাবে।' ইন্ডিয়ান মেডিকেল অ্যাসোসিয়েশনের (আইএমএ) শিলিগুড়ি শাখার সম্পাদক ডাঃ সজল বিশ্বাসও বলছেন, 'জেনেরিক ওষুধে নিশ্চয়ই কাজ হচ্ছে। তবে, ওষুধ কেনার সময় ভালো কোম্পানির ওষুধ কিনতে হবে।' মেডিকেলের অপর চিকিৎসক নির্মল বেরা নিজের অভিজ্ঞতা দিয়ে বলেন, 'আমি একদিন জেনেরিক ওষুধের দোকানে একটা ওষুধ নিতে গিয়েছিলাম। সেখানে ওষুধের পাতার দাম ৩২ টাকা লেখা ছিল। আমাকে বলল স্যর আপনি দুই টাকা দিন।' তাঁর বক্তব্য, 'ওই দুই টাকার ওষুধে কতটা কাজ হবে? আগে কেন্দ্রীয় সরকার এই বিষয়ে সঠিক গাইডলাইন তৈরি করুক। বিভিন্ন দোকানের জেনেরিক ওষুধের গুণমান নিয়মিত খতিয়ে দেখার ব্যবস্থা করা হোক।'

শোকজ নিয়ে নির্বিকার অরূপ-তাপস

সকালের শিরোনাম
নিজস্ব প্রতিনিধি
ধূপগুড়ি

দলীয় সভা থেকে দলেরই বিধায়ককে অপদার্থ বলেছিলেন দুই নেতা। সেই পরিপ্রেক্ষিতে ধূপগুড়ির প্রাক্তন ভাইস চেয়ারম্যান অরূপ দে এবং আরেক নেতা তাপস করকে শোকজ করেছিলেন জেলা তৃণমূল কংগ্রেসের সভানেত্রী মহুয়া গোপ। কিন্তু সেই চিঠির জবাব দেওয়া তো দূর অস্ত, উলটো শোকজের চিঠি পাননি বলে দাবি করেছেন বিক্ষুব্ধ দুই নেতা। রবিবার বহালতবিয়তে বারোঘরিয়া গ্রাম পঞ্চায়েতের কদমতলা এলাকায় মিছিল এবং পথসভায় জলপাইগুড়ি জেলা তৃণমূল কংগ্রেসের এসসি ওবিসি সেলের জেলা সভাপতি কৃষ্ণ দাসের সঙ্গে তাপস কর এবং অরূপ দে-কে একেবারে সামনের সারিতেই দেখা গিয়েছে। পথসভার মঞ্চে প্রথম সারিতেই ছিলেন দুই বিক্ষুব্ধ নেতা। এব্যাপারে প্রশ্ন করা হলে তৃণমূল কংগ্রেসের এসসি ওবিসি সেলের সভাপতি কৃষ্ণ দাস মূল বিষয় এড়িয়ে গিয়েছেন। তাঁর কথায়, 'দলের কর্মী বৈঠকে একাধিক আলোচনা হতেই পারে। ওরা মন্তব্য করেছেন। সেই কারণে তাঁদের কাছে লিখিতভাবে জানতে চেয়েছে দল। তাঁরা সেই অনুযায়ী জবাবও দেবেন।' আর বিধায়ক বা অন্যান্য নেতৃত্বকে বারোঘরিয়ার সভায় দেখতে না পাওয়ার পেছনে কৃষ্ণর যুক্তি, 'এদিন অনেক জায়গায় দলীয় কর্মসূচি ছিল। অনেকেই বিভিন্ন জায়গায় সভায় গিয়েছেন।' কয়েকদিন আগে জেলা তৃণমূল কংগ্রেসের সভায় অরূপ দে এবং তাপস কর বিধায়কের বিরুদ্ধে ক্ষোভ উগরে দিয়েছিলেন।

বেঘোরে মরছেন বন্ধ রামঝোরার শ্রমিকরা

সকালের শিরোনাম
নিজস্ব প্রতিনিধি
বীরপাড়া

২০২৩ সালের ৩১ অক্টোবর থেকে বন্ধ বীরপাড়া থানার ভুটান সীমান্তের রামঝোরা চা বাগানটার বাতাসে এখন মৃত্যুর গন্ধ! শ্রমিকরা দুটি কমিটি গড়ে কাঁচা পাতা বিক্রি করছেন। তবে মজুরি বড়জোর শ-দুয়েক টাকা। ঘরে ঘরে অভাব। চিকিৎসার টাকা নেই। অনেকের প্রাণ যাচ্ছে বিনা চিকিৎসায়, অভিযোগ পরিজনদের। আবার রুজির সংস্থানে ভিনরাজ্যে গিয়েও বেঘোরে প্রাণ যাচ্ছে কর্মহারা চা শ্রমিকদের। কমবয়সি শ্রমিকদের অনেকেই আশপাশের নদী-নালা থেকে বালি-বজরি তোলার কাজ করছেন। কিন্তু এত শ্রমিকের নদী-নালাতেও কাজ পাওয়া সম্ভব নয়। রবিবার তৃণমূল চা বাগান শ্রমিক ইউনিয়নের রামঝোরা ইউনিটের সভাপতি জয়হিন্দ গোঁসাই জানালেন, গত এক মাসে রামঝোরায় ১১ জন শ্রমিকের মৃত্যু হয়েছে। এঁদের অর্ধেক মারা গিয়েছেন ভিনরাজ্যে। ওই বাগানের কর্মী তথা বিজেপির মাদারিহাট-বীরপাড়া ব্লক কমিটির সহ সভাপতি কৈলাস ভট্টরাই বলেছেন, 'বাগান বন্ধ হওয়ার পর সবমিলিয়ে ৫০-৬০ জন শ্রমিকের মৃত্যু হয়েছে।' নেপালি লাইনের বছর পঁয়ত্রিশের দীপেন সারকি কেরলে শ্রমিকের কাজ করতে গিয়েছিলেন। হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে মৃত্যু হয়েছে তাঁর। শুক্রবার তাঁর দেহটি বাড়ি নিয়ে আসা হয়। মৃতের কাকু জীবন কামি বললেন, 'কেউ সহযোগিতা করেনি। বাগানের লোকজন চরম আর্থিক সংকটের মধ্যেও চাঁদা তুলে দেহটি বাড়ি নিয়ে এসেছেন।' ওই এলাকাতেই বাড়ি ধূর্বা ছেত্রীর। কয়েকদিন ধরে ভুগছিলেন ওই শ্রমিক। শেষমুহূর্তে একটা অ্যাম্বুল্যান্স জোগাড় করে উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ পাঠিয়েও লাভ হয়নি। তৃণমূল নেতা জয়হিন্দের দাবি, 'উপযুক্ত চিকিৎসার অভাবেই ওই শ্রমিকের মৃত্যু হল।' চলতি মাসেই যোগী লাইনের বুড়ন গোঁসাই কোয়েম্বাটুরে পথ দুর্ঘটনায় মারা যান। খাপড়া লাইনের রাজেশ মুন্ডাও কেরলে শ্রমিকের কাজ করতে গিয়ে মারা গিয়েছেন। টপ লাইনের বাসিন্দা রাজেশ মুন্ডা নামে আরেক শ্রমিক ভুটানে পরিযায়ী শ্রমিক হিসেবে কাজ করতে গিয়েছিলেন। দুর্ঘটনায় দুটি পা ভেঙে যাওয়ায় তিনি বর্তমানে বাড়িতে শয্যাশায়ী। বাগান বন্ধ হওয়ার পর ফগেন গোঁসাই কাজ করতে গিয়েছিলেন দিল্লি। ফিরেছিলেন মানসিক ভারসাম্য হারিয়ে। এখন তিনি নিখোঁজ। ২০০২ সাল থেকে ২০১০ সাল পর্যন্ত বন্ধ ছিল রামঝোরা। তখন মৃত্যু হয় অনেক শ্রমিকের। ২০১৭ সালের মার্চ মাসে ফের অচল হয় বাগানটি। খোলে ওই বছরের মে মাসে। ২০১৮ সালের এপ্রিল মাস অচল হয়ে খোলে মে মাসে। ২০২২ সালের ১৫ জানুয়ারি নিরাপত্তার অভাবজনিত কারণ দেখিয়ে ফের বাগান ছাড়ে মালিকপক্ষ। কাজ শুরু হয় ২৮ জানুয়ারি। ওই বছরের ২৮ নভেম্বর থেকে মালিক-শ্রমিক বিবাদে ফের অচলাবস্থা শুরু হয় রামঝোরায়। পরিস্থিতি স্বাভাবিক হয় ওই বছরের ৭ ডিসেম্বর।

২০২৩ সালের ৩১ অক্টোবর থেকে ফের বন্ধ রামঝোরা। তৃণমূলের মাদারিহাট-বীরপাড়া ব্লক কমিটির সহ সভাপতি তথা তৃণমূল চা বাগান শ্রমিক ইউনিয়নের নেতা নবীন শর্মা বলছেন, 'মৃতদের নামের তালিকা লম্বা হচ্ছে। অথচ বাগানে এখন সাংসদ, বিধায়কদের দেখা নেই।' অবশ্য সাংসদ মনোজ টিগ্গা বলছেন, 'মাঝে মাঝেই রামঝোরা চা বাগানে যাই। শ্রমিকদের নিয়ে কিছুদিন আগে জেলা শাসকের অফিসে গিয়েছি। তবে বন্ধ বাগান খোলা রাজ্য সরকারের এক্তিয়ারভুক্ত।' আর মাদারিহাটের বিধায়ক জয়প্রকাশ টোপ্পোর বক্তব্য, 'পরপর মৃত্যুর খবর জানি না। খোঁজ নিচ্ছি।'

ধৃত শ্রীকান্তকে পাঁচদিনের পুলিশি হেপাজত

সকালের শিরোনাম
নিজস্ব প্রতিনিধি
ধূপগুড়ি

প্রাক্তন স্ত্রীকে তাঁর শ্বশুরবাড়িতে গিয়ে দা দিয়ে কুপিয়ে খুন করে পুলিশের কাছে আত্মসমর্পণ করা শ্রীকান্ত রায়কে রবিবার জলপাইগুড়ি জেলা আদালতে তোলা হলে পাঁচদিনের পুলিশি হেপাজতের নির্দেশ দেন বিচারক। ধৃতের বিরুদ্ধে ভারতীয় ন্যায় সংহিতার একাধিক ধারায় মামলা রুজু করে তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ। বিচারক আগামী ৩০ জানুয়ারি শ্রীকান্তকে ফের আদালতে পেশ করার নির্দেশ দিয়েছেন। আগামী দু'একদিনের মধ্যেই শ্রীকান্তকে খুনের জায়গায় নিয়ে গিয়ে ঘটনার পুনর্নির্মাণ ও ঘটনাস্থলের ফরেন্সিক পরীক্ষা করা হবে। দ্রুত এই মামলায় আদালতে চার্জশিট দাখিলের চেষ্টা চলছে বলে পুলিশ সূত্রে খবর। রবিবার ধূপগুড়ি পুরসভার ২ নম্বর ওয়ার্ডের রায়পাড়া এলাকায় ছিল থমথমে পরিবেশ। পুলিশ চব্বিশ ঘণ্টা পাহারা দিচ্ছে মৃতার বর্তমান শ্বশুরবাড়ি ও সংলগ্ন শ্রীকান্তের বাড়ি অর্থাৎ মৃতার প্রাক্তন শ্বশুরবাড়িতে। আগেই জানা গিয়েছে, কেরল থেকে ফিরে যখন শ্রীকান্ত জানতে পারেন সোমা অন্তঃসত্ত্বা এবং সেই সন্তানের বাবা তাঁদের প্রতিবেশী চিরঞ্জিত, তখনই তিনি দুজনের বিয়ে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেন। গত রবিবার নিজে দাঁড়িয়ে থেকে সোমার সঙ্গে চিরঞ্জিতের বিয়ে দেন শ্রীকান্ত। সেই বিয়ের সপ্তাহ পার হওয়ার আগেই সোমাকে চিরঞ্জিতের বাড়িতে গিয়ে খুন করে থানায় আত্মসমর্পণ করেন তিনি। এখন পুলিশ জানাচ্ছে, সোমা অন্তঃসত্ত্বা ছিলেন কি না, তার ওপরেই নির্ভর করছে মামলার ভবিষ্যৎ। কারণ, মৃতা যদি অন্তঃসত্ত্বা অবস্থায় খুন হয়ে থাকেন, তাহলে গর্ভস্থ ভ্রূণ হত্যার মামলাও যুক্ত হবে। অর্থাৎ, শ্রীকান্তের বিরুদ্ধে জোড়া খুনের মামলা দায়ের হবে। জানা যাচ্ছে, ১৯ জানুয়ারি ধূপগুড়ি হাসপাতাল গেটের এক ডায়াগনস্টিক সেন্টারে শেষবার আল্ট্রাসনোগ্রাফি করান সোমা।

এসআইআর আতঙ্কে প্রাণহানির অভিযোগ

সকালের শিরোনাম
নিজস্ব প্রতিনিধি
মানিকচক

মালদা জেলায় ফের এসআইআর সংক্রান্ত আতঙ্কে মৃত্যুর অভিযোগ উঠে এল। এবারে মানিকচক ব্লকের নুরপুর অঞ্চলের নিচুর তিওড়পাড়া এলাকায় এক প্রৌঢ়ের মৃত্যুকে ঘিরে চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। মৃতের নাম সেখ সরিফুল (৫৫)। পরিবারের অভিযোগ, এসআইআর নোটিশ ও শুনানির আতঙ্কেই অসুস্থ হয়ে প্রাণ হারিয়েছেন তিনি। পরিবার সূত্রে জানা যায়, মঙ্গলবার ভোররাতে বাড়িতেই হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়েন সেখ সরিফুল। তড়িঘড়ি চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হলেও শেষরক্ষা হয়নি।

ঘটনার পরেই মৃতের পরিবারবর্গ অভিযোগ তোলে, এস.আই.আর সংক্রান্ত মানসিক চাপে দীর্ঘদিন ধরে ভুগছিলেন তিনি। জানা গেছে, সেখ সরিফুলের নাম ২০০২ সালের ভোটার তালিকায় ছিল। তবে 'লজিক্যাল ডিসক্রিপেন্সি'-র কারণে তাঁর দুই ছেলে এসআইআর হিয়ারিং-এর নোটিশ পান। এই নোটিশ পাওয়ার পর থেকেই ছেলেদের নাম ভোটার তালিকা থেকে বাদ পড়তে পারে - এই আশঙ্কায় চরম আতঙ্কে ভুগছিলেন তিনি। মঙ্গলবার ছিল তাঁর দুই ছেলের হিয়ারিং-এর নির্ধারিত দিন। কিন্তু সেই শুনানির আগেই ভোররাতে ঘটে যায় মর্মান্তিক ঘটনা। মৃতের এক ছেলে শেখ আরিফুল জানান, 'নোটিশ আসার পর থেকেই বাবা খুব টেনশনে ছিলেন। সবসময় ভাবতেন, ছেলেদের কীভাবে বাঁচাবেন। আজই হিয়ারিং-এর দিন ছিল। আমরা সবাই আতঙ্কে ছিলাম'। অন্যদিকে, আত্মীয় শেখ সাফিকুল অভিযোগ করে বলেন, 'বাবা এতটাই ভয়ে ছিলেন যে ঠিকমতো খাওয়া-দাওয়াও ছেড়ে দিয়েছিলেন। সবসময় ভাবতেন, আমাদের বা ছেলেদের বাংলাদেশে পাঠিয়ে দেওয়া হবে না তো। আমাদের গ্রামেই বেশিরভাগ মানুষকে নোটিশ দেওয়া হয়েছে'।

এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে এলাকায় তীব্র ক্ষোভ ছড়িয়েছে। মৃতের পরিবারবর্গের দাবি, এস.আই.আর প্রক্রিয়ার ভয় ও অনিশ্চয়তাই এই মৃত্যুর জন্য দায়ী। প্রশাসনের ভূমিকা নিয়েও প্রশ্ন তুলেছেন তাঁরা।

ঘটনার তদন্ত ও দোষীদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়ার দাবি জানান।

পাকা শ্মশান নেই, ভোট দিতে নারাজ মানগছ

সকালের শিরোনাম
নিজস্ব প্রতিনিধি
ফাঁসিদেওয়া

এক বৃদ্ধের মৃত্যুতে ফের নাম জুড়ল এসআইআর-এর। দক্ষিণ পাটকাপাড়া গ্রামের ১২/৮২ বুথের বাসিন্দা ছিলেন আবুল মিয়াঁ। শনিবার র‍্যাশন নিতে গিয়ে পাটকাপাড়া হাটখোলায় পড়ে যান তিনি। সেখান থেকে হাসপাতালে নিয়ে গেলে চিকিৎসক তাঁকে মৃত ঘোষণা করেন। নিয়ম অনুযায়ী মৃতদেহের ময়নাতদন্ত করানোর কথা থাকলেও তা করানো হয়নি। পরিবারের দাবি, ছেলেমেয়েদের নামে শুনানির নোটিশ আসায় বৃদ্ধ বেশ চিন্তায় ছিলেন। সেই চিন্তা থেকেই হার্ট অ্যাটাকে মৃত্যু হয়েছে। এদিন বৃদ্ধের ছেলে দিলদার রহমান বলেন, 'আমাদের সব ভাইবোনের নামে এসআইআর-এর নোটিশ আসায় বাবা চিন্তায় ছিল। দুই বোনের কাগজ নিয়ে বেশি সমস্যা হচ্ছিল। অনেক জায়গায় দৌড়াদৌড়ি করতে হয়েছে বাবাকে।' আবুলের ১১ জন সন্তান। ২০ জানুয়ারি আলিপুরদুয়ার-১ বিডিও অফিসে ছেলের শুনানি হয়েছে। মেজো মেয়ের শুনানি রয়েছে ২ ফেব্রুয়ারি। পরিবার সূত্রে জানা গিয়েছে, ওই মেয়ের নাকি আধার কার্ডের নামের সঙ্গে স্কুলের নাম মিলছে না। বিয়ের পর নাম পরিবর্তন করার জন্যই নাকি এই সমস্যা। অন্যদিকে, আবুলের বড় মেয়ের নথিতেও সমস্যা হচ্ছে। বাবার নামের সঙ্গে লিংকেজ হচ্ছে না। সেজন্য স্কুল সার্টিফিকেটের প্রয়োজন ছিল। সেক্ষেত্রে সমস্যা দেখা যায়। পরিবার সূত্রে জানা গিয়েছে, এসব নিয়েই চিন্তায় ছিলেন আবুল মিয়াঁ। এদিন বিষয়টি নিয়ে স্থানীয় বুথ লেভেল অফিসার কাকলি রায় বলেন, 'ওঁর ছেলেদের নামে নোটিশ ছিল। সেই শুনানি ঠিক করে হয়েছে। মেয়েদের নথি নিয়ে চিন্তায় ছিলেন। তবে তাঁর মৃত্যু যে এসআইআর-এর আতঙ্কে হয়েছে সেটা তো এইভাবে বলা যায় না।' এদিকে, এসআইআর-এর কারণে মৃত্যু হয়েছে বলে সুর চড়িয়েছে তৃণমূল। ১২/৮২ বুথের স্থানীয় পঞ্চায়েত সদস্য নইম মিয়াঁর কথায়, 'এই মৃত্যুর জন্য এসআইআর দায়ী। আবুল মিয়াঁ দীর্ঘদিনের স্থানীয় বাসিন্দা হয়েও শুনানিতে ডাক পেয়েছিলেন।' যদিও সেকথা মানতে নারাজ বিজেপি। দলের আলিপুরদুয়ার ৩ নম্বর মণ্ডলের সভাপতি সাধন সাহার কথায়, 'বয়স্ক মানুষ নানা কারণে মারা যেতে পারেন। সেটার সঙ্গে এসআইআর জুড়ে দেওয়া যায় না।'

জন্ম সার্টিফিকেট বানাতে দালালচক্র হাসপাতালের বাইরে

সকালের শিরোনাম
নিজস্ব প্রতিনিধি
আলিপুরদুয়ার

যে কাজ জেলা হাসপাতালের করতে কখনও এক মাস, কখনও তিন মাস লেগে যাচ্ছে, সেই জন্ম সার্টিফিকেট ঘণ্টাখানেকের মধ্যে তৈরি করে দিচ্ছেন কয়েকজন দোকানদার। শুধু অপেক্ষা প্রয়োজনীয় নথিপত্র জমা দেওয়ার। আর সঙ্গে টাকাও দিতে হবে। এই যেমন রবিবারের ঘটনা। 'এইখানে কি জন্ম সার্টিফিকেট বানানো হয়?' আলিপুরদুয়ার জেলা হাসপাতালের এক নম্বর গেটের বাইরে এক পান দোকানে গিয়ে এই প্রশ্ন জিজ্ঞেস করতেই সম্মতি মিলল। দোকানদারের পিছনেই একটা ছোট কাগজে লেখা নজরে এল,
'এখানে জন্ম সার্টিফিকেট অনলাইন আবেদন করা হয়।' কথায় কথায় দোকানদার জানালেন, সার্টিফিকেট করার জন্য হাসপাতালের ডিসচার্জ সার্টিফিকেট আর বাবা-মায়ের আধার কার্ড লাগবে। সেটা দিয়ে অনলাইনে আবেদন করতে হবে। তাহলেই সার্টিফিকেট পাওয়া যাবে। আর ওই কাজের জন্য দিতে হবে ৩৫০ টাকা। একটু কম টাকা নেওয়া যায় না? জিজ্ঞাসা করতেই দোকানদার সোজা উত্তর দিলেন, 'দরাদরি নেই। করলে করুন, না করলে যেতে পারেন।' বর্তমানে জেলা হাসপাতালের বাইরে বেশ কয়েকটি দোকানে এভাবেই সহজে জন্ম সার্টিফিকেট তৈরি করা হচ্ছে বলে অভিযোগ। কাগজ দিলে কখনও দেড়-দুই ঘণ্টার মধ্যে, কখনও আবার সেদিনই হাতে পাওয়া যায় সার্টিফিকেট। যেখানে জেলা হাসপাতালে জন্ম সার্টিফিকেট করতে এতটা সময় লাগছে সেখানে ওই দোকানগুলো থেকে এত দ্রুত কাজ কীভাবে হয়? এই প্রশ্ন উঠতে বাধ্য। মূলত টাকা নিয়ে দালালচক্রের মাধ্যমে কাজগুলো হচ্ছে বলে অভিযোগ। শুধু তাই নয়, সেই কাজে দোকানদারদের সঙ্গ দেন জেলা হাসপাতালের এক দুজন কর্মীও বলে জানা গিয়েছে। তাঁদের মদতেই দ্রুত সার্টিফিকেট তৈরি হয়ে যায়। বর্তমানে অনেকেই হাসপাতালের বাইরের দোকানগুলোতে লাইন দিয়ে জন্ম সার্টিফিকেট বানাচ্ছেন। এ ব্যাপারে জেলা হাসপাতালের সুপার ডাঃ পরিতোষ মণ্ডলকে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি বলেন, 'হাসপাতালে এই পরিষেবা বিনামূল্যে হয়। তাহলে কেন লোকজন বাড়তি টাকা দিয়ে বাইরে ওই কাজ করছে। আমরা তো অনেককেই এইভাবে টাকা দিয়ে কাজ করতে বারণ করি। আর আমাদের কাছে আবেদন করে আবার বাইরে গিয়ে অন্য জায়গায় আবেদন করলে সেই আবেদনগুলো আটকে রাখা হয়। ডুপ্লিকেট আবেদন দেখলেই ওই কাজ করা হয়। যাতে টাকা ফিরিয়ে নেওয়া যায়।' হাসপাতাল সূত্রে জানা গিয়েছে, নির্দিষ্ট নিয়ম মেনে জন্ম সার্টিফিকেট জন্য আবেদন করলে দ্রুত সেটা দেওয়া হয়। তবে বানান ভুল সহ বিভিন্ন সংশোধনীর ক্ষেত্রে অনেক তথ্য প্রয়োজন হয়। সেই আবেদনগুলোর ক্ষেত্রে সময় লাগে। কীভাবে চলছে ওই কাজ? জন্ম সার্টিফিকেটের অনলাইনে আবেদন করার পর হাসপাতাল সেই সার্টিফিকেট ইস্যু করে আবেদন যাচাই করে। হাসপাতালে বাইরে কয়েকজন এই সুযোগকেই কাজে লাগিয়ে নির্দিষ্ট পোর্টালে আবেদন করছে। আর হাসপাতালের কয়েকজন কর্মী দ্রুত সেই সার্টিফিকেট ইস্যু করে দিচ্ছেন। সার্টিফিকেট দেওয়ার জন্য যাঁদের কাছে টাকা নেওয়া হচ্ছে সেটার ভাগ পাচ্ছেন ওই কর্মীরাও। এদিন জেলা হাসপাতালে সার্টিফিকেট নিতে আসা কয়েকজনের সঙ্গে কথা বলে জানা গেল, হাসপাতালে সার্টিফিকেট পেতে দেরি হচ্ছে দেখেই অনেকে ওই দোকানগুলোয় গিয়ে বেশি টাকা দিয়ে সার্টিফিকেট করিয়ে নিচ্ছেন। তবে এক্ষেত্রেও প্রশ্ন থাকছে। যেখানে কোনও অনলাইন আবেদন করতে গেলে ৫০-১০০ টাকা নেওয়া হয়। সেখানে কেন ৩৫০-৪০০ টাকা নেওয়া হচ্ছে?

হাসপাতাল চত্বরে কুকুরের মুখে এবারে দেহাংশ

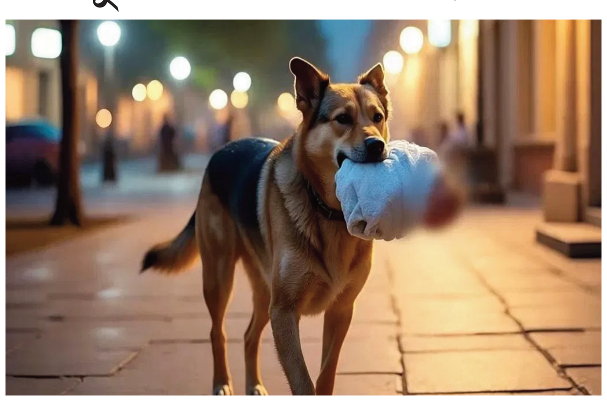

সকালের শিরোনাম
নিজস্ব প্রতিনিধি
জলপাইগুড়ি

শিশুর কাটা মাথা নিয়ে একটি কুকুরের ছোটাছুটির ঘটনায় শনিবার জলপাইগুড়ি মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে ব্যাপক উত্তেজনা ছড়িয়েছিল। রবিবার ফের আরেকটি কুকুরকে রক্তমাখা দেহাংশ নিয়ে হাসপাতাল চত্বরে ছোটাছুটি করতে দেখা গেল। ঘটনাটিকে কেন্দ্র করে এদিনও এলাকায় ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়ায়। চিৎকার-চ্যাঁচামেচি শুরু হয়। পরে কুকুরটি মেডিকেল কলেজ মর্গের সামনে ফাঁকা জায়গায় ওই দেহাংশ ফেলে রেখে পালিয়ে যায়। পরে পুলিশ গিয়ে রক্তমাখা সেই দেহাংশ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তে মর্গে পাঠায়। শনিবারের পর এদিনের ঘটনাটিকে কেন্দ্র করে কর্তৃপক্ষের ভূমিকায় প্রশ্ন উঠেছে। জলপাইগুড়ি মেডিকেল কলেজের এমএসভিপি ডাঃ কল্যাণ খান বলেন, 'দেহাংশ নিয়ে এদিন একটি কুকুর ছোটাছুটি করেছে বলে শোনা গিয়েছে। এদিনের ঘটনাটি আমি পুলিশকে জানিয়েছি। সিসিটিভি ফুটেজ যতটুকু দেখা গিয়েছে তাতে শনিবারের ঘটনায় কুকুরটি রাস্তার দিক থেকে কিছু একটা মুখে নিয়ে মাদার অ্যান্ড চাইল্ড হাবের দিকে এসেছিল। আমি পুলিশকে দু'দিনের ঘটনাই তদন্ত করে দেখতে বলেছি। এক্ষেত্রে কারও কোনও গাফিলতির বিষয় সামনে এলে তার বিরুদ্ধে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ করা হবে।' শনিবার বিকেলে এক শিশুর মাথা মুখে নিয়ে কালো রংয়ের কুকুরকে জলপাইগুড়ি মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল চত্বরে ঘুরে বেড়াতে দেখা গিয়েছিল। হাসপাতাল চত্বরে থাকা রোগীর পরিজনদের চিৎকার এবং তাড়া খেয়ে কুকুরটি শিশুর মাথা ফেলে রেখে পালিয়ে যায়। ওই ঘটনার পর থেকেই হাসপাতাল চত্বরে আতঙ্কের পরিবেশ সৃষ্টি হয়েছে। কুকুরটি কোথা থেকে শিশুর মাথা নিয়ে হাসপাতালে এল, তা খুঁজে বার করতে এদিন সকাল থেকে পুলিশ তদন্ত শুরু করে। সিসি ক্যামেরার ফুটেজ খতিয়ে দেখার পাশাপাশি রোগীর পরিজনদের কাছ থেকে ঘটনার বিবরণ শোনা হচ্ছে। কুকুর শিশুর মাথা মুখে নেওয়ায় সেই শিশুর দেহাংশ নিশ্চয়ই আশপাশে রয়েছে বলে শনিবার থেকেই কেউ কেউ প্রশ্ন তোলা শুরু করেছিলেন। এদিন সকালে রোগীর পরিজনদের একাংশ দেখেন, কিছুটা ধূসর রংয়ের একটি কুকুর রক্তমাখা দেহাংশ নিয়ে মেডিকেল কলেজ চত্বরে ছোটাছুটি করছে। ঘটনাটি দেখে ফের হইচই শুরু হয়। হাসপাতালে আসা রোগীর পরিজন রাজু সরকার বলেন, 'গতকালের ঘটনা সামনে থেকে দেখেছি। এদিন হাসপাতাল চত্বরে একটি চায়ের দোকানে বসে ছিলাম। নজরে এল ফার্মাসি কলেজের দেওয়ালের পাশে একটি কুকুর কিছু একটা খাচ্ছে। সন্দেহ হওয়ায় সামনে এগিয়ে যেতেই দেখি রক্তমাখা মাংসের দলা নিয়ে ছুটে সেটি পালিয়ে গেল। আমার মনে হয়েছে এটা সেই শিশুরই দেহাংশ হবে। যার মাথা নিয়ে শনিবার কালো কুকুরটি হাসপাতাল দিয়ে ছুটে বেড়াচ্ছিল।' রাজুর কথার প্রসঙ্গ টেনে বাপি মণ্ডল নামে অপর এক রোগীর পরিজন বলেন, 'হাসপাতালের যেখানে আবর্জনা ফেলা হয় সেইদিক থেকে শনিবার আমরা কালো কুকুরটিকে মুখে শিশুটির মাথা নিয়ে আসতে দেখেছিলাম। সেটি অপরিণত কোনও শিশুর মাথা হবে বলে আমাদের ধারণা। তবে যাই হোক না কেন, এভাবে দেহাংশ মুখে নিয়ে কুকুর হাসপাতাল চত্বরে ঘুরে বেড়াবে তা মেনে নেওয়া যায় না। কর্তৃপক্ষের নজরদারিতে খামতি না থাকলে একই ধরনের ঘটনা বারে বারে ঘটতে পারে না।'

> শিশুর কাটা মাথা নিয়ে একটি কুকুরের ছোটাছুটির ঘটনায় শনিবার জলপাইগুড়ি মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে ব্যাপক উত্তেজনা ছড়িয়েছিল। রবিবার ফের আরেকটি কুকুরকে রক্তমাখা দেহাংশ নিয়ে হাসপাতাল চত্বরে ছোটাছুটি করতে দেখা গেল।

বিটিডব্লিউইউ-এর নতুন কমিটি ঘোষণা, চা বলয়ে পদ্মে কাঁটা

সকালের শিরোনাম
নিজস্ব প্রতিনিধি
বীরপাড়া

বিধানসভা ভোটের মুখে বিটিডব্লিউইউ-এর নামে আরেকটি কেন্দ্রীয় কমিটি গড়া হল। শনিবার বীরপাড়ায় বিজেপি কর্মীরা একটি কমিটি গড়ে জানান, এটিই বিটিডব্লিউইউ-এর আসল কমিটি। এতে চা বলয়ে বিজেপির গোষ্ঠীকোন্দল প্রকট হল বলেই মনে করা হচ্ছে। ২০১৬ সালে প্রতিষ্ঠিত হয় বিটিডব্লিউইউ। সেটির সভাপতি যুগলকিশোর ঝা, চেয়ারম্যান আলিপুরদুয়ারের সাংসদ মনোজ টিগ্গা, সাধারণ সম্পাদক জেমস খালকো, শিলিগুড়ির বিধায়ক শংকর ঘোষ, মহেশ বাগে, মনোজ ভুজেল, সন্তোষ হাতি এবং রাজেশ বারলা। এদিকে, শনিবার কেন্দ্রীয় কমিটি গড়ে মালবাজারের বিষ্ণু রায় দাবি করেন, তিনিই বিটিডব্লিউইউ সভাপতি। বীরপাড়ার যিশু এক্কা বলেন, 'মনোজদা আমাদের সাংসদ। কিন্তু তিনি বিটিডব্লিউইউ চেয়ারম্যান নন। চেয়ারম্যান আমি।' ৩৭ সদস্যের ওই কমিটির সাধারণ সম্পাদক গৌতম রাউথ এবং তৌফিল সোরেন। জন বারলা বিটিডব্লিউইউয়ের চেয়ারম্যান থাকাকালীন বিটিডব্লিউইউয়ের অন্যতম নেতা ছিলেন তৌফিল।

বারলার সঙ্গে বিদ্রোহ করায় তৌফিলকে সেবার বিটিডব্লিউইউ থেকে বহিষ্কার করা হয়। এবার একটি সমান্তরাল কমিটির মাধ্যমে সামনে এলেন তৌফিল। নতুন কমিটির 'সভাপতি' বিষ্ণু বলছেন, 'রাজেশ, মনোজদের কমিটিটি ভুয়ো। ওঁরা একটি জুট মিলের রেজিস্ট্রেশন নম্বর (২২১০২) ব্যবহার করে বিটিডব্লিউইউয়ের নামে সংগঠন চালাচ্ছেন। অথচ বিটিডব্লিউইউ-এর আসল রেজিস্ট্রেশন নম্বর - ২৮৪২৯, যেটি আমাদের রয়েছে। ২০১৫ সালে ওই রেজিস্ট্রেশন নম্বর মেলে। আমরা আইনি পদক্ষেপ করব।' এদিকে, রাজেশের দাবি, নিয়ম অনুযায়ী সাংসদই বিটিডব্লিউইউ-এর চেয়ারম্যান হন। এর আগে সাংসদ থাকাকালীন পদাধিকারবলে চেয়ারম্যান ছিলেন জন। রাজেশ বলছেন, '২০১৬ সালে রেজিস্ট্রেশন করার সময়ই বিষ্ণুদের সরিয়ে দেওয়া হয়।

২০২৪ সাল পর্যন্ত ওরা বিটিডব্লিউইউয়ে ছিল না। আর যিশু তো বিটিডব্লিউইউয়ের সদস্যই নন। তিনি চেয়ারম্যান হন কি করে?' রাজেশের দাবি, রেজিস্ট্রেশনের আসল কাগজ তাঁদেরই হাতে। তাঁর কথায়, 'বিষ্ণুরা কয়েকটি ফোটোকপি ব্যবহার করে এসব করে বেড়াচ্ছেন। ভুয়ো সংগঠন গড়ায় এর আগে বিষ্ণুদের বিরুদ্ধে মামলাও হয়।

অবশ্য আমরা ওদের পাত্তা দিচ্ছি না। শ্রম দপ্তরও ওদের ডাকে না।' অন্যদিকে বিষ্ণু বলছেন, 'আমরা বিটিডব্লিউইউয়ের প্রতিষ্ঠাতা সদস্য (ফাউন্ডার মেম্বার)। ওরা আমাদের সংগঠন হাইজ্যাক করে জালিয়াতি করে চলেছেন।' তবে সাংসদ মনোজ এনিয়ে মন্তব্যে নারাজ। বিজেপির আলিপুরদুয়ার এবং জলপাইগুড়ি লোকসভা আসন দুটি ধরে রাখার পেছনে চা শ্রমিকদের বিরাট অবদান রয়েছে।

তবে ২০১৯ সালের তুলনায় ২০২৪ সালে আলিপুরদুয়ারে বিজেপির ভোট কমে প্রায় ১ লক্ষ ৬৮ হাজার। কিছুটা ভোট কমে জলপাইগুড়িতেও। ওই বছরই উপনির্বাচনে মাদারিহাট বিধানসভা হারায় বিজেপি। তাই এবছর আগেভাগেই চা বলয়ে কোমর বেঁধে নামতে চলেছে বিজেপি। এরই মধ্যে সাংগঠনিক স্তরে এধরনের কোন্দলে দলে যে চাপ পড়বে তাতে সন্দেহ নেই।

সোশ্যাল মিডিয়ার ভোট প্রচারে নজরদারি

সকালের শিরোনাম
নিজস্ব প্রতিনিধি
শিলিগুড়ি

বিধানসভা ভোট শিয়রে। সোশ্যাল মিডিয়ায় যাঁরা একটু বেশি সক্রিয় তাঁদের অনেকেই নাওয়া-খাওয়া ভুলতে বসেছেন। ভোটকে কেন্দ্র করে অনেকেই নানা কনটেন্ট তৈরি করছেন। আর এর জেরেই একে কেন্দ্র করে আশঙ্কাও বাড়ছে। অভিযোগ, কে কী কনটেন্ট তৈরি করে তা সোশ্যাল মিডিয়ায় দিচ্ছেন সে বিষয়ে নজরদারি করার মতো পরিকাঠামোই নেই। এর ফাঁক গলে উসকানিমূলক কোনও পোস্ট, ছবি বা ভিডিও সোশ্যাল মিডিয়ায় আপলোড হলে পরিস্থিতি প্রতিকূল হতে পারে বলে আশঙ্কা রয়েছে। পরিস্থিতি সামাল দিতে সাইবার ক্রাইম থানার তরফে সোশ্যাল মিডিয়ায় বিশেষভাবে সক্রিয়দের ওপর নজরদারি শুরু করা হয়েছে। কেউ বিতর্কিত কিছু তৈরি করে সোশ্যাল মিডিয়ায় দিলে তাঁকে নোটিশ দেওয়া হবে বলে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। শিলিগুড়ি মেট্রোপলিটান পুলিশের ডিসিপি (ইস্ট) রাকেশ সিং বললেন, 'সোশ্যাল মিডিয়ার ওপর আমাদের বিশেষ নজরদারি রয়েছে।'
তবে ভোটযুদ্ধে সোশ্যাল মিডিয়ার গুরুত্ব কী তা রাজনৈতিক দলগুলির খুব ভালোমতোই জানা আছে। তৃণমূল কংগ্রেস বা বিজেপির তৈরি নতুন প্রচার ভিডিওগুলি তো সোশ্যাল মিডিয়ায় হালে দারুণ হিট। যাঁরা এ ধরনের কনটেন্ট সহজেই বানাতে পারেন, তাঁদের গুরুত্ব বাড়ছে। বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের তরফে তাঁদের সঙ্গে যোগাযোগ করা হচ্ছে। তবে প্রচারের ধরনের কোনওভাবেই যাতে বিরূপ প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি না করে সেদিকেও নজর রাখা হচ্ছে।
তৃণমূলের দার্জিলিং জেলা কমিটির (সমতল) চেয়ারম্যান সঞ্জয় টিব্রুয়ালের বক্তব্য, 'আমাদের দলের নেত্রী যে মতাদর্শে বিশ্বাসী, কেউ যাতে তার বাইরে কিছু না করেন সে বিষয়ে দলের তরফে নিষেধাজ্ঞা জারি রয়েছে।' সোশ্যাল মিডিয়ায় মিথ্যা প্রচারের পাশাপাশি ধর্মীয় উসকানি দিতে অনেকেই সচেষ্ট বলে জানিয়ে সঞ্জয় বললেন, 'আমরা অবশ্য সবাইকে নিয়ে একসঙ্গে পথ চলায় বিশ্বাসী।' বিজেপির শিলিগুড়ি সাংগঠনিক জেলা কমিটির সভাপতি অরুণ মণ্ডল বললেন, 'আমরা যা বলি তা সংবিধান মেনেই বলি। প্রচারেও কেউ তার বাইরে কোনও কথা বলি না।'
গত দেড় বছরে গোটা রাজ্যের পাশাপাশি শিলিগুড়িতেও রাজনীতির ধরন অনেকটাই বদলে গিয়েছে। লোকসভা ভোটের পরবর্তী সময় দুই গোষ্ঠীর মধ্যে একাধিক ঝামেলা অনেকের মধ্যে আশঙ্কা বাড়িয়েছে। এই পরিস্থিতিতে সোশ্যাল মিডিয়ায় প্রচারের বিষয়টিও উদ্বেগের কারণ হয়ে দাঁড়াচ্ছে। সম্প্রতি বিশ্ব হিন্দু পরিষদের শিলিগুড়ির এক তরুণী সদস্যের বিরুদ্ধে সাইবার ক্রাইম থানার তরফে স্বতঃপ্রণোদিত মামলা করা হয়েছে। সোশ্যাল মিডিয়ায় ওই তরুণী উসকানিমূলক মন্তব্য করেছিলেন বলে অভিযোগ।

ভোটযুদ্ধে ঘাসফুলের হাতিয়ার মহাসড়ক

সকালের শিরোনাম
নিজস্ব প্রতিনিধি
ফালাকাটা

ফালাকাটার রাইচেঙ্গায় মহাসড়কের কাজ এখনও শুরু হয়নি। ক্ষতিপূরণ মেলেনি বলে হাইকোর্টে সেখানকার বাসিন্দাদের মামলা চলছে। এবার আসাম মোড়েও একই কারণে স্থানীয়দের বাধায় মহাসড়কের কাজ বন্ধ হয়ে গিয়েছে। আর কয়েক মাস পরেই বিধানসভা ভোট। ফালাকাটা-সলসলাবাড়ি ৪১ কিমি নির্মীয়মাণ মহাসড়ক ফালাকাটা ও আলিপুরদুয়ার বিধানসভা কেন্দ্রে পড়েছে। ২০২১ সালে এই দুই বিধানসভা কেন্দ্রেই বিজেপি জয়ী হয়। এবার এই মহাসড়কের কারণে হাজার হাজার মানুষের ভোগান্তি ও সমস্যাকে ইস্যু করে তৃণমূল কংগ্রেস দুই কেন্দ্রে প্রচারে ঝড় তোলার কৌশল নিয়েছে। তবে বিজেপির দাবি, মহাসড়কের কাজ অনেকটাই এগিয়েছে।

এতে তৃণমূল এবারও সুবিধা পাবে না। গত শনিবার আসাম মোড়ের বাসিন্দারা ক্ষতিপূরণ পাননি বলে মহাসড়কের কাজে বাধা দেন। তৃণমূল নেতারা স্থানীয়দের পাশে দাঁড়ান। তৃণমূলের ফালাকাটা-২ অঞ্চল সভাপতি দীপক সরকার বলেন, 'এখানকার সাংসদ, বিধায়ক বিজেপির। মহাসড়কের কাজও কেন্দ্রীয় সরকারের। অথচ সাধারণ মানুষের ভোগান্তি ও সমস্যা
নিয়ে বিজেপির কাউকেই পাশে দাঁড়াতে দেখা যায় না। আমরা সাধারণের পাশে আছি।' দলের জেলা সাধারণ সম্পাদক সুভাষচন্দ্র রায়ের বক্তব্য, 'বছরের পর বছর ধরে কেন্দ্রীয় সরকারের এই মহাসড়কের কাজ ঢিমেতালে চলছে। বর্ষায় বারবার ডাইভারশন ভেঙে যোগাযোগ বন্ধ হয়ে যায়। ক্ষতিপূরণ ও পুনর্বাসন নিয়েও অনেক জটিলতা রয়েছে। এসবের জন্য বিজেপিই দায়ী। তাই ফালাকাটা ও আলিপুরদুয়ার বিধানসভা কেন্দ্রে এই ইস্যুকে আমরা প্রচারে তুলে ধরছি।'
অন্যদিকে, পদ্ম শিবির ঘাসফুলের বিরুদ্ধে পালটা তোপ দেগেছে। বিজেপির জেলা সভাপতি মিঠু দাসের কথায়, 'তৃণমূলের নেতাদের কাটমানির জন্যই আগের কোম্পানি কাজ ছেড়ে চলে গিয়েছিল। সেকথা ভুক্তভোগী সবাই জানেন। বর্তমান সংস্থা দ্রুতগতিতেই রাস্তার কাজ করছে। তবু শাসকদলের নেতারা সমস্যা তৈরি করছেন। তবে ইতিমধ্যে মহাসড়কের কাজ অনেকটাই এগিয়েছে।' তাঁর সংযোজন, 'পাকা সেতুর কাজও এগিয়েছে। সামনের বর্ষায় খুব বেশি ভোগান্তি হবে না। তাই কেন্দ্রীয় এই প্রকল্পের জন্য দুই বিধানসভা কেন্দ্রের মানুষ এবারও বিজেপিকেই ভোট দেবে।' দুই ফুলের রাজনৈতিক এই তর্জায় এবারের বিধানসভা ভোটের পারদ যে চড়বে তা স্পষ্ট। কারণ, মহাসড়কের কারণে এখনও কেউ সুবিধা পায়নি। পুরোপুরি রাস্তার কাজ হয়ে গেলে হয়তো সেই সুবিধা দীর্ঘমেয়াদি হবে। কিন্তু এই রাস্তার জন্য কয়েক বছর ধরে মানুষের ভোগান্তিই হচ্ছে। ২০১৯ সালে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি জলপাইগুড়ির চূড়াভাণ্ডারে এসে এই মহাসড়কের কাজের সূচনা করেছিলেন। তারপর ছয় বছর কেটে গিয়েছে। ফালাকাটায় একাধিক কাঠের সেতু ভেঙে ডাইভারশন তৈরি হয়েছে। পাকা সেতুর কাজ এখনও সম্পন্ন হয়নি।
বর্ষায় যে কী ভোগান্তি হয় তা ভুক্তভোগীরাই জানেন। এছাড়া রাস্তার ধারের বহু ব্যবসায়ীকে উচ্ছেদ হতে হয়। কেউ পুনর্বাসন পেয়েছেন, কেউ পাননি। ক্ষতিপূরণ নিয়ে ফালাকাটায় এখনও জটিলতা চরমে।
আসাম মোড়ের বাসিন্দা মিঠুন বর্মনের কথায়, 'স্বচ্ছভাবে ক্ষতিপূরণ দিয়ে রাস্তার কাজ হলে সমস্যা নেই। কিন্তু বাস্তবে সেটা তো হচ্ছে না।
আর বর্ষাকালে এই রাস্তায় যোগাযোগ বন্ধ হয়ে যায়।' এই ভোগান্তি আর কতদিন চলবে সেই প্রশ্ন তুলে কালীপুরের বাসিন্দা সমীর সরকারের বক্তব্য, 'চরতোর্ষা নদীতে এখনও পাকা সেতুর কাজ সম্পন্ন হয়নি।
ধুলোর কারণে রাস্তায় যাতায়াত করাই মুশকিল।
তাই এবার আমরা ভেবেচিন্তেই ভোট দেব।' কেন্দ্রীয় সরকারের প্রকল্প হওয়ায় মহাসড়ক নিয়ে এবার যে বিজেপির চাপ বাড়বে তা স্পষ্ট। আর এটাই যেন তৃণমূলের অ্যাডভান্টেজ। শাসকদলের বক্তব্য, গ্রামীণ রাস্তাঘাট এখন ঝাঁ চকচকে।
কিন্তু কেন্দ্র এত বছরেও এই মহাসড়কের কাজে ব্যর্থ।
কাজ ধীরগতিতে চলার পিছনে তৃণমূল দায়ী বলে বিজেপি অভিযোগ তুললেও তা ভোটের বাক্সে কতটা প্রভাব ফেলে সেদিকেই সবার নজর।

অবৈধ মদের রমরমা কারবার, জালে অভিযুক্ত

সকালের শিরোনাম
বিশ্বজিৎ সাহা
মানিকচক

মালদা জেলার মানিকচক থানার পুলিশের অভিযানে বিপুল পরিমাণ অবৈধ দেশি ও বিদেশি মদ উদ্ধার হওয়ায় চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে এলাকায়। এই ঘটনায় এক ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। ধৃতের নাম বিজয় মণ্ডল। তাঁর বাড়ি মথুরাপুর কাঁকরিবাধা এলাকায় বলে পুলিশ সূত্রে জানা গেছে।পুলিশ সূত্রে আরও জানা যায়, গোপন সূত্রে খবর পেয়ে সোমবার গভীর রাতে মানিকচক থানার পুলিশ অভিযান চালায়।অভিযানে বিজয় মণ্ডলের বাড়ি থেকে বিপুল পরিমাণ অবৈধ দেশি ও বিদেশি মদ উদ্ধার করা হয়। প্রাথমিক তদন্তে পুলিশের অনুমান, উদ্ধার হওয়া মদের বাজারমূল্য প্রায় ৭৫ হাজার টাকা। দীর্ঘদিন ধরেই ওই বাড়িতে বেআইনিভাবে মদ মজুত করে ব্যবসা চালানো হচ্ছিল বলে সন্দেহ পুলিশের। অভিযানের সময় পুলিশ বিপুল সংখ্যক বোতলভর্তি দেশি ও বিদেশি মদ বাজেয়াপ্ত করে। ঘটনার পরপরই অভিযুক্ত বিজয় মণ্ডলকে গ্রেপ্তার করা হয়। পুলিশ জানিয়েছে, ধৃতের বিরুদ্ধে আবগারি আইন অনুযায়ী নির্দিষ্ট ধারায় মামলা রুজু করা হয়েছে। মঙ্গলবার সকালে ধৃতকে মালদা জেলা আদালতে পেশ করা হয়।
আদালতের নির্দেশ অনুযায়ী তাকে পুলিশি হেফাজতে নেওয়া হয়েছে কি না, তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে। এই ঘটনার সঙ্গে আর কেউ জড়িত রয়েছে কি না, সেই বিষয়েও তদন্ত শুরু করেছে মানিকচক থানার পুলিশ। অবৈধ মদের কারবার রুখতে পুলিশি অভিযান আরও জোরদার করা হবে বলে জানিয়েছেন পুলিশ কর্তৃপক্ষ।

তিনটি চিতাবাঘ খাঁচায় কলাবাড়িতে সতর্ক বন দপ্তর

সকালের শিরোনাম
নিজস্ব প্রতিনিধি
নাগরাকাটা

এক সপ্তাহের মধ্যে ৩টি চিতাবাঘ ধরা পড়ায় কলাবাড়ি চা বাগান নিয়ে আরও বেশি সতর্ক বন দপ্তর। বর্তমানে কলাবাড়ি সহ লাগোয়া খুটাবাড়ি মিলিয়ে ৫টি খাঁচার চক্রব্যূহ তৈরি করা হয়েছে। বিকেল হলেই টোপ হিসেবে রেখে দেওয়া হচ্ছে হৃষ্টপুষ্ট ছাগল। সেগুলি আবার বন দপ্তরই কিনে লালনপালন করছে। সকালে খাঁচা থেকে বের করে রেখে দেওয়া হচ্ছে স্থানীয় একজনের বাড়িতে। তাঁকে ছাগলগুলি দেখভালের দায়িত্ব দেওয়া আছে। বন দপ্তরের ডায়না রেঞ্জের কর্মীরা প্রতিদিন সেখানে গিয়ে খাঁচা ঠিকঠাক করে আসছেন। উল্লেখ্য, কলাবাড়ি চা বাগান ও খুটাবাড়ি থেকে দুই শিশুকে চিতাবাঘ টুঁটি চেপে তুলে নিয়ে যায়। ১ বছরের মধ্যে দুটি ঘটনা ঘটে। গত মাসেও কলাবাড়ির এক শিশুকে ফের তুলে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টার ঘটনা ঘটে। এরপর সম্প্রতি ৩টি চিতাবাঘ পরপর ধরা পড়ে। বন দপ্তরের ডায়না রেঞ্জ অফিসার অশেষ পাল বলেন, 'কলাবাড়ি নিয়ে সবরকম সতর্কতা নেওয়া হয়েছে। স্থানীয়দের সচেতন করার কাজও চলছে।'

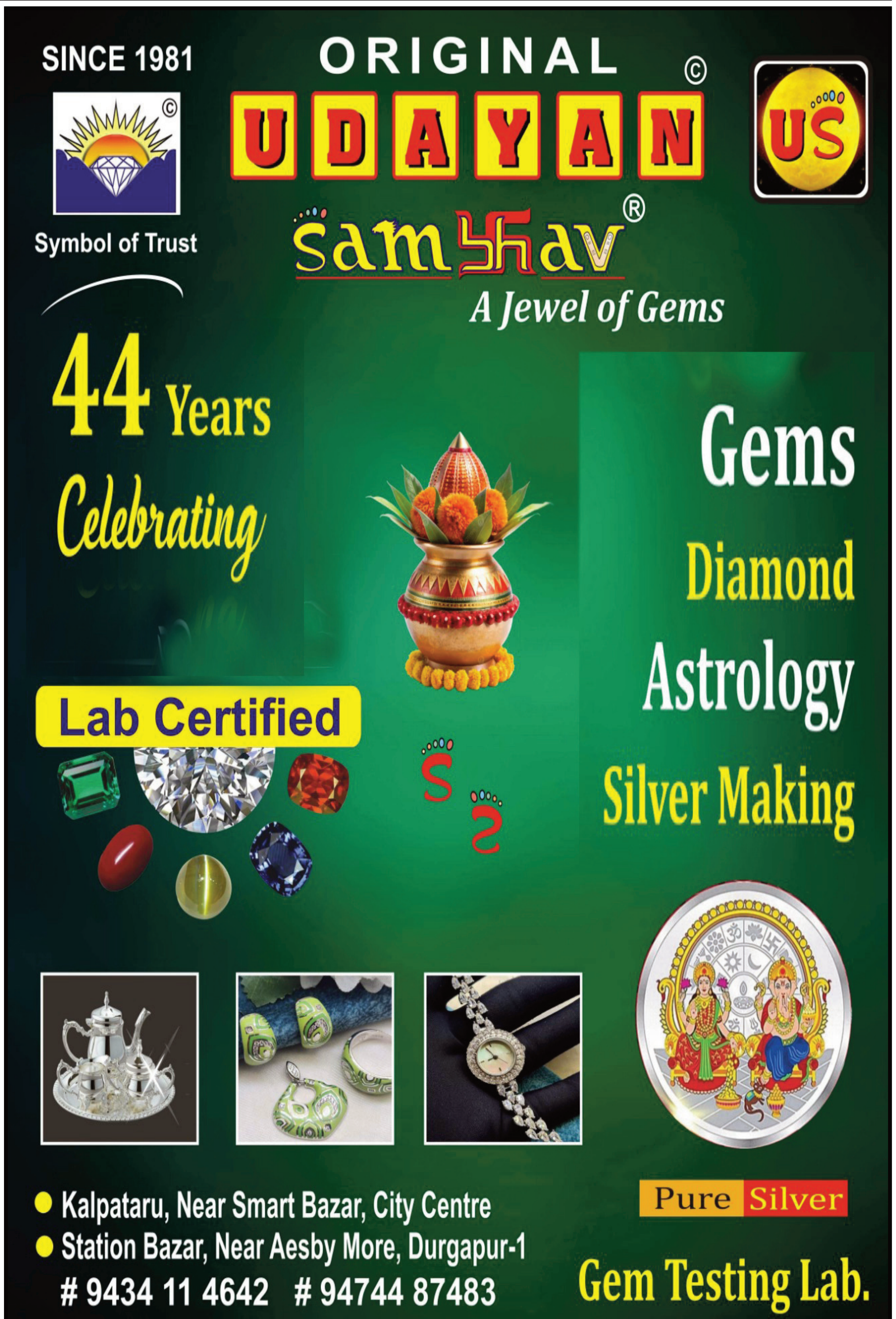

হাসিনা-বিরোধী আন্দোলনের রক্ষাকবচ, মামলা প্রত্যাহারে ইউনূসের নয়া অধ্যাদেশ

সকালের শিরোনাম
নিজস্ব প্রতিনিধি

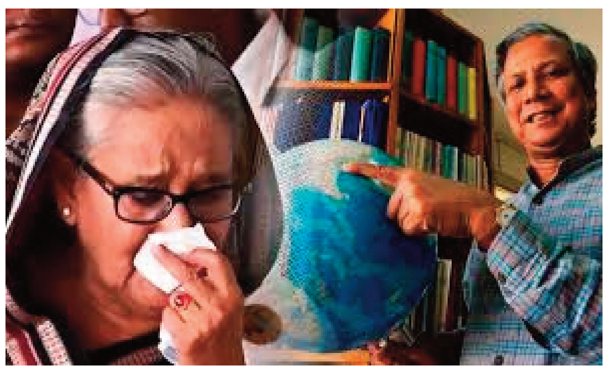

বাংলাদেশে শেখ হাসিনা সরকারের পতনের নেপথ্যে থাকা জুলাই গণ-অভ্যুত্থানে শামিলদের জন্য বড়সড় আইনি রক্ষাকবচ নিশ্চিত করল মুহাম্মদ ইউনূসের নেতৃত্বাধীন অন্তর্বর্তী সরকার। গত বছরের সেই উত্তাল সময়ে আন্দোলনকারীদের বিরুদ্ধে রুজু হওয়া সমস্ত দেওয়ানি ও ফৌজদারি মামলা প্রত্যাহার করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে ঢাকা। এই মর্মে রাষ্ট্রপতির সই সম্বলিত একটি বিশেষ অধ্যাদেশ জারি করা হয়েছে। স্পষ্ট জানানো হয়েছে, গণ-অভ্যুত্থানে অংশগ্রহণকারীদের বিরুদ্ধে নতুন করে কোনও মামলা বা অভিযোগ আনা যাবে না। এমনকি খুনের অভিযোগ থাকলেও তার বিচার হবে বিশেষ প্রক্রিয়ায়। বাংলাদেশের আইন মন্ত্রকের সাম্প্রতিক বিজ্ঞপ্তি অনুযায়ী, গত ২৫ জানুয়ারি রাষ্ট্রপতি 'জুলাই গণ-অভ্যুত্থান (সুরক্ষা ও দায় নির্ধারণ) অধ্যাদেশ, ২০২৬' জারি করেছেন। এই পদক্ষেপের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপিত হয়েছিল গত ১৫ জানুয়ারি, যখন ডঃ ইউনূসের নেতৃত্বাধীন উপদেষ্টা পরিষদের বৈঠকে এই অধ্যাদেশের খসড়ায় চূড়ান্ত অনুমোদন দেওয়া হয়। গত জুলাই ও অগস্ট মাসে আওয়ামী লীগ সরকারের বিরুদ্ধে পথে নেমেছিলেন ছাত্র-যুব ও সাধারণ মানুষের একটি বিশাল অংশ। সেই সময়ে বিক্ষোভ দমন করতে গিয়ে যেমন বলপ্রয়োগের অভিযোগ উঠেছিল, তেমনই পাল্টা ক্ষোভে পুলিশ ও প্রশাসনের কর্মীদের নিগ্রহের ঘটনাও ঘটে। মৃত্যু হয় বাহিনীর বেশ কিছু সদস্যের। হাসিনা দেশ ছাড়ার পর আন্দোলনকারীদের বিরুদ্ধে দায়ের হওয়া সেই সমস্ত মামলাই এখন বাতিলের পথে। অধ্যাদেশের আইনি রূপরেখা অনুযায়ী, গণআন্দোলনে যোগ দেওয়ার কারণে কারও বিরুদ্ধে মামলা থাকলে তা স্রেফ সরকারি আইনজীবীর একটি আবেদনেই থেমে যাবে। পাবলিক প্রসিকিউটর আদালতে আবেদন করলেই সেই মামলা নিয়ে আর বিচারপ্রক্রিয়া চালানো সম্ভব হবে না। আদালত সংশ্লিষ্ট আবেদন গ্রহণ করার পর অভিযুক্ত ব্যক্তি তৎক্ষণাৎ আইনি দায় থেকে মুক্তি বা খালাস পাবেন। সরকারের পক্ষ থেকে একে 'ঐতিহাসিক দায়মুক্তি' হিসেবেই দেখা হচ্ছে। তবে সবচেয়ে তাৎপর্যপূর্ণ বিষয়টি হলো খুনের অভিযোগ সংক্রান্ত ধারাটি। অধ্যাদেশে বলা হয়েছে, কোনও আন্দোলনকারীর বিরুদ্ধে যদি খুনের সুনির্দিষ্ট অভিযোগ থাকে, তবে তা সরাসরি আদালতে যাবে না। অভিযোগটি জমা করতে হবে জাতীয় মানবাধিকার কমিশনে। কমিশন গোটা বিষয়টি নিরপেক্ষভাবে তদন্ত করে দেখবে। স্বচ্ছতা বজায় রাখতে বলা হয়েছে যে, নিহত ব্যক্তি যদি কোনও নির্দিষ্ট বাহিনী বা প্রতিষ্ঠানের সদস্য হন, তবে সেই প্রতিষ্ঠানের কোনও কর্তা ওই তদন্তের দায়িত্বে থাকতে পারবেন না। তদন্ত চলাকালীন যদি অভিযুক্তকে গ্রেফতার বা হেফাজতে নেওয়ার প্রয়োজন পড়ে, তবে তদন্তকারী আধিকারিককে তার যথাযথ কারণ দর্শিয়ে আগে মানবাধিকার কমিশনের অনুমতি নিতে হবে। কমিশনের তদন্তে যদি প্রমাণিত হয় যে অভিযুক্ত ব্যক্তি বাস্তবিকই অপরাধে জড়িত ছিলেন, তবেই বিষয়টি আদালতের এক্তিয়ারে যাবে। সে ক্ষেত্রে কমিশন সংশ্লিষ্ট আদালতের দ্বারস্থ হলে আদালত পুলিশের আবেদনের মতোই সেটিকে বিবেচনা করে পরবর্তী পদক্ষেপ গ্রহণ করবে। কিন্তু যদি দেখা যায় যে, অভিযুক্তের করা সেই কাজ ছিল স্রেফ 'রাজনৈতিক প্রতিরোধের অংশ', তবে কমিশন পুরো মামলাটি খারিজ করার ক্ষমতা রাখে। উল্টে কমিশন যদি মনে করে, তবে ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারকে ক্ষতিপূরণ দেওয়ার নির্দেশ দিতে পারবে সরকারকে। এই বিশেষ পরিস্থিতির ক্ষেত্রে কোনও আদালতই কোনও আইনি প্রক্রিয়া শুরু করতে পারবে না। গত জুলাই মাসে কোটা সংস্কার আন্দোলন থেকে শুরু হওয়া জনরোষ শেষ পর্যন্ত একদফা দাবিতে রূপ নেয়। গদিচ্যুত হয়ে শেখ হাসিনা ভারতে আশ্রয় নেওয়ার পর থেকেই আন্দোলনকারীদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করার দাবি উঠছিল। ইউনূস সরকারের এই নয়া অধ্যাদেশ সেই দাবিকেই মান্যতা দিল। এর ফলে প্রশাসনের নিচুতলায় বা আগের সরকারের আমলে করা মামলাগুলোর জটিলতা থেকে পুরোপুরি মুক্তি পেতে চলেছেন অভ্যুত্থানকারীরা।

দিল্লিতে বৃষ্টির চোখরাঙানি !

সকালের শিরোনাম
নিজস্ব প্রতিনিধি

একেই ঠান্ডায় কাঁপছে দিল্লি, তার মধ্যে বৃষ্টির চোখরাঙানি পরিস্থিতিকে যে আরও খারাপ করে তুলবে, তা বলাইবাহুল্য। আর সেই আশঙ্কাও করছেন রাজধানীবাসী। মৌসম ভবন রাজধানীর বেশ কয়েকটি জায়গায় ভারী বৃষ্টি সতর্কতা জারি করেছে। কিছু এলাকায় হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টি সঙ্গে ৪০-৬০ কলোমিটার বেগে ঝোড়ো হাওয়াও বইতে পারে। আবহবিদেরা জানিয়েছেন, সর্বনিম্ন তাপমাত্রা এক ধাক্কায় অনেকটা নামবে। উত্তুরে হাওয়া বিনা বাধায় ঢোকার কারণে তাপমাত্রা নামছে। তবে সোমবার হাওয়ার গতি কম ছিল। কারণ একটি পশ্চিমি ঝঞ্ঝা তৈরি হয়েছে। তার জেরে তাপমাত্রা সামান্য বাড়তে পারে। তবে মঙ্গলবার থেকে বৃষ্টি শুরু হলেই রাজধানীর তাপমাত্রা আবার নামবে। সোমবার দিল্লির সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল ২.১ ডিগ্রি সেলসিয়াস। গত পাঁচ বছরে শীতলতম সাধারণতন্ত্র দিবস ছিল সোমবার।

মোদীর হাত ধরে ইতিহাসের পথে ভারত বাণিজ্য-বিপ্লবে লাভবান সাধারণ মানুষ

সকালের শিরোনাম
নিজস্ব প্রতিনিধি

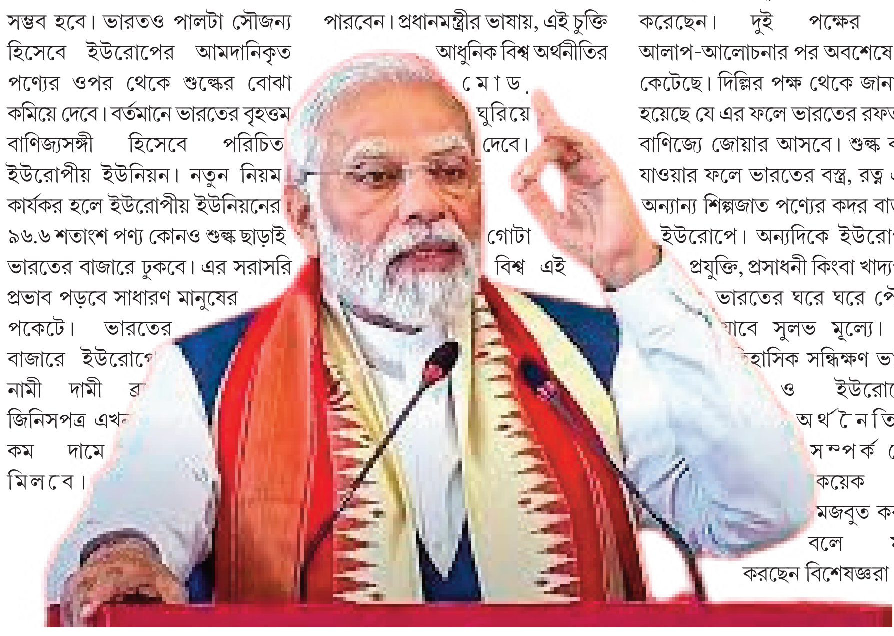

বিশ্ব বাণিজ্যের মানচিত্রে নয়া ইতিহাস লিখল ভারত ও ইউরোপীয় ইউনিয়ন (ইইউ)। দীর্ঘ প্রতীক্ষার অবসান ঘটিয়ে চূড়ান্ত হল দুই পক্ষের মুক্ত বাণিজ্যচুক্তি। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী এই ঐতিহাসিক পদক্ষেপকে 'সব চুক্তির জননী' বলে অভিহিত করেছেন। তাঁর মতে, গোটা বিশ্ব এখন এই চুক্তিকে এই নামেই চিনছে। এই চুক্তির ফলে দুই মহাদেশের মধ্যে বাণিজ্যের এক নতুন দিগন্ত খুলে গেল। প্রায় ১৯০ কোটি মানুষের বাজার এখন শুল্কমুক্ত লেনদেনের সুবিধে পাবে। মোট বিশ্ব বাণিজ্যের প্রায় ২৫ শতাংশ পণ্য এখন থেকে কোনও অতিরিক্ত কর ছাড়াই যাতায়াত করবে। এই চুক্তির মূল লক্ষ্য হল দুই অঞ্চলের মানুষের কাছে উন্নত মানের পণ্য সস্তায় পৌঁছে দেওয়া। ইউরোপীয় ইউনিয়নের ২৭টি দেশে ভারতের ৯০ শতাংশ পণ্য এখন থেকে বিনা শুল্কে রফতানি করা সম্ভব হবে। ভারতও পালটা সৌজন্য হিসেবে ইউরোপের আমদানিকৃত পণ্যের ওপর থেকে শুল্কের বোঝা কমিয়ে দেবে। বর্তমানে ভারতের বৃহত্তম বাণিজ্যসঙ্গী হিসেবে পরিচিত ইউরোপীয় ইউনিয়ন। নতুন নিয়ম কার্যকর হলে ইউরোপীয় ইউনিয়নের ৯৬.৬ শতাংশ পণ্য কোনও শুল্ক ছাড়াই ভারতের বাজারে ঢুকবে। এর সরাসরি প্রভাব পড়বে সাধারণ মানুষের পকেটে। ভারতের বাজারে ইউরোপে... নামী দামী ... জিনিসপত্র এখন... কম দামে ... মিলবে। একইভাবে ইউরোপের মানুষও ভারতের তৈরি পণ্য অনেক সস্তায় কিনতে পারবেন। প্রধানমন্ত্রীর ভাষায়, এই চুক্তি আধুনিক বিশ্ব অর্থনীতির মোড় ঘুরিয়ে দেবে। ... গোটা বিশ্ব এই চুক্তিকে 'সব চুক্তির জননী' বলে অভিহিত করছে, বলে তিনি মন্তব্য করেছেন। দুই পক্ষের দীর্ঘ আলাপ-আলোচনার পর অবশেষে জট কেটেছে। দিল্লির পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে যে এর ফলে ভারতের রফতানি বাণিজ্যে জোয়ার আসবে। শুল্ক কমে যাওয়ার ফলে ভারতের বস্ত্র, রত্ন এবং অন্যান্য শিল্পজাত পণ্যের কদর বাড়বে ইউরোপে। অন্যদিকে ইউরোপীয় প্রযুক্তি, প্রসাধনী কিংবা খাদ্যপণ্য ভারতের ঘরে ঘরে পৌঁছে ...যাবে সুলভ মূল্যে। এই ঐতিহাসিক সন্ধিক্ষণ ভারত ও ইউরোপের অর্থনৈতিক সম্পর্ককে কয়েক গুণ মজবুত করবে বলে মনে করছেন বিশেষজ্ঞরা।

যুদ্ধাস্ত্র তৈরিতে ঝুঁকছে ঢাকা মিরসরাইয়ে বড়সড় রদবদল

ভারতীয় বিনিয়োগের পরিকল্পনা বাতিল করে চট্টগ্রামের মিরসরাইয়ে গড়ে উঠছে বাংলাদেশের নিজস্ব 'সামরিক অর্থনৈতিক অঞ্চল'

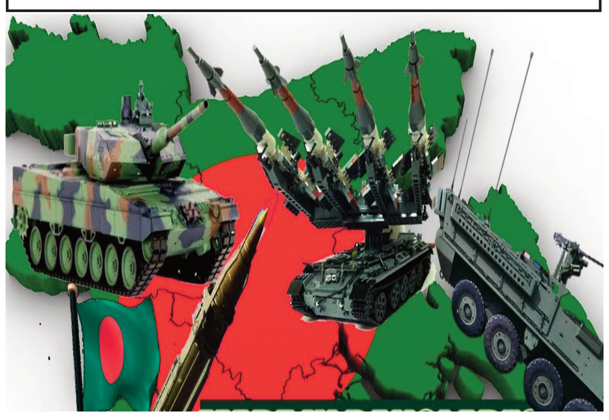

সকালের শিরোনাম
নিজস্ব প্রতিনিধি

ভারতীয় বিনিয়োগের পরিকল্পনা বাতিল করে চট্টগ্রামের মিরসরাইয়ে গড়ে উঠছে বাংলাদেশের নিজস্ব 'সামরিক অর্থনৈতিক অঞ্চল' (ডিফেন্স ইকোনমিক জ◌্োন)। সোমবার ঢাকার ফরেন সার্ভিস একাডেমিতে এক সংবাদ সম্মেলনে এই বড় সিদ্ধান্তের কথা জানানো হয়েছে। সরকারের প্রধান উপদেষ্টা মুহাম্মদ ইউনূসের উপস্থিতিতে বাংলাদেশ অর্থনৈতিক অঞ্চল কর্তৃপক্ষ এই গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ নিল। মূলত দেশের প্রতিরক্ষা খাতে স্বনির্ভরতা অর্জন এবং বিশ্ববাজারে সামরিক সরঞ্জামের ক্রমবর্ধমান চাহিদাকে কাজে লাগাতেই এই বিশেষ উদ্যোগ। মিরসরাইয়ের প্রায় ৮৫০ একর জমিতে এই নতুন প্রকল্প বাস্তবায়িত হবে। এতদিন সেখানে ভারতীয় অর্থনৈতিক অঞ্চল গড়ার কথা থাকলেও সেই চুক্তি বাতিল করে এখন প্রতিরক্ষা সরঞ্জাম তৈরির প্রস্তুতি শুরু হয়েছে। সাংবাদিক বৈঠকে জানানো হয়েছে, ক্ষ্মএত দিন যুদ্ধাস্ত্র ও প্রতিরক্ষা বিষয়ক বিভিন্ন দ্রব্যের উৎপাদন নিয়ে আলোচনা করা হচ্ছিল। অবশেষে সিদ্ধান্ত নেওয়া হল। এই লক্ষ্য পূরণে প্রধান উপদেষ্টা, প্রতিরক্ষা বিভাগ ও অর্থনৈতিক অঞ্চল কর্তৃপক্ষ একযোগে কাজ করছে। উৎপাদন ও বিদেশি বিনিয়োগের বিষয়েও আশাবাদী প্রশাসন। বিভিন্ন দেশের সঙ্গে বাংলাদেশের সুসম্পর্কের কথা উল্লেখ করে জানানো হয়েছে যে, ইতোমধ্যে আলোচনা শুরু হয়েছে এবং আন্তর্জাতিক চাহিদা অনুযায়ী পণ্য উৎপাদনে জোর দেওয়া হবে। সামরিক অঞ্চলের পাশাপাশি আনোয়ারা এলাকায় ৬০০ থেকে ৬৫০ একর জমিতে একটি মুক্ত বাণিজ্য অঞ্চল এবং কুষ্টিয়ার চিনিকলে একটি শিল্প উদ্যান গড়ে তোলার পরিকল্পনাও চূড়ান্ত করা হয়েছে।

আমেরিকার 'আর্মাডা' রুখতে ঢাল আমিরশাহি, অস্বস্তিতে পেন্টাগন

সকালের শিরোনাম
নিজস্ব প্রতিনিধি

ইরানে হামলার জন্য নিজেদের ভূখণ্ড বা আকাশসীমা ব্যবহার করতে দেবে না সংযুক্ত আরব আমিরশাহি। মার্কিন রণতরী ইউএসএস আব্রাহাম লিঙ্কন পশ্চিম এশিয়ায় পৌঁছতেই আমেরিকার অন্যতম এই 'বন্ধুরাষ্ট্র' সাফ জানিয়ে দিল, তেহরানের বিরুদ্ধে কোনো সামরিক অভিযানে তারা কোনোভাবেই অংশ নেবে না বা সাহায্য করবে না। সোমবার সংযুক্ত আরব আমিরশাহির বিদেশ মন্ত্রকের পক্ষ থেকে জারি করা এক কড়া বিবৃতিতে এই অবস্থান স্পষ্ট করা হয়েছে।

সেই বিবৃতিতে স্পষ্টভাবে বলা হয়েছে, ক্ষ্মইরানের বিরুদ্ধে কোনও রকম সামরিক অভিযানে আমাদের ভূখণ্ড, আকাশ বা জলসীমা ব্যবহার করা যাবে না। এই ঘোষণার ফলে ইরান-আমেরিকা উত্তেজনার আবহে মধ্যপ্রাচ্যের ভূ-রাজনীতিতে এক নতুন মোড় এল বলে মনে করছে কূটনৈতিক মহল। গত কয়েক দিন ধরেই ইরানের অভ্যন্তরীণ পরিস্থিতি নিয়ে বাগ্‌যুদ্ধ চরমে পৌঁছেছে। ইরানের সর্বোচ্চ ধর্মীয় নেতা আয়াতোল্লা আলি খামেনেইয়ের বিরুদ্ধে চলা গণবিক্ষোভে প্রকাশ্যে সমর্থন জানিয়েছেন আমেরিকার প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। ট্রাম্পের এই বার্তার পরই দুই দেশের সম্পর্ক কার্যত তলানিতে গিয়ে ঠেকেছে। পরিস্থিতির গুরুত্ব বিচার করে তেহরানের ওপর ফের মার্কিন হামলার আশঙ্কা দানা বাঁধছে। এই আবহেই ইউএসএস আব্রাহাম লিঙ্কন যুদ্ধবিমানবাহী রণতরী এবং আরও তিনটি সহায়ক জাহাজ পশ্চিম এশিয়ায় পৌঁছে যাওয়ায় সমর-সজ্জার ইঙ্গিত জোরালো হয়েছে। গত সপ্তাহেই ডোনাল্ড ট্রাম্প হুঁশিয়ারি দিয়ে বলেছিলেন, আমেরিকার একটি আর্মাডা বা নৌবহর ইরানের দিকে যাচ্ছে। যদিও তিনি আশা প্রকাশ করেছিলেন যে, সেগুলিকে ব্যবহার করার প্রয়োজন পড়বে না। কিন্তু ট্রাম্পের সেই 'আশা' আর 'হুঁশিয়ারি'র মাঝের ধূসর এলাকা আমিরশাহির কপালে চিন্তার ভাঁজ ফেলেছে। কৌশলগতভাবে পেন্টাগনের কাছে আমিরশাহির গুরুত্ব অপরিসীম। ইরান এবং সংযুক্ত আরব আমিরশাহির মাঝে ব্যবধান বলতে কেবল পারস্য উপসাগর, হরমুজ প্রণালী এবং ওমান উপসাগর। ফলে ইরানের ওপর হামলা চালাতে গেলে আমিরশাহির মাটি বা আকাশপথ ব্যবহার করতে পারাটা আমেরিকার জন্য অত্যন্ত সুবিধাজনক। রাশিয়ার ইউক্রেন যুদ্ধের সময় যে আমিরশাহি মধ্যস্থতাকারী হিসেবে আমেরিকার পাশে বসেছিল, সেই বন্ধুরাষ্ট্রই এবার সরাসরি সংঘাতের পথে হাঁটতে নারাজ। নিজেদের সার্বভৌমত্ব ও আঞ্চলিক শান্ত বজায় রাখতেই দুবাই ও আবু ধাবি এই কড়া অবস্থান নিল বলে মনে করা হচ্ছে। আমেরিকার সেন্ট্রাল কমান্ড অবশ্য পরিস্থিতি সামাল দিতে আসরে নেমেছে। তাদের দাবি, আঞ্চলিক স্থিতাবস্থা এবং নিরাপত্তার খাতিরেই আব্রাহাম লিঙ্কনকে সেখানে মোতায়েন করা হয়েছে। একই সঙ্গে মার্কিন সেনার তরফে জানানো হয়েছে, এই রণতরী বহরটি ইরানের সীমান্ত লাগোয়া আরব সাগরে নয়, বরং ভারত মহাসাগরে অবস্থান করছে। তবে মার্কিন সেনার এই সাফাই আমিরশাহির উদ্বেগ কমাতে পারেনি। তাই কোনো লুকোছাপা না করেই তারা জানিয়ে দিয়েছে, ইরানের বিরুদ্ধে যুদ্ধে কোনো রকম সহযোগিতা তাদের কাছ থেকে পাওয়া যাবে না। ট্রাম্পের হুঁশিয়ারি আর পালটা আমিরশাহির এই 'না' কার্যত ওয়াশিংটনকে অস্বস্তিতে ফেলেছে।

সিঁদুরে ভারত আকাশের নিয়ন্ত্রণ নিতেই সংঘর্ষবিরতির অনুরোধ করে পাকিস্তান; দাবি রিপোর্টে

সকালের শিরোনাম
নিজস্ব প্রতিনিধি

সিঁদুর অভিযানে চূর্ণবিচূর্ণ হয়ে গিয়েছিল পাকিস্তানের আকাশ প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা! ভারতীয় সেনাই আকাশের দখল নিয়ে ফেলেছিল। বেগতিক বুঝে তাই ইসলামাবাদই নয়াদিল্লির কাছে সেই সময় সংঘর্ষবিরতির আর্জি জানায় বলে দাবি করা হল সুইৎজারল্যান্ডের একটি সামরিক সংস্থার গবেষণায়। ঘটনাচক্রে, সোমবার, ২৬ জানুয়ারি ভারতে সাধারণতন্ত্র দিবস উদযাপনের আবহেই এই রিপোর্ট প্রকাশ্যে এল। রিপোর্টটি প্রকাশ করেছে সুইজারল্যান্ডের সংস্থা 'সেন্টার ফর মিলিটারি হিস্ট্রি অ্যান্ড পারস্পেক্টিভ স্টাডিজ'। তাদের গবেষণায় দাবি, গত বছর ৭-১০ মে পর্যন্ত ৮৮ ঘণ্টার যে সংঘর্ষ বেধেছিল ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যে, তাতে আন্তর্জাতিক মহল একটি রাফালের ধ্বংস নিয়েই বেশি মাতামাতি করেছে। কিন্তু গোটা টানাপড়েনে একটি বড় দিক তাদের নজর এড়িয়ে গিয়েছে। তা হল, ভারত অত্যন্ত সুকৌশলে পাকিস্তানের আকাশ প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা ভেঙে দিয়েছিল সেই সময়ে। তাই ভারতের শর্তেই দুই দেশের মধ্যে সংঘর্ষের অবসান হয়। এতেই স্পষ্ট হয়, দক্ষিণ এশিয়ায় বিমানবাহিনীর শক্তির দিক দিয়ে ভারত অনেকটাই এগিয়ে। গত বছর এপ্রিলে জম্মু-কাশ্মীরের পহেলগাঁওয়ে জঙ্গিহানার ২৬ জনের মৃত্যু হয়। তার পরেই ভারতীয় সেনা পাক অধিকৃত কাশ্মীর এবং পাকিস্তানের মূল ভূখণ্ডে প্রত্যাঘাত করে ন'টি জঙ্গিঘাঁটি গুঁড়িয়ে দেয়। এই অভিযানের নামই অপারেশন সিঁদুর। এর পরেই ভারতের হামলা চালায় পাক সেনা। সুইস সংস্থার রিপোর্টে দাবি, গত ৭ মে দু'দেশের মধ্যে সংঘর্ষের শুরুর সময়ে পাকিস্তান যে ভাবে প্রত্যাঘাত করেছিল, তাতে খানিক বিপাকেই পড়ে ভারতীয় সেনা। অন্তত একটি রাফালে, মিরাজ ২০০০-সহ একটি যুদ্ধবিমান ক্ষতিগ্রস্ত হয়। এতে পাকিস্তানে 'জয়' হিসাবে দেখলেও পরিস্থিতি বদলাতে শুরু করে দ্রুত। ভারত সুকৌশলে স্কাল্প ইজি এবং ব্রাহ্মসের মতো ক্রুজ মিসাইল ব্যবহার করে পাকিস্তানের আকাশ প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা প্রায় ধ্বংসই করে দিয়েছিল। এর পর থেকেই শুরু হয় নিখুঁত মাপে দূরপাল্লার অস্ত্র ব্যবহার।

ওড়িশার তট থেকে আমতায় ভেসে এল বিরলতম কচ্ছপ

সকালের শিরোনাম
নিজস্ব প্রতিনিধি

প্রকৃতি বারবার তাদের বাসস্থানে হানা দিয়েছে। কখনও ফণী, কখনও ডানার মতো ঘূর্ণিঝড়ে ওড়িশা উপকূল জুড়ে থাকা বিরলতম অলিভ রিডলে কচ্ছপরা বাস্তুচ্যুত হয়েছে। আবার স্বস্থানে ফিরেও এসেছে। কিন্তু প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের জেরে জীবনচক্র তছনছ হয়ে গিয়েছে। তারই প্রমাণ মিলল হাওড়ার নদীতে ভেসে আসা দুটি অলিভ রিডলে কচ্ছপ। পথ ভুলে তারা নাকি চলে এসেছিল আমতায়।

পরে তা পরিবেশকর্মীদের নজরে আসতেই তড়িঘড়ি উদ্ধার করে বনদপ্তরের তৎপরতায় সমুদ্রে ছেড়ে দেওয়া হল। পরপর তিনদিনের ব্যবধানে আমতার ভাটোরা ও কাশমলি থেকে দুটি বিশালাকার অলিভ রিডলে সামুদ্রিক কচ্ছপ উদ্ধার হয়েছে। বিশিষ্ট পরিবেশকর্মী সৌরভ মণ্ডল তাদের দেখেই বিরলতম প্রজাতির কচ্ছপ বলে চিনতে পারেন। তিনিই কচ্ছপদের মুক্তির রাস্তা খুঁজে দেন। সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেয় স্থানীয় এক স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনও। দুটি কচ্ছপকেই হাওড়ার বন বিভাগ উদ্ধার করে গড়চুমুক প্রাণী চিকিৎসাকেন্দ্রে নিয়ে যায়। যেহেতু এই কচ্ছপগুলি আদতে গভীর সমুদ্র এবং তট লাগোয়া অঞ্চলের বাসিন্দা, তাই হাওড়া বন বিভাগের বিভাগীয় বন আধিকারিক সুজিত কুমার দাস ও রেঞ্জ অফিসার রাজেশ মুখোপাধ্যায় দায়িত্ব নিয়ে তাদের সমুদ্রে নিয়ে গিয়ে মুক্ত করেন। জানা গিয়েছে, দিন দুই আগে একটি অলিভ রিডলে কচ্ছপকে পূর্ব মেদিনীপুরের কাঁথি রেঞ্জের অন্তর্গত নির্জন সমুদ্রতটে ছেড়ে দেওয়া হয়েছে। সোমবার অপর কচ্ছপটিকে পূর্ব মেদিনীপুরের কাঁথি রেঞ্জে বঙ্গোপসাগরে মুক্ত করা হয়। হাওড়া বন বিভাগের টিমের সঙ্গে ছিলেন বন্যপ্রাণ সংরক্ষণকারী চিত্রক প্রামাণিক। তাঁর কথায়, দঅলিভ রিডলে সামুদ্রিক কচ্ছপ। জানুয়ারি থেকে মার্চ মাস এদের ডিম পাড়ার সময়। যেহেতু এরা নোনা জলের প্রাণী, মিষ্টি জলে এদের কিছুটা সমস্যা হয়। স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনের সদস্যরা যেভাবে তাদের উদ্ধার করেছে এবং হাওড়া বন বিভাগের ডিএফও ও রেঞ্জ অফিসার যেভাবে গুরুত্ব সহকারে দুই বিরল কচ্ছপকে সমুদ্রে ফিরিয়ে দিলেন, তা অত্যন্ত প্রশংসনীয়। নইলে এরা উপযুক্ত পরিবেশের অভাবে হয়ত বাঁচতে পারত না।

সাধারণতন্ত্র দিবসের অনুষ্ঠানে জিন্নার সমর্থনে স্লোগান ! গ্রেপ্তার স্কুল শিক্ষক

সকালের শিরোনামঃ বিহারের একটি স্কুলে চাঞ্চল্যকর কাণ্ড। সাধারণতন্ত্র দিবসের অনুষ্ঠান চলাকালীন মহম্মদ আলি জিন্নার নামে স্লোগান তোলার অভিযোগ উঠল ওই স্কুলের এক শিক্ষকের বিরুদ্ধে। এই ঘটনায় অভিযুক্তকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। ঘটনার ভিডিও ভাইরাল হয়েছে। এই ঘটনা সুপুল শহরের কিশানপুর থানা এলাকার একটি স্কুলের। সোমবার গোটা দেশ ৭৭তম সাধারণতন্ত্র দিবস পালন করেছে। কিশানপুরের স্কুলেও সাধারণতন্ত্র দিবস পালিত হয়। অভিযোগ, সেই সময় স্কুলেরই এক শিক্ষক জিন্নার সমর্থনে স্লোগান দেন। স্কুলের অন্য শিক্ষকদের নজরে আসে বিষয়টি। ভাইরাল ভিডিওতে দেখা গিয়েছে, সাধারণতন্ত্র দিবসের অনুষ্ঠানে মহাত্মা গান্ধী, মৌলানা আবুল কালাম আজাদ, ভগৎ সিংয়ের নামে স্লোগান দেওয়া হচ্ছে। ওই সময়েই জিন্নার নামেও স্লোগান তুলতে শোনা যায় এক শিক্ষককে! অনুষ্ঠান শেষে স্কুল কর্তৃপক্ষ শিক্ষকের বিরুদ্ধে থানায় অভিযোগ জানান। এর পরই তাঁকে গ্রেপ্তার করে পুলিশ। এই বিষয়ে সুপুলের পুলিশ সুপার আরএস শরৎ, তএক শিক্ষক আপত্তিকর স্লোগান তুলেছিলেন। এই বিষয়ে কিশানপুর থানায় অভিযোগ দায়ের হয়।

মায়ের কাছে শিল্প শেখা

পদ্মশ্রী পাচ্ছেন তৃপ্তি

সকালের শিরোনাম
মনা বীরবংশী
সিউড়ি

আবারো সিউড়িতে পদ্মশ্রী। রতন কাহারের পর এবার পদ্মশ্রী পেতে চলেছেন তৃপ্তি মুখার্জী। সম্প্রতি ঘোষণা হয়েছে ২০২৬-এর পদ্ম পুরস্কারের তালিকা। সেখানেই নাম রয়েছে তৃপ্তি মুখার্জীর। মূলত শিল্পকলার জন্য এই পুরস্কার পেতে চলেছেন তিনি। ইতিমধ্যেই তাকে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রক থেকেও ফোন করা হয়েছে বলে জানিয়েছেন তৃপ্তি দেবী। তিনি বলেন, 'মা মায়া ব্যানার্জির কাছে কাঁথাস্টিচের কাজ শিখে ছিলাম। প্রায় ৪০ বছর ধরে আমি এখনও এই কাজ করছি। এখনো পর্যন্ত প্রায় কুড়ি হাজারের বেশি মেয়েকে আমি কাজ শিখিয়েছি। বর্তমানেও প্রায় ৪০০ জনকে শেখাচ্ছি। এছাড়াও বিভিন্ন আদিবাসী গ্রামে গিয়ে আদিবাসী মহিলাদের কাজ শিখিয়ে স্বনির্ভর করানোর চেষ্টা করছি। আমাকে ভারত সরকার ভারতীয় শিল্পের প্রচারের জন্য বার্মিংহাম, লন্ডন এবং সম্প্রতি জাপানেও পাঠিয়েছিলেন। এর আগে আমি জাতীয় পুরস্কার পেয়েছি। তার পর এই পদ্মশ্রী। অনেক দিনের আশা ছিল। খুব ভালো লাগছে। এই পুরস্কার মাকেই উৎসর্গ করতে চাই'। পদ্মশ্রী সম্মান পাচ্ছেন সিউড়ি মেয়ে তৃপ্তি। এই খবর চাউর হতেই শুভেচ্ছাই ভরিয়ে তুলছেন সকলে। তৃপ্তি দেবীর বাড়িতে হাজির হয়েছিলেন বীরভূম জেলা বিজেপির সাংগঠনিক সভাপতি উদয় শংকর ব্যানার্জি। উত্তরীয়, পুষ্পস্তবক, মিষ্টি দিয়ে শান্তিনিকেতনের ঘটনায় অভিনন্দন জানিয়েছেন। উদয় বাবু বলেন, 'নিঃসন্দেহে সিউড়ির বাসিন্দাদের কাছে অত্যন্ত গর্বের। আমরা ভীষণভাবে খুশি। উনাকে অভিনন্দন জানিয়েছি'।

কংগ্রেস নেতার দোকানে দুষ্কৃতীদের তান্ডব

সকালের শিরোনাম
সুজিত ভট্টাচার্য্য
কাঁকসা

কাঁকসা ব্লক কংগ্রেসের কাঁকসা অঞ্চলের সভাপতি শংকর সাউ কে মারধরের পাশাপশি তার দোকানে ভাঙচুর ও লুটপাটের অভিযোগ উঠলো এক দল যুবকের বিরুদ্ধে। ঘটনাকে ঘিরে চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে কাঁকসায়। আক্রান্ত শংকর সাউ জানিয়েছেন, রবিবার রাতে তিনি দোকান বন্ধ করার সময় একদল যুবক তার দোকানে এসে তাকে ফের দোকান খুলতে জোর করে। বারবার জোর দেওয়ায় বাধ্য হয়ে তিনি দোকান খোলেন। দোকানে বেশ কিছু জিনিস কেনার পর ওই যুবকদের কাছে জিনিসের দাম চাইলে উল্টে তাকে ধাক্কাধাক্কি করে দোকানের মধ্যে ফেলে দেওয়া হয়। তার পরেই মারধরের পাশাপশি তাকে অকথ্যভাষায় গালিগালাজ করা হয় বলে অভিযোগ। এমনকি তার দোকানের জিনিসপত্র ভাঙচুর করার পাশাপাশি দোকানে লুটপাট চালায় ৪ জন যুবক। পুলিশকে খবর দেওয়া হলে খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছায় কাঁকসা থানার পুলিশ। সোমবার এই বিষয়ে কাঁকসা থানায় লিখিত অভিযোগ জানানো হয়। দোষীদের বিরুদ্ধে কঠোরতম শাস্তির দাবি জানিয়েছে কাঁকসা ব্লক কংগ্রেস নেতৃত্ব।

হাওড়া জেলা উন্নয়নের পথে এগিয়ে চলেছে

গণতন্ত্র দিবস অনুষ্ঠানে বললেন জেলাশাসক

সকালের শিরোনাম
সুমন আদক
হাওড়া

সোমবার হাওড়ার শিবপুর পুলিশ লাইন ময়দানে দেশের ৭৭তম সাধারণতন্ত্র দিবস যথাযথ মর্যাদার সাথে উদযাপিত হলো। অনুষ্ঠানে হাওড়ার জেলাশাসক জাতীয় পতাকা উত্তোলন, সমবেত বাহিনীর অভিবাদন গ্রহণ ও হাওড়াবাসীর উদ্দেশ্যে বক্তব্য রাখেন। কুচকাওয়াজে বিভিন্ন দপ্তরের সুসজ্জিত ট্যাবলো প্রদর্শিত হয়। এছাড়াও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে দেশাত্মবোধক গান ও নৃত্য পরিবেশিত হয়। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন হাওড়া গ্রামীণ জেলা পুলিশের সুপার সুবিমল পাল সহ প্রশাসনের অন্যান্য আধিকারিকরা। এদিন কুচকাওয়াজের পাশাপাশি বিভিন্ন স্কুলের ছাত্রছাত্রীদের অংশগ্রহণে দেশাত্মবোধক সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। কুচকাওয়াজে রাজ্য সরকারের বিভিন্ন উন্নয়নমূলক খতিয়ান তুলে ধরে বেশ কয়েকটি সুদৃশ্য ট্যাবলো অংশগ্রহণ করে।

এছাড়াও দমকল, বিপর্যয় মোকাবিলা বাহিনী সহ বিভিন্ন দফতরের ট্যাবলো কুচকাওয়াজ অনুষ্ঠানে এদিন অংশ নেয়। এদিন হাওড়ার জেলাশাসক ড. পি দীপাপপ্রিয়া তাঁর বক্তব্যে বলেন, 'সমগ্র রাজ্যের সঙ্গে আমাদের জেলাও উন্নয়নের পথে এগিয়ে চলেছে। কন্যাশ্রী, রূপশ্রী, শিক্ষাশ্রী, সবুজ সাথী, লক্ষীর ভান্ডার, খাদ্যসাথী, স্বাস্থ্যসাথী প্রমুখ সরকারি প্রকল্পের রূপায়ণে এই জেলা নিরলস ভাবে কাজ করে চলেছে। মেয়েদের পড়াশোনা চালিয়ে যাওয়ার জন্য রয়েছে কন্যাশ্রী প্রকল্প, সংখ্যালঘু ছাত্রছাত্রীদের জন্য রয়েছে ঐক্যশ্রী প্রকল্পের মাধ্যমে স্কলারশিপের ব্যবস্থা। নবম থেকে দ্বাদশ শ্রেণীর ছাত্রছাত্রীদের জন্য রয়েছে সবুজসাথী প্রকল্পের মাধ্যমে সাইকেল বিতরণ। একাদশ ও দ্বাদশ শ্রেণীর ছাত্রছাত্রীদের জন্য রয়েছে ট্যাব প্রদান। শুধু তাই নয়, আর্থিকভাবে অনগ্রসর মহিলাদের জন্য ২০২১ সাল থেকে শুরু হয়েছে লক্ষ্মীর ভাণ্ডার প্রকল্প যেখানে ১,০০০ টাকা মাসিক অনুদান প্রদান করা হয়।' এদিন জেলার উন্নয়নের কিছু পরিসংখ্যান তুলে ধরে জেলাশাসক বলেন, '(১) সম্প্রতি হাওড়ার শরৎ সদনে আয়োজিত সিনার্জীতে আগামী ২ বছরের মধ্যে ক্ষুদ্র, ছোট ও মাঝারি শিল্পে প্রায় দশ হাজার তিনশ সাতান্ন কোটি কুড়ি লক্ষ (১০,৩৫৮.২০ কোটি) টাকার বিনিয়োগ হতে চলেছে। এর ফলে প্রায় একান্ন হাজার সাতশ চব্বিশ (৫১,৭২৪) জনের কর্ম সংস্থান হতে চলেছে এই জেলায়। চলতি আর্থিক বছরে এম. এস. এমই ক্ষেত্রে ইতি মধ্যেই আট হাজার ছয়শ ষাট কোটি ছাপান্ন লক্ষ (৮৬৬০.৫৬) টাকা ঋণ দেওয়া হয়ে গিয়েছে।

জেলায় অনেক বড়ো, ছোট ও মাঝারি শিল্প তৈরি হয়েছে। যার মাধ্যমে জেলার প্রচুর মানুষের কর্মসংস্থান হয়েছে। এছাড়া আরও ১৪টি প্রোজেক্ট এর কাজ জেলা জুড়ে চলছে, যার মাধ্যমে আগামী দিনে আরও প্রচুর সংখ্যক মানুষের কর্মসংস্থান হতে চলেছে। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল বালিটিকুরি ইন্ডাস্ট্রিয়াল এস্টেট, উলুবেড়িয়া ইন্ডাস্ট্রিয়াল পার্ক, রিজেক্ট এস.এম.ই ইত্যাদি। (২) বাংলার বাড়ি প্রকল্পে প্রথম পর্যায় জেলার ২২, ৫৯৫ টি পরিবারকে টাকা দেওয়া হয়েছে।

খরচ হয়েছে মোট ২৬৮.০২৬ কোটি টাকা। শুধু তাই নয় গীতাঞ্জলি প্রকল্পেও এই জেলার ১৩১২৮ টি পরিবার বাড়ি পেয়েছে। (৩) গ্রাম ও শহরে সড়ক নির্মাণের জন্য পথশ্রী রাস্তাশ্রী প্রকল্পের মাধ্যমে, গ্রামীণ এলাকায় ৯২৪ কিলোমিটার ও শহরাঞ্চলে ২৩৫ কিলোমিটার রাস্তা নির্মাণ করা হয়েছে। এর মধ্যে ৪১টি রাস্তা প্লাস্টিক বর্জের মাধ্যমে তৈরি করার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। এছাড়াও জেলা জুড়ে প্রায় ২০০০ কিলোমিটার রাজ্য সড়ক, গ্রামীণ ও অন্যান্য রাস্তা নির্মাণ হয়েছে। (৪) শহর ও গ্রামীণ এলাকা মিলে প্রায় এক হাজার ছয়শ (১৬০০)টি আমাদের পাড়া, আমাদের সমাধান শিবির হাওড়া জেলায় হয়েছে। এই শিবিরের মাধ্যমে ২৯,০৪১টি প্রকল্পের কাজ শুরু হয়েছে। (৫) জল স্বপ্ন প্রকল্পের মাধ্যমে গ্রামাঞ্চলে ৫৯. ৬৯ শতাংশ এবং শহরাঞ্চলে ৯২.৭৫ শতাংশ মানুষের কাছে ইতিমধ্যেই নলবাহিত পানীয় জল পৌঁছে গেছে। (৬) জেলায় চলতি অর্থবর্ষে আট হাজার পাঁচশ ছিয়ানব্বই (৮,৫৯৬) জনকে জাতিগত সার্টিফিকেট প্রদান করা সম্ভব হয়েছে। উৎকর্ষ বাংলার মাধ্যমে প্রচুর সংখ্যক যুবক যুবতীদের শিল্পক্ষেত্রে প্রশিক্ষণ দেওয়া হচ্ছে। মেয়েদের স্বনির্ভর করার লক্ষ্যে আনন্দধারা প্রকল্পে ঋণ দিয়ে নানারকম ব্যবসা করার জন্য উৎসাহ দেওয়া হচ্ছে। এই জেলার উল্লেখযোগ্য হস্তশিল্পগুলি হল জরি, এমব্রয়েডরি, বাটিক্ ফেব্রিক পেন্টিং, কাঁথা স্টিচ, ফ্যাশন জুয়েলারি ইত্যাদি। এইগুলোর মান উন্নয়নের জন্য সরকারি স্তরে বিভিন্ন রকম পদক্ষেপ নেওয়া হচ্ছে। জেলা, রাজ্য ও জাতীয় স্তরে বিভিন্ন মেলায় হস্তশিল্পীদের অংশগ্রহণের ব্যবস্থা করা হচ্ছে। এছাড়াও আর্টিজেন ফিনান্সিয়াল বেনিফিটস কিমের মাধ্যমে হস্তশিল্পীদের বিভিন্ন প্রকার টুল কিটস কেনার অর্থ প্রদান করা হচ্ছে।

পর্যটন ক্ষেত্রেও এই জেলা পিছিয়ে নেই। গড়চুমুক পুরনো বাংলোর দ্বিতল নির্মাণ, আনন্দ নিকেতন কীর্তি শালার উন্নতিকরণ, ৫৮ গেট থেকে গড়চুমুক নিউ বাংলো পর্যন্ত রাস্তার উন্নতিকরণ ইত্যাদি নানা প্রকার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে।

তবে আত্মতুষ্টির কোনও জায়গা নেই। বিশ্বের দরবারে ভারতকে প্রতিষ্ঠা করা আমাদের লক্ষ্য। আর সেই লক্ষ্যে আমাদের আরও কাজ করে যেতে হবে।'

পদ্মশ্রী পুরস্কার পাচ্ছেন কালনার তাঁতি জ্যোতিষ দেবনাথ

সকালের শিরোনাম
রাজ কুমার ঘোষ
কালনা

পদ্মশ্রী পুরস্কার পাচ্ছেন কালনার তাঁতি জ্যোতিষ দেবনাথ। মসলিন শাড়ির উপর অনন্য কাজের দরুন এবছর পদ্মশ্রী পুরস্কারের জন্য নির্বাচিত হয়েছেন কালনা বারুইপাড়ার বাসিন্দা তাঁতি জ্যোতিষ দেবনাথ(৬৮)। বাবা কৃষ্ণমোহন দেবনাথের হাত ধরে তার এই পেশায় প্রবেশ। এর আগে তিনি রাষ্ট্রপতি পুরস্কার সহ একাধিক পুরস্কারে মনোনীত হয়েছেন। তিনি বলেন, 'দাদু দেবেন্দ্রমোহন দেবনাথ বাংলাদেশের নোয়াখালীর বাসিন্দা ছিলেন। পরবর্তী সময়ে বাবার সঙ্গে কালনার দত্ত দারিয়াটন গ্রামে এসে বসবাস। কালনার মহারাজা উচ্চ বিদ্যালয়ে অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত পড়াশোনা। তারপর বাবার কাছ থেকে তালিম নিয়ে একের পর এক মসলিন শাড়ি বানিয়ে সকলের নজর কারা'। জ্যোতিষ বাবুর স্ত্রী যুথিকা দেবনাথ বলেন, 'আমার ৪৫ বছরের দাম্পত্য জীবন। প্রথমদিকে একটু মানিয়ে নিতে অসুবিধা হলেও আমি এখন যথেষ্ট ভালো তাঁত বুনতে শিখে গেছি। আমাদের একমাত্র ছেলে সেও টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ার। আমার শ্বশুর মশাই কে সকলে সম্রাট বলে ডাকত। আর এখন আমার স্বামী পদ্মশ্রী পুরস্কারপ্রাপ্ত তাঁতি ভাবতেও বেশ ভালো লাগছে'। জ্যোতিষ বাবুর ছেলে রাজীব দেবনাথ বলেন, 'বাবার পাওয়া একের পর এক পুরস্কারে আমাদের গর্বে বুক ভরে যাচ্ছে'। জ্যোতিষ বাবু বলেন 'আগামী প্রজন্ম যদি এই সমস্ত কাজে আগ্রহি হয়ে এগিয়ে আসেন, তাহলে আমার কাজ সার্থক হবে। এই সাফল্য শুধুমাত্র আমার একার নয়, সকলের ভালোবাসাতেই এই সাফল্য আমার কপালে জুটেছে'।

বিরিয়ানির দোকানের সামান্য বচসা থেকে রণক্ষেত্র

সকালের শিরোনাম
সুমন আদক
হাওড়া

বিরিয়ানির দোকানের সামান্য বচসাকে কেন্দ্র করে রণক্ষেত্র হয়ে উঠলো ওই এলাকা। হাওড়ার টিকিয়াপাড়ায় রাতের ওই ঘটনায় বোমাবর্ষণ ও মুহুর্মুহু ইটবৃষ্টি হয়। ঘটনার জেরে এলাকায় আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে।

ঘটনায় পুলিশ ২ জনকে গ্রেফতার করে। জানা গেছে, এলাকার একটি বিরিয়ানির দোকান থেকে ঘটনার সূত্রপাত। সেখানে রবিবার রাতে দু'জন যুবক সেখানে বিরিয়ানি কিনতে আসেন। অভিযোগ, এরা 'মদ্যপ' অবস্থায় ছিলেন। তাঁদের দোকান থেকে তাড়াতাড়ি চলে যেতে বলে কয়েকজন। তা থেকেই দু'পক্ষের বচসা শুরু হয়। এরপর তা বড় আকার নেয়। অভিযোগ, একটি বহুতলের উপর থেকে বোমাবাজি ও ইটবৃষ্টি শুরু হয়। ঘটনায় একাধিক ব্যক্তি জখম হন। আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে ওই এলাকায়। ঘটনাস্থলে ছুটে আসে হাওড়া থানার পুলিশ। সোমবার সকাল থেকে চাপা উত্তেজনা রয়েছে এলাকায়। পুলিশ ও র্যা ফ মোতায়েন করা হয়। হাওড়া থানার পুলিশ এই ঘটনায় ২ জনকে গ্রেফতার করে। প্রসঙ্গতঃ, সামনেই বিধানসভা নির্বাচন। তার আগে এতো বোমা কি কারণে মজুত ছিল তা খতিয়ে দেখছে পুলিশ।

বিজেপি বিধায়ক দিবাকর ঘরামীর গাড়িতে হামলা

সকালের শিরোনাম
সঞ্জীব মল্লিক
সোনামুখী

নিজের বিধানসভা এলাকাতে আক্রান্ত হলেন সোনামুখীর বিজেপি বিধায়ক দিবাকর ঘরামী। সোমবার বিকালে সোনামুখীর মহেশপুর এলাকা থেকে নিজের বাড়িতে ফেরার পথে মহেশপুরে তাঁর গাড়ি আটকে গাড়ি লক্ষ্য করে ইট পাটকেল ছোঁড়া হয় বলে অভিযোগ। বিধায়ককে খুনের হুমকিও দেওয়া হয় বলে অভিযোগ। বিধায়কের দাবি, তৃণমূলের নেতৃত্বেই এই হামলা হয়েছে। ঘটনার প্রতিবাদে ও দোষীদের দ্রুত গ্রেফতারের দাবিতে সোনামুখী চৌরাস্তা মোড়ে রাস্তায় টায়ার জ্বালিয়ে বিক্ষোভ ও পথ অবরোধ করেন বিজেপি কর্মীরা। স্থানীয় ও বিজেপি সূত্রে জানা গেছে, রবিবার বিধায়কের কাছে খবর আসে সোনামুখী বিধানসভার মহেশপুর গ্রামে এক বৃদ্ধ অসুস্থ ও চলচ্ছক্তিহীন অবস্থায় বাড়িতে পড়ে রয়েছেন। খবর পাওয়ার পর সোমবার মহেশপুর গ্রামে ওই অসুস্থ ব্যক্তির বাড়িতে একটি হুইল চেয়ার ও চিকিৎসার জন্য কিছু নগদ টাকা সাহায্য করতে যান বিধায়ক দিবাকর ঘরামী। সেখান থেকে ফেরার পথে মহেশপুর এলাকাতেই বেশ কিছু মানুষ তাঁর গাড়ি ঘিরে খুনের হুমকি দিতে থাকে বলে অভিযোগ। বিধায়কের গাড়ি লক্ষ্য করে তাঁরা ইট-পাটকেল ছোঁড়ে বলেও অভিযোগ। কোনোক্রমে সেখান থেকে অক্ষত অবস্থায় বেরিয়ে আসেন বিধায়ক। বিধায়কের দাবি, তৃণমূলের নেতৃত্বেই তাঁর উপর এই হামলা হয়েছে। ঘটনার পরেই দোষীদের গ্রেফতারের দাবিতে বিজেপি কর্মীদের নিয়ে সোনামুখী চৌরাস্তা মোড়ে বসে পথ অবরোধ শুরু করেন বিধায়ক। রাস্তায় টায়ার জ্বালিয়ে চলে বিক্ষোভ। সোনামুখী থানার পুলিশ অবরোধ তুলতে গেলে পুলিশকে ঘিরেও বিক্ষোভে ফেটে পড়েন বিধায়ক ও বিজেপি কর্মীরা। যতক্ষণ পর্যন্ত দোষীদের গ্রেফতার করা না হচ্ছে, ততক্ষণ এই অবরোধ চালিয়ে যাওয়ার হুঁশিয়ারি দিয়েছেন বিধায়ক। এই ঘটনার সঙ্গে তৃণমূল কংগ্রেসের কোন যোগসূত্র নেই এমনটাই দাবি তৃণমূলের। বিষ্ণুপুর সংগঠনিক জেলা তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি সুব্রত দত্ত বলেন, গত ৫ বছর রাধামোহনপুর অঞ্চলের জন্য বিধায়ক কি করেছেন তাই সাধারণ মানুষ বিধায়কের কাছে জানতে চেয়েছে। এই ঘটনার সঙ্গে তৃণমূলের কোনো অভ্রম সূত্র নেই।

মহাসমারোহে ৭৭তম প্রজাতন্ত্র দিবস উদযাপন দুর্গাপুরে

সকালের শিরোনাম
সোমনাথ মুখার্জি
দুর্গাপুর

দুর্গাপুরে যথাযথ মর্যাদা ও দেশাত্মবোধক আবহে পালিত হলো ভারতের ৭৭তম প্রজাতন্ত্র দিবস। দুর্গাপুর মহকুমা প্রশাসনের উদ্যোগে চতুরঙ্গ মাঠে অনুষ্ঠিত হয় মূল অনুষ্ঠান। সকালবেলায় জাতীয় পতাকা উত্তোলনের মাধ্যমে অনুষ্ঠানের সূচনা হয়। জাতীয় পতাকা উত্তোলন করেন দুর্গাপুরের মহকুমা শাসক সুমন বিশ্বাস। পতাকা উত্তোলনের পর জাতির উদ্দেশে বার্তা দেন তিনি এবং সংবিধানের মূল্যবোধ, গণতন্ত্র ও দেশের সার্বিক উন্নয়নের পথে সকলকে একযোগে কাজ করার আহ্বান জানান। এরপর বিভিন্ন বাহিনী, স্কুল-কলেজের পড়ুয়া ও সংগঠনের অংশগ্রহণে অনুষ্ঠিত হয় বর্ণাঢ্য কুচকাওয়াজ। কুচকাওয়াজে শৃঙ্খলা, ঐক্য ও দেশপ্রেমের বার্তা ফুটে ওঠে। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন প্রশাসনের আধিকারিকরা, পুলিশ ও অন্যান্য দপ্তরের প্রতিনিধিরা সহ বহু সাধারণ মানুষ। জাতীয় সঙ্গীত ও দেশাত্মবোধক পরিবেশে চতুরঙ্গ মাঠে গোটা অনুষ্ঠানটি এক উৎসবমুখর রূপ নেয়।

সাধারণতন্ত্র দিবসে বাঁকুড়ার বিভিন্ন এলাকায় মাওবাদী পোস্টার উদ্ধার

সকালের শিরোনাম
নিজস্ব প্রতিনিধি
বাঁকুড়া

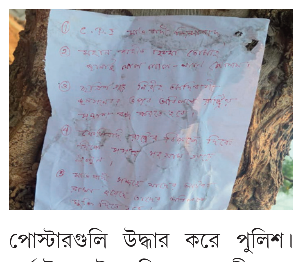

সাধারণতন্ত্র দিবসের দিন সকালে বাঁকুড়া জেলার বিভিন্ন জায়গায় মাওবাদী নামাঙ্কিত পোস্টার উদ্ধারের ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়াল। সোমবার সকালে বাঁকুড়ার তালডাংরা ও ওন্দা থানা এলাকার কোথাও গাছের গুঁড়িতে আবার কোথাও বাস স্টপেজের দেওয়ালে সাদা কাগজের উপরে লাল কালীতে লেখা মাওবাদী নামাঙ্কিত পোস্টারগুলি উদ্ধার করে পুলিশ। সর্বত্রই পোস্টারে নিহত মাওবাদী নেতা হিডমাকে সম্মান জানানো হয়েছে। পোস্টারে ছত্তিশগড়ে নিরীহ আদিবাসীদের উপর রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাস চালানোর অভিযোগ তুলে তা বন্ধের দাবি জানানো হয়েছে। পাশাপাশি মাওবাদী সন্দেহে আটক থাকা ব্যক্তিদের অবিলম্বে মুক্তির দাবি জানানো হয়েছে। পোস্টারে ফ্যাসিবাদী সরকারের বিরুদ্ধে দিকে দিকে সশস্ত্র সংগ্রামের ডাকও দেওয়া হয়েছে। এদিন সকালে পোস্টারগুলি বিভিন্ন জায়গায় চোখে পড়তেই পুলিশ তা ছিঁড়ে দেয়। প্রাথমিকভাবে পুলিশের অনুমান এই পোস্টারগুলির সঙ্গে মাওবাদীদের সরাসরি কোনো যোগ নেই। স্থানীয় কেউ বা কারা এই পোস্টার দেওয়ার পিছনে রয়েছে তা খতিয়ে দেখছে পুলিশ।

সোনার অলংকার লুট করে খুনের অভিযোগ!

সকালের শিরোনাম
নিজস্ব প্রতিনিধি
কালনা

একদিন নিখোঁজ থাকার পর এক বৃদ্ধার রহস্যজনক দেহ উদ্ধারের ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়াল এলাকায়। জানা গেছে, মৃত বৃদ্ধার নাম লক্ষ্মী ঘোষ। তিনি নশরতপুর পঞ্চায়েতের জালুইডাঙ্গা এলাকার বাসিন্দা। স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, মঙ্গলবার সকালে বাড়ি থেকে কিছুটা দূরে একটি জায়গায় রক্তাক্ত অবস্থায় লক্ষ্মী ঘোষের দেহ পড়ে থাকতে দেখেন প্রতিবেশীরা। তাঁর কানে ও হাতে আঘাতের চিহ্ন ছিল এবং দেহের পাশে পড়ে ছিল ছিন্ন অঙ্গপ্রত্যঙ্গের অংশ। বিষয়টি নজরে আসতেই প্রতিবেশীরাই মৃতার পরিবারকে খবর দেন। মৃত বৃদ্ধার ছেলে অভিযোগ করেন, তাঁর মাকে সোনার লোভেই খুন করা হয়েছে। কারণ, মৃতার গলা, কান ও হাতে থাকা সমস্ত সোনার অলংকার নিখোঁজ রয়েছে। দেহে একাধিক আঘাতের চিহ্নও মিলেছে। ঘটনার খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছান রাজ্যের মন্ত্রী তথা এলাকার বিধায়ক স্বপন দেবনাথ। তিনি মৃতার পরিবারের সঙ্গে কথা বলেন এবং সঠিক ও দ্রুত তদন্তের আশ্বাস দেন। এই ঘটনাকে ঘিরে গোটা এলাকায় ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। পুলিশ পুরো ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে।

পুলিশি তৎপরতায় নিখোঁজ ৪ নাবালিকা উদ্ধার

সকালের শিরোনাম
নিজস্ব প্রতিনিধি
হিঙ্গলগঞ্জ

পাচারের আগেই রক্ষা পেল চার নাবালিকা! মাত্র ১২ ঘন্টার মধ্যেই নিখোঁজ হয়ে যাওয়া চার কিশোরীকে উদ্ধার করে বড় সাফল্য পেল হিঙ্গলগঞ্জ থানার পুলিশ। পুলিশের দ্রুততায় এক বড়সড় বিপদ থেকে বেঁচে গেল চারটি পরিবার। রবিবার রাতে হিঙ্গলগঞ্জ থানায় চার নাবালিকার নিখোঁজের অভিযোগ দায়ের হয়। বসিরহাটের হিঙ্গলগঞ্জ থানার সাহেবখালি গ্রাম পঞ্চায়েতের চাড়ালখালি এলাকার বাসিন্দা ওই চার কিশোরী হঠাৎই নিখোঁজ হয়ে যায়। ঘটনার গুরুত্ব বুঝে সময় নষ্ট না করে সঙ্গে সঙ্গে তদন্তে নেমে পড়ে পুলিশ। হিঙ্গলগঞ্জ থানার ভারপ্রাপ্ত আধিকারিক সন্দীপ সরকারের নেতৃত্বে একটি বিশেষ দল গঠন করে তল্লাশি শুরু হয়। তদন্ত চলাকালীন পুলিশের কাছে গোপন সূত্রে খবর আসে যে নিখোঁজ চার নাবালিকাকে হাসনাবাদ রেল স্টেশন এলাকায় নিয়ে যাওয়া হয়েছে। সেই তথ্যের ভিত্তিতেই দ্রুত অভিযান চালায় পুলিশ। সোমবার সকালে হাসনাবাদ স্টেশন সংলগ্ন এলাকায় পৌঁছেই পুলিশের দল ওই চার নাবালিকার সন্ধান পায়। নাবালিকাদের উদ্ধার করতে সক্ষম হয় পুলিশ। উদ্ধার হওয়া চার নাবালিকাকে নিরাপদে হিঙ্গলগঞ্জ থানায় নিয়ে আসা হয়। প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদ ও প্রয়োজনীয় আইনি প্রক্রিয়া সম্পন্ন করার পর তাদের চিকিৎসা ও কাউন্সেলিংয়ের ব্যবস্থাও করা হয় বলে পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে। মাত্র কয়েক ঘন্টার মধ্যে এত বড় সাফল্য পুলিশের তৎপরতারই প্রমাণ বলে মনে করছেন স্থানীয়রা। পুলিশের এই দ্রুত ও কার্যকর পদক্ষেপে যেমন চারটি পরিবার ফিরে পেল তাদের হারানো সন্তানকে, তেমনই মানবপাচার রুখতে পুলিশের ভূমিকা আরও একবার গুরুত্বের সঙ্গে উঠে এলো।

বিজেপি বাংলায় হিন্দুদের সব থেকে বড় শত্রু, বললেন কল্যাণ

সকালের শিরোনাম
পাপ্পু সাঁতরা
হুগলি

পশ্চিমবঙ্গে সবচেয়ে বেশি আক্রান্ত হিন্দুরা। লজিক্যাক ডিসক্রিপেন্সিতে নাম এসেছে সবচেয়ে বেশি হিন্দুদের। পশ্চিমবঙ্গের বিজেপি নেতাদের চোখে হিন্দু হল উত্তর প্রদেশ গুজরাট বিহারের লোক। যারা জয় শ্রী রাম বলে তাড়াই নাকি হিন্দু। যারা কালী পুজো করে আমরা শিবের পুজো করি জগন্নাথের ভক্ত। সনাতনী ধর্ম তো আমরাই পালন করছি। আর বিজেপি হিন্দুদের মধ্যে ভাগ করে। ওরা বাঙালী পছন্দ করে না। সিঙ্গুরে মুখ্যমন্ত্রী আসছেন। সেই জামিতে, এ জমি বাংলায় প্রথম পরিবর্তনের ডাক দিয়েছিল। লড়াইটা টাটার বিরুদ্ধে ছিল না। লড়াই ছিল এই সময় সরকারের বিরুদ্ধে যারা জোরকরে জমি কেড়ে নিয়েছিল। বাংলার মানুষ সেই সময় মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের লড়াইয়ের সঙ্গে ছিল। সিঙ্গুর না হলে নন্দীগ্রাম হত না। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় কে দেখে ভরসা পেয়েছিল মানুষ। এই লড়াই বড় লড়াই ছিল কৃষকদের জন্য। আর যে পরিবর্তন হয়েছে, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের উপর মানুষ আস্থা রেখে ছিল বলেই পরিবর্তন হয়েছে ৩৪ বছরের বামেদের অপশাসনের।

sakaler sironam......28 January....2026_Layout 1 1/27/2026 8:14 PM Page 8

ব্যাঙ্ক ধর্মঘটের সর্বাত্মক প্রভাব বাঁকুড়ায়

সকালের শিরোনাম
নিজস্ব প্রতিনিধি
বাঁকুড়া

সপ্তাহে ৫ দিন কর্মদিবস চালুর দাবিতে ইউনাইটেড ফোরাম অফ ব্যাঙ্ক ইউনিয়নসের ডাকা একদিনের ব্যাঙ্ক ধর্মঘটের সর্বাত্মক প্রভাব পড়ল বাঁকুড়ায়। ধর্মঘটের জেরে রাষ্ট্রায়ত্ব, গ্রামীণ ও সমস্ত বেসরকারি ব্যাঙ্কের কোনো কর্মী ও আধিকারিকেরা আজ মঙ্গলবার সকাল থেকে কাজে যোগ দেননি। ফলে বন্ধ রয়েছে সমস্ত ব্যাঙ্কের দরজা। বন্ধ রয়েছে এটিএম পরিসেবাও। সকাল থেকে বাঁকুড়া স্টেট ব্যাঙ্কের মূল দরজার সামনে পিকেটিং করে বিক্ষোভ দেখাতে থাকেন ব্যাঙ্কের কর্মী আধিকারিকেরা।

আয়ার কঙ্কালসার দেহ উদ্ধার, আটক স্বামী

সকালের শিরোনাম
নিজস্ব প্রতিনিধি
দুর্গাপুর

নিজের স্ত্রীকে খুন করে প্রমাণ লোপাটের চেষ্টা করল স্বামী, ঘটনায় উত্তেজনায় ছড়ালো দুর্গাপুর ডি-সেক্টর মার্কেট এলাকায়। আটক করা হয় অভিযুক্ত স্বামীকে। দুর্গাপুর ইস্পাত হাসপাতালের আয়া ছবি দাস(৫৯), তার কঙ্কালসার দেহ উদ্ধার হয় মঙ্গলবার দুপুর সাড়ে বারোটায়। দেহ উদ্ধারকে ঘিরে চাঞ্চল্য ছড়ায় দুর্গাপুর থানার ডি-সেক্টর মার্কেট এলাকায়। মঙ্গলবার দুর্গন্ধ পেয়ে স্থানীয়রা ঘরে ঢুকে দেহটি দেখতে পান এবং পুলিশে খবর দেন। ঘটনাস্থলে পৌঁছে দুর্গাপুর থানার পুলিশ দেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তে পাঠায়। মৃতার স্বামী প্রদীপ চক্রবর্তীর বিরুদ্ধে খুনের অভিযোগ তুলে ক্ষোভ প্রকাশ করেন এলাকাবাসী। ঘটনায় মৃতার সহকর্মীরা ক্ষোভে ফেটে পড়েন এবং তার স্বামী তাকে খুন করে ঘরের মধ্যে নুন দিয়ে রেখে দিয়েছে অভিযোগ তুলে তার দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবি করেন। অভিযুক্ত স্বামীকে আটক করেছে পুলিশ। সূত্র মারফত জানা গেছে, ছবি দাস দুর্গাপুর ইস্পাত কারখানার হাসপাতালে আয়ার কাজ করতেন এবং ডি-সেক্টরের একটি সরকারি আবাসনে স্বামীর সঙ্গে থাকতেন। ময়নাতদন্তের পর এই ঘটনার সব সত্য সামনে আসবে, এটা খুন নাকি এর পেছনে রয়েছে অন্য কোন রহস্য? ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

বিজেপিতে ভাঙন, ১০০ পরিবার তৃণমূলে

সকালের শিরোনাম
নিজস্ব প্রতিনিধি
আউশগ্রাম

ভোটের আগেই পূর্ব বর্ধমানে বড়সড় রাজনৈতিক রদবদল। বিজেপিতে জোর ধাক্কা দিয়ে বুথ সভাপতি-সহ প্রায় ১০০টি পরিবার তৃণমূল কংগ্রেসে যোগ দিল। ঘটনাটি ঘটেছে পূর্ব বর্ধমানের আউশগ্রাম বিধানসভার অন্তর্গত আউশগ্রাম-২ ব্লকের ভালকি অঞ্চলের ১৬৭ নম্বর বুথে। রাতারাতি এই দলবদল ঘিরে জোর চর্চা শুরু হয়েছে জেলার রাজনৈতিক মহলে। বিজেপি ছেড়ে তৃণমূলে আসা কর্মীদের হাতে দলীয় পতাকা তুলে দিয়ে স্বাগত জানান পূর্ব বর্ধমান জেলা যুব তৃণমূল কংগ্রেসের সহ-সভাপতি আবজল রহমান ওরফে সঞ্জু। উপস্থিত ছিলেন আউশগ্রাম-২ ব্লক তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি শেখ আব্দুল লালন। তৃণমূল নেতৃত্বের দাবি, ভোটের মুখে এই রদবদল দলের তৃণমূল স্তরের কর্মীদের মনোবল অনেকটাই বাড়াবে। উল্লেখ্য, গত লোকসভা ও বিধানসভা নির্বাচনে এই বুথে তৃণমূল কংগ্রেস এগিয়ে থাকলেও ২০২৪ সালের লোকসভা নির্বাচনে ৬৭ ভোটের লিড পেয়েছিল বিজেপি। সেই প্রেক্ষাপটে দাঁড়িয়ে লোকসভায় লিড পাওয়া বুথের খোদ সভাপতির সপরিবারে দলত্যাগ বিজেপির কাছে বড় ধাক্কা বলেই মনে করছেন রাজনৈতিক বিশ্লেষকরা। ব্লক সভাপতি শেখ আব্দুল লালন নবাগতদের স্বাগত জানিয়ে বলেন, মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের উন্নয়নমূলক কাজের উপরেই সাধারণ মানুষ আস্থা রাখছেন। তৃণমূল সরকারের জনমুখী প্রকল্পগুলির ফলেই মানুষ ফের তৃণমূল কংগ্রেসের দিকে ঝুঁকছেন। তাঁর দাবি, বিজেপির বিভাজনের রাজনীতি থেকে মানুষ মুখ ফিরিয়ে নিচ্ছেন, যার প্রতিফলন এই দলত্যাগ। অন্যদিকে, তৃণমূলে যোগদানকারী প্রাক্তন বিজেপির বুথ সভাপতি বাবু মাঝি ও রামপ্রসাদ মাঝিরা জানান, এলাকার সামগ্রিক উন্নয়নের স্বার্থেই তাঁরা এই সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। তাই উন্নয়নের শরিক হতেই তাঁরা গেরুয়া শিবির ছেড়ে তৃণমূলের পতাকা হাতে তুলে নিয়েছেন।

বিজেপির পোস্টার লাগিয়ে নিজেরাই ছিঁড়ে দেওয়ার অভিযোগ, আটক তিন

সকালের শিরোনাম
নিজস্ব প্রতিনিধি
বিষ্ণুপুর

সংখ্যালঘু প্রধান এলাকায় বিজেপির পোস্টার সাঁটিয়ে নিজেরাই তা ছিঁড়ে দিয়ে দাঙ্গা লাগানোর চেষ্টার অভিযোগে বহিরাগত ৩ যুবককে হাতেনাতে ধরে পুলিশের হাতে তুলে দিল তৃণমূল। ঘটনা বাঁকুড়ার বিষ্ণুপুর থানার দ্বারিকা শিল্প তালুক এলাকায়। বিজেপির দাবি, পোস্টার সাঁটানোর উদ্দেশ্যেই ওই তিন জন এলাকায় গিয়েছিলেন। চক্রান্ত করে তাঁদের পুলিশের হাতে তুলে দিয়েছে তৃণমূল। বাঁকুড়ার দ্বারিকা শিল্প তালুক এলাকা সংখ্যালঘু মুসলিম প্রধান। তৃণমূলের বিষ্ণুপুর সাংগঠনিক জেলার যুব সভাপতি দেবনাথ বাউরীর দাবি, গতকাল বিকালে তিনি দ্বারিকা শিল্প তালুক দিয়ে বিষ্ণুপুরের দিকে যাচ্ছিলেন। তাঁর অভিযোগ, সেই সময় তিনি দেখেন তিন জন অপরিচিত যুবক অপেক্ষাকৃত জনবিহীন একটি বেসরকারি কারখানার সীমানা পাঁচিলে বিজেপির পোস্টার সাঁটাচ্ছেন। তাঁর দাবি, ওই যুবকেরা দেওয়ালে পোস্টার সাঁটিয়ে পরক্ষণেই সেগুলি ছিঁড়ে দিচ্ছে। এই ঘটনায় সন্দেহ হয় তাঁর। স্থানীয় তৃণমূল কর্মীদের ডেকে ওই ৩ জনকে আটক করে জিজ্ঞাসাবাদ শুরু করেন তৃণমূলের ওই যুব সভাপতি। তৃণমূলের যুব সভাপতির অভিযোগ, বর্ধমানের গলসী এলাকার বাসিন্দা ওই ৩ যুবক বিজেপির পোস্টার ছিঁড়ে ফেলার মিথ্যা অভিযোগ স্থানীয় সংখ্যালঘুদের উপর চাপিয়ে দাঙ্গা লাগানোর উদ্দ্যেশ্যেই এই কাজ করছিল। পরে এবিষয়ে তিনি থানায় অভিযোগ দায়ের করলে বিষ্ণুপুর থানার পুলিশ ওই ৩ জনকে আটক করে বিষ্ণুপুর থানায় নিয়ে যায়। এই ঘটনায় স্বাভাবিক ভাবেই শুরু হয়েছে রাজনৈতিক চাপানউতোর। তৃণমূলের দাবি গণতান্ত্রিক উপায়ে না পেরে প্রথমে এসআইআরএর মাধ্যমে ঘুরপথে এবং পরে এভাবে হিন্দু মুসলিম সম্প্রীতি নষ্ট করে এ রাজ্যে ক্ষমতায় আসার উদ্দ্যেশ্যেই এমন চক্রান্ত করছে বিজেপি। এলাকার মানুষ তা রুখে দিয়েছে। অভিযোগ উড়িয়ে বিজেপির দাবি, সংখ্যালঘু ৩ বিজেপি সমর্থক ওই পোস্টার সাঁটাচ্ছিল। তৃণমূল চক্রান্ত করে নিজেদের পুলিশ ও প্রশাসনকে কাজে লাগিয়ে মিথ্যা অভিযোগে তাদের ফাঁসিয়েছে।

আজও মৃতের পরিবারের পাশে গোগলা অঞ্চল তৃণমূল কংগ্রেস

সকালের শিরোনাম
সোমনাথ মুখার্জী
লাউদোহা

সালটা ছিল ২০২২, ভোরবেলা খবর আসে একই পরিবারের পাঁচজনের মৃত্যু হয়েছে মর্মান্তিক দুর্ঘটনায়। যখন ২৬শে জানুয়ারি প্রজাতন্ত্র দিবস উদযাপনের জন্য সমস্ত ভারতীয় আনন্দে উচ্ছাসিত, ঠিক সেই সময়ে মর্মান্তিক দুর্ঘটনার খবরে শোকের ছায়া নেমে আসে পাণ্ডবেশ্বর বিধানসভার দুর্গাপুর-ফরিদপুর ব্লকের মাধাইপুর এলাকায়। সেই মুহূর্তে অসহায় পরিবারের পাশে দাঁড়ায় গোগলা অঞ্চল তৃণমূল কংগ্রেস তথা পাণ্ডবেশ্বর বিধানসভার বিধায়ক নরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী। ঘটনার পর থেকে আজও একইভাবে তৃণমূল কংগ্রেস নেতৃত্ব সেই অসহায় পরিবারের পাশে থেকেছে সব সময়। বাঙালির সবথেকে বড় উৎসব দুর্গা পুজোয় ওই পরিবারগুলিকে পুজোর নতুন জামা কাপড় ছাড়াও রেশন সামগ্রীও তুলে দেওয়া হয় গোগলা অঞ্চল তৃণমূল কংগ্রেসের পক্ষ থেকে। দুর্গাপুজো এবং ২৬শে জানুয়ারি এই দুইদিন ওই পরিবারের হাতে নতুন জামা কাপড় এবং এক মাসের রেশন সামগ্রী তুলে দেওয়া হয়। পাশাপাশি দুর্ঘটনায় মৃত ব্যক্তিদের শ্রদ্ধার্ঘ্য অর্পণ করা হয়। গোগলা অঞ্চল তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি গৌতম ঘোষ জানান, বিধায়কের নির্দেশে তারা সবসময়ই সকল মানুষের পাশে আছেন। এলাকায় যেকোনো মানুষ যখনই বিপদে পড়ে তৃণমূল কংগ্রেস সব সময় তাদের পাশে থাকে। তিনি বলেন, আজ সোমবার প্রজাতন্ত্র দিবসে ভারতের জাতীয় পতাকা উত্তোলন করার পর ভারতীয় মনীষীদের প্রতিকৃতিতে মাল্য দান করে এলাকায় মর্মান্তিক দুর্ঘটনায় মৃতের পরিবারের প্রতি সমবেদনা জানানো হয়।

উস্থি হাইস্কুল মাঠে সভা করলেন শামিম আহমেদ

সকালের শিরোনাম
বাইজিদ মন্ডল
উস্থি

হাতেগোনা আর মাত্র কয়েকটা মাস, তারপরই শুরু হবে রাজ্যে বিধানসভা নির্বাচন। সংগঠন মজবুত করতে তারই আগে এখন থেকে মাঠে নেমে শুরু করে দিয়েছে দলীয় কর্মী-সমর্থক ও স্থানীয় নেতৃত্বদের নিয়ে বর্ধিত কর্মীসভা। অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের নির্দেশমতো দায়িত্ব পাওয়ার পরেই সোমবার প্রথম সভা করলেন মগরাহাট পশ্চিমের পর্যবেক্ষক শামিম আহমেদ। উস্থি মোড়ে স্থানীয় স্কুল প্রাঙ্গণে আয়োজিত সভায় উপস্থিত ছিলেন মথুরাপুর লোকসভা কেন্দ্রের সাংসদ বাপি হালদার, মগরাহাট পশ্চিমের বিধায়ক গিয়াসউদ্দিন মোল্লা, ডায়মন্ড হারবার, মহেশতলা ও মগরাহাট পশ্চিম বিধানসভার দলীয় পর্যবেক্ষক শামিম আহমেদ, মগরাহাট পশ্চিম ব্লক তৃনমূলের যুব সভাপতি ইমরান হাসান, জেলা পরিষদের অধ্যক্ষ মুজিবুর রহমান, মগরাহাট পশ্চিম ব্লক পূর্ত কর্মাধ্যক্ষ তৌফিক আহমেদ, জেলা পরিষদের সদস্যা নুরখাতুন বিবি, সহ মগরাহাট পশ্চিমের একাধিক পঞ্চায়েতের প্রধান, উপপ্রধান ও অঞ্চল নেতৃত্ব প্রমুখ। স্থানীয় দলীয় যুব সভাপতি ইমরান হাসান বলেন, মগরাহাট পশ্চিম বিধানসভার পর্যবেক্ষক সামিম আহমেদের নেতৃত্বে এই কর্মী সভায় সাধারণ মানুষের জনজোয়ারে বলে দিচ্ছে ,আমাদের নেতা অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় সঠিক মানুষকে আমাদের বিধানসভায় দায়িত্ব দিয়েছে। তিনি আরো জানান, আমাদের বিধানসভা থেকে যদি একটা কলা গাছকে প্রার্থী করা হয় গত বছরের তুলনায় আরো বেশি মার্জিনি তাকেও আমরা জয়ী করে বিধানসভায় পাঠাবো। দলীয় পর্যবেক্ষক সামিম আহমেদ তিনি জানান, মগরাহাট পশ্চিম বিধানসভা তৃণমূল কংগ্রেসের ব্যবস্থাপনায় অনুষ্ঠিত 'বর্ধিত কর্মীসভা'-তে উপস্থিত থাকার সৌভাগ্য হলো। উস্থি হাই স্কুল মাঠে মানুষের যে বিপুল উপস্থিতি, কর্মী-সমর্থকদের অকুণ্ঠ ভালোবাসা আর নেতৃত্বের আন্তরিক অভ্যর্থনা;সব মিলিয়ে আজকের দিনটি আমার কাছে সত্যিই স্মরণীয় হয়ে থাকবে। এখানকার নেতৃত্ব থেকে শুরু করে প্রতিটি কর্মী ও সমর্থক যেভাবে আমাকে আপন করে নিয়েছেন, যে বিশ্বাস ও ভালোবাসা দেখিয়েছেন, তার জন্য আমি আজীবন ঋণী। আপনাদের এই আন্তরিকতা আমাকে আরও দৃঢ়ভাবে মানুষের পাশে দাঁড়ানোর শপথ করিয়েছে। তিনি বলেন, সর্বোপরি আমাদের সকলের প্রিয় সর্বভারতীয় তৃণমূল কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়কে জানাই হৃদয় থেকে কৃতজ্ঞতা;মগরাহাট পশ্চিমের দায়িত্ব আমার ওপর অর্পণ করার জন্য এবং সাধারণ মানুষের পাশে থেকে কাজ করার যে বিরল সুযোগ করে দিয়েছেন, তার জন্য। এই দায়িত্ব শুধু রাজনৈতিক নয়, এটি মানুষের আশা-ভরসার প্রতীক। তিনি সকল দলীয় কর্মী সমর্থকদের উদ্দেশ্য করে বলেন, আপনাদের ভালোবাসা, সমর্থন ও আশীর্বাদকে পাথেয় করে আগামী দিনেও মগরাহাট পশ্চিমের প্রতিটি মানুষের সুখ-দুঃখে পাশে থাকার অঙ্গীকার রইল। একসঙ্গে, ঐক্যবদ্ধভাবে আমরা এগিয়ে যাব উন্নয়ন ও জনসেবার পথে।

বিনামূল্যে আধুনিক কৃষি যন্ত্রপাতি বিতরণ মন্ত্রীর

সকালের শিরোনাম
রবীন্দ্রনাথ পড়ুয়া
গঙ্গাসাগর

মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নির্দেশে সুন্দরবনের প্রান্তিক কৃষকদের আর্থিক উন্নয়ন ও স্বনির্ভরতার পথে এগিয়ে নিতে বিশেষ উদ্যোগ নিল সুন্দরবন উন্নয়ন দপ্তর। মঙ্গলবার দক্ষিণ ২৪ পরগনার গঙ্গাসাগর ব্লকের রুদ্রনগরে এক অনুষ্ঠানের মাধ্যমে কয়েকশো কৃষকের হাতে বিনামূল্যে আধুনিক কৃষি উপকরণ ও উন্নতমানের সরঞ্জাম তুলে দেওয়া হয়। উক্ত কর্মসূচিতে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন রাজ্যের সুন্দরবন উন্নয়ন মন্ত্রী বঙ্কিমচন্দ্র হাজরা। তিনি নিজ হাতে কৃষকদের হাতে উন্নত প্রযুক্তির ধান ঝাড়াই মেশিন, আধুনিক কীটনাশক স্প্রে মেশিন, চাষের সুরক্ষায় এসি নেট এবং উচ্চফলনশীল ওল বীজ সহ একাধিক প্রয়োজনীয় সরঞ্জাম তুলে দেন।

মূলত প্রাকৃতিক দুর্যোগপ্রবণ সুন্দরবনের কৃষকরা যাতে প্রতিকূল পরিস্থিতির সঙ্গে লড়াই করে আধুনিক প্রযুক্তির সাহায্যে চাষবাসে লাভের মুখ দেখতে পারেন, সেই উদ্দেশ্যেই এই বিশেষ প্রকল্পের আয়োজন। অনুষ্ঠানে মন্ত্রী বঙ্কিমচন্দ্র হাজরা ছাড়াও উপস্থিত ছিলেন সাগর ব্লকের বিডিও কানাইয়া কুমার রাও, পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি সাবিনা বিবি, সহ-সভাপতি স্বপন কুমার প্রধান সহ স্থানীয় প্রশাসনের বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ। সরঞ্জাম বিতরণের পর কৃষকদের উদ্দেশ্যে মন্ত্রী বলেন, 'মাননীয়া মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশ অনুযায়ী পশ্চিমবঙ্গ সরকার সর্বদা কৃষকদের পাশে আছে। সুন্দরবনের কৃষি ব্যবস্থাকে আরও মজবুত করা আমাদের প্রধান লক্ষ্য। এই আধুনিক যন্ত্রপাতিগুলো ব্যবহারের ফলে কৃষকদের শারীরিক শ্রম যেমন কমবে, তেমনই উৎপাদন খরচ কমে ফলন বৃদ্ধি পাবে। ফলে কৃষকরা অর্থনৈতিকভাবে অনেক বেশি লাভবান হবেন'। সরকারের এই মানবিক উদ্যোগে খুশি এলাকার কয়েকশো কৃষক পরিবার। উপকারভোগী কৃষকদের মতে, বর্তমান বাজারে এই সমস্ত যন্ত্রপাতির দাম অনেক।

বিনামূল্যে এই সরঞ্জামগুলো হাতে পাওয়ায় আগামী মরসুমে চাষের খরচ অনেকটাই কমে যাবে। কৃষকদের মুখে চওড়া হাসি ফুটিয়ে এই কর্মসূচি সুন্দরবনের কৃষি মানচিত্রে এক নতুন দিশা দেখাবে বলে মনে করছে ওয়াকিবহাল মহল।

দীর্ঘদিনের সমস্যা মিটল

বিদ্যালয়ে যাতায়াতের পাকা রাস্তার উদ্বোধন

সকালের শিরোনাম
নিজস্ব প্রতিনিধি
খন্ডঘোষ

খণ্ডঘোষ ব্লকের সগরাই অঞ্চলের বাদুলিয়া গ্রামে অবস্থিত বাদুলিয়া কবি সুকান্ত প্রাথমিক বিদ্যালয়ে দীর্ঘদিন ধরে যাতায়াতের উপযুক্ত রাস্তার অভাব ছিল। অবশেষে সেই সমস্যার স্থায়ী সমাধান হল।

এই গ্রামেরই বাসিন্দা ও প্রাক্তন হাই স্কুলের প্রধান শিক্ষক দেবীপ্রসাদ পাল-এর মহৎ উদ্যোগে নিজের মূল্যবান জমির একটি অংশ দান করার ফলে বিদ্যালয় পর্যন্ত রাস্তা নির্মাণের পথ প্রশস্ত হয়। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'পাড়ায় সমাধান' প্রকল্পের আওতায় মঙ্গলবার ওই রাস্তার ঢালাইয়ের কাজ সম্পূর্ণ হয় এবং দেবীপ্রসাদ পাল মহাশয়ের উপস্থিতিতেই রাস্তার আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করা হয়। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন খণ্ডঘোষ ব্লক তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি অপার্থিব ইসলাম (ফাগুন), শিক্ষক নেতা বিশ্বনাথ রায়, বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক প্রসূন মণ্ডল, শিক্ষক বাপন হাঁসদা, সহশিক্ষিকা আয়েশা খাতুন, বিদ্যালয় পরিচালনা কমিটির সভাপতি অরিন্দম ঘোষ এবং এলাকার অন্যান্য বিশিষ্টজনেরা। নতুন রাস্তা নির্মাণে বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রী, শিক্ষক-শিক্ষিকা ও স্থানীয় বাসিন্দারা উপকৃত হবেন বলে জানান আয়োজকরা। দীর্ঘদিনের সমস্যার সমাধান হওয়ায় এলাকায় খুশির হাওয়া।

তৃণমূল আদিবাসী শাখার নির্জলা অনশন

সকালের শিরোনাম
নিজস্ব প্রতিনিধি
বর্ধমান

পূর্ব বর্ধমান জেলায় তৃণমূল কংগ্রেসের আদিবাসী শাখার উদ্যোগে শুরু হওয়া অনশন কর্মসূচি মঙ্গলবার তৃতীয় দিনে পড়ল। রবিবার থেকে দিনরাত অবস্থান কর্মসূচিতে বসে রয়েছেন আদিবাসী নেতা তথা প্রাক্তন জেলা সভাধিপতি দেবু টুডু সহ আদিবাসী সম্প্রদায়ভুক্ত মানুষজন। সোমবার অনশন মঞ্চে ছিলেন জেলা সভাপতি রবীন্দ্রনাথ চ্যাটার্জী। অভিযোগ, নির্বাচন কমিশনের এসআইআর প্রক্রিয়ার নামে ভারতবর্ষের আদিম জাতির মানুষজনকে নানাভাবে হয়রানি করা হচ্ছে। এই অভিযোগের প্রতিবাদেই নির্জলা অনশন শুরু করেছেন আন্দোলনকারীরা। অনশনস্থলে পুরুষ-মহিলা নির্বিশেষে বহু আদিবাসী মানুষ উপস্থিত রয়েছেন। তাঁদের দাবি, অবিলম্বে এসআইআর প্রক্রিয়ায় হয়রানি বন্ধ করতে হবে এবং আদিবাসী জনগোষ্ঠীর অধিকার সুরক্ষিত করতে হবে। অনশনকারীদের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, দাবি পূরণ না হওয়া পর্যন্ত এই আন্দোলন চলবে। পরিস্থিতির উপর নজর রাখছে স্থানীয় প্রশাসন।

প্রজাতন্ত্র দিবসে শ পা ধারার উদ্যোগে শীতবস্ত্র বিতরণ

সকালের শিরোনাম
নিজস্ব প্রতিনিধি
রায়না

প্রজাতন্ত্র দিবস উপলক্ষে রায়না বিধানসভার বিধায়ক শ্রীমতি শম্পা ধারার উদ্যোগে শীতবস্ত্র বিতরণ কর্মসূচি অনুষ্ঠিত হল। রবিবার রায়নার মিরেপোতা বাজার তৃণমূল কংগ্রেস কার্যালয়ে এই কর্মসূচির আয়োজন করা হয়। তৃণমূল কংগ্রেস নেতা আখিল বাগ, বাপন হুই ও রাম প্রামাণিকের ব্যবস্থাপনায় এবং মিরেপোতা বাজার তৃণমূল কংগ্রেসের সহযোগিতায় এই মানবিক কর্মসূচি সম্পন্ন হয়। অনুষ্ঠানের সূচনায় স্বাধীনতা সংগ্রামীদের প্রতিকৃতিতে মাল্যদান করে শ্রদ্ধা নিবেদন করা হয়। এরপর মনোজ্ঞ দেশাত্মবোধক নৃত্য পরিবেশনা উপস্থিত সকলের মন জয় করে নেয়। শীতের এই সময়ে এলাকার দুস্থ ও প্রান্তিক মানুষদের হাতে শীতবস্ত্র তুলে দিয়ে মানবিকতার বার্তা দেওয়া হয়। প্রজাতন্ত্র দিবসের তাৎপর্যকে সামনে রেখে সমাজের সর্বস্তরের মানুষের পাশে দাঁড়ানোর এই উদ্যোগ স্থানীয় বাসিন্দাদের মধ্যে ব্যাপক প্রশংসা কুড়িয়েছে। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন বিধায়ক শম্পা ধারা, রায়না,১ পঞ্চায়েত সমিতির খাদ্য কর্মাধ্যক্ষ জাহানুল হক (চন্দন), রায়না,১ ব্লক যুব তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি কল্লোল মণ্ডল, তৃণমূল ছাত্র পরিষদের সভাপতি সুজন মোল্লা সহ তৃণমূল কংগ্রেসের একাধিক নেতৃত্ব ও কর্মীবৃন্দ। অনুষ্ঠানে আগত অতিথিদের ব্যাচ ও উত্তরীয় পরিয়ে আন্তরিকভাবে সংবর্ধনা জানানো হয়। সার্বিকভাবে প্রজাতন্ত্র দিবসের চেতনায় উদ্বুদ্ধ এই সামাজিক দায়বদ্ধতার কর্মসূচি এলাকাবাসীর মধ্যে ইতিবাচক সাড়া ফেলেছে।

বিষ্ণুপুরে পর্যটকদের চোখ টানছে পরিযায়ী পাখির দল

সকালের শিরোনাম
সঞ্জীব মল্লিক
বিষ্ণুপুর

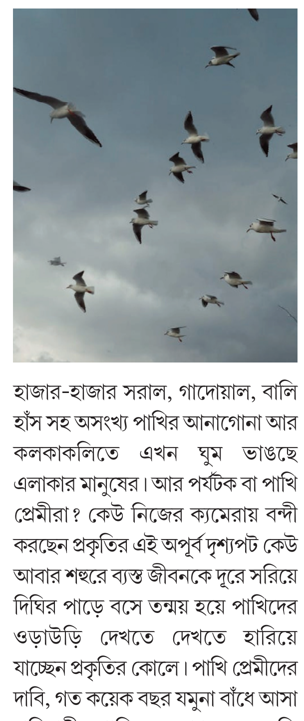

দীর্ঘ এক হাজার বছরের ইতিহাস আছে। আছে টেরাকোটার অপূর্ব সব স্থাপত্য ও ঐতিহ্যবাহী সংস্কৃতি। আর সেসবের মাঝেই এবার বাঁকুড়ার বিষ্ণুপুরে দেশ বিদেশ থেকে আসা পর্যটকদের কাছে অন্যতম আকর্ষণ হয়ে উঠেছে পরিযায়ী পাখির দল। হাজার-হাজার সরাল, গাদোয়াল সহ পরিযায়ী পাখির আনাগোনা আর কিচির মিচির শব্দে পর্যটক থেকে স্থানীয় মানুষ ক্ষনিকের জন্যে হলেও কৃত্রিমতা ও ব্যস্ততাকে দূরে সরিয়ে ডুব দিচ্ছে প্রকৃতির কোলে। বাঁকুড়া জেলার বিষ্ণুপুর হাজার বছর ধরে মল্ল রাজাদের রাজধানী ছিল। স্বাভাবিক ভাবেই এই শহরের ইট কাঠ পিচে পাথরে জড়িয়ে রয়েছে মল্ল রাজাদের ঐতিহ্যবাহী শিল্প ও সংস্কৃতি। কিন্তু বিষ্ণুপুর মানে কী শুধুই ইতিহাসের দৃশ্যপট? একেবারেই না। শহর ছাড়িয়ে একটু এগোলেই অনন্ত সবুজের সমাহার আর মল্ল রাজাদের হাতে তৈরী দিঘি যমুনা বাঁধের অনন্ত জলরাশির মাঝে পরিযায়ী পাখিদের আনাগোনা আর সমবেত কলকাকলি সেও কী কম পাওয়া? প্রতি বছরের মতো এবছরও শীত পড়তেই দূর দেশ থেকে পরিযায়ী পাখির দল ভিড় জমিয়েছে যমুনা বাঁধে। হাজার-হাজার সরাল, গাদোয়াল, বালি হাঁস সহ অসংখ্য পাখির আনাগোনা আর কলকাকলিতে এখন ঘুম ভাঙছে এলাকার মানুষের। আর পর্যটক বা পাখি প্রেমীরা? কেউ নিজের ক্যামেরায় বন্দী করছেন প্রকৃতির এই অপূর্ব দৃশ্যপট কেউ আবার শহুরে ব্যস্ত জীবনকে দূরে সরিয়ে দিঘির পাড়ে বসে তন্ময় হয়ে পাখিদের ওড়াউড়ি দেখতে দেখতে হারিয়ে যাচ্ছেন প্রকৃতির কোলে। পাখি প্রেমীদের দাবি, গত কয়েক বছর যমুনা বাঁধে আসা পরিযায়ী পাখির সংখ্যা শুধু বৃদ্ধি পেয়েছে তাই নয়, বহু বছর পর বিষ্ণুপুরের লালবাঁধ সংলগ্ন এলাকায় দেখা মিলেছে শিকারী পাখি শকুনেরও। তবে কী প্রাচীন মল্ল রাজধানীর প্রকৃতি ক্রমশ ফিরে পাচ্ছে তার নিজস্ব ছন্দ? সম্ভাবনা উড়িয়ে দিতে পারছেন না পাখি ও পরিবেশ প্রেমীরা।

পদ্মশ্রী স মানে ভূষিত সাঁওতালি সাহিত্যিক রবিলাল টুডু

২০২৬ সালের সাধারণতন্ত্র দিবসের প্রাক্কালে পূর্ব বর্ধমান জেলার জন্য এল এক বড়সড় সুখবর। কেন্দ্রীয় সরকারের ঘোষিত পদ্মশ্রী প্রাপকদের তালিকায় এ বছর বাংলার ১১ জন কৃতির মধ্যে স্থান পেলেন কালনার দুই গুণীজন। তাঁদের অন্যতম সাঁওতালি সাহিত্যের উজ্জ্বল নক্ষত্র রবিলাল টুডু। পূর্ব বর্ধমান জেলার কালনা,২ ব্লকের বাদলার নোয়াড়া গ্রামের বাসিন্দা ৭৭ বছর বয়সি রবিলাল টুডু ছাত্রজীবন থেকেই সাঁওতালি ভাষা, সাহিত্য ও নাট্যচর্চার সঙ্গে যুক্ত।

সকালের শিরোনাম
কল্যাণ দত্ত
বর্ধমান

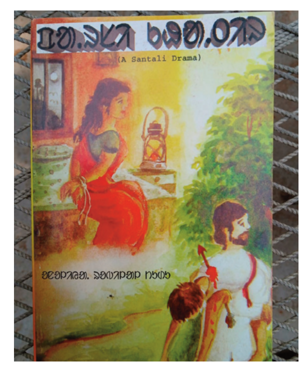

২০২৬ সালের সাধারণতন্ত্র দিবসের প্রাক্কালে পূর্ব বর্ধমান জেলার জন্য এল এক বড়সড় সুখবর। কেন্দ্রীয় সরকারের ঘোষিত পদ্মশ্রী প্রাপকদের তালিকায় এ বছর বাংলার ১১ জন কৃতির মধ্যে স্থান পেলেন কালনার দুই গুণীজন। তাঁদের অন্যতম সাঁওতালি সাহিত্যের উজ্জ্বল নক্ষত্র রবিলাল টুডু। পূর্ব বর্ধমান জেলার কালনা,২ ব্লকের বাদলার নোয়াড়া গ্রামের বাসিন্দা ৭৭ বছর বয়সি রবিলাল টুডু ছাত্রজীবন থেকেই সাঁওতালি ভাষা, সাহিত্য ও নাট্যচর্চার সঙ্গে যুক্ত। তাঁর প্রাথমিক শিক্ষা স্থানীয় নিম্ন বুনিয়াদি বিদ্যালয়ে। পরে বাদলা হাইস্কুল থেকে পড়াশোনা শেষ করে পিওর সায়েন্সে স্নাতক হন। কর্মজীবনে প্রথমে এজি বেঙ্গল এবং পরবর্তীতে একটি ব্যাঙ্কে অ্যাসিস্ট্যান্ট ম্যানেজার পদে চাকরি করেন তিনি। অবসর গ্রহণের পর পুরোপুরি নিজেকে সাহিত্যচর্চায় নিয়োজিত করেন। ১৯৭৭ সালে বিরসা মুন্ডাকে কেন্দ্র করে রচিত তাঁর মৌলিক নাটক 'বীর বিরসা' রাজ্যের গণ্ডি পেরিয়ে বাংলা, বিহার ও ওড়িশায় তাঁকে বিশেষ পরিচিতি এনে দেয়। সাঁওতালি ভাষায় প্রকাশিত তাঁর সাতটি বই ইতিমধ্যেই পাঠকমহলে সমাদৃত হয়েছে। বর্তমানে প্রকাশের অপেক্ষায় রয়েছে আরও ২২টি পাণ্ডুলিপি। এর আগেও তিনি সাহিত্য আকাদেমি পুরস্কার এবং ২০২২ সালে বঙ্গভূষণ সম্মানে ভূষিত হন। পদ্মশ্রী প্রাপ্তির খবরে আনন্দ প্রকাশ করে রবিলাল টুডু বলেন, 'এই স্বীকৃতি পেয়ে আমি অত্যন্ত আনন্দিত। এটি আমার দীর্ঘদিনের কাজের স্বীকৃতি হিসেবে এক বড় প্রাপ্তি'। একই বছরে শিল্প ও সাহিত্যে কালনার দুই গুণীজনের পদ্মশ্রী প্রাপ্তি নিঃসন্দেহে গোটা কালনা মহকুমা তথা পূর্ব বর্ধমান জেলার জন্য এক গর্বের ও স্মরণীয়।

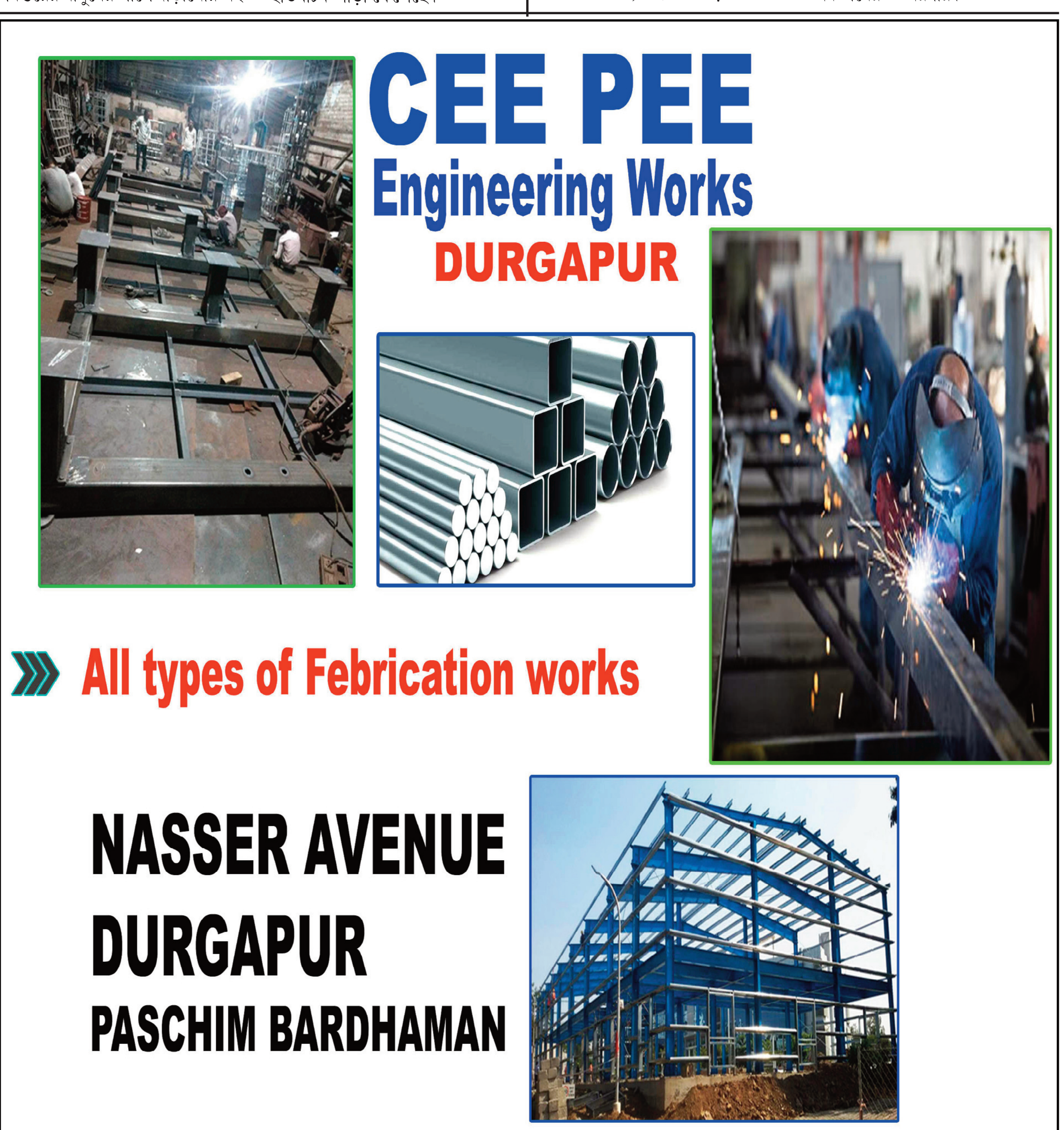

শীতবস্ত্র বিতরণ

সকালের শিরোনাম
নিজস্ব প্রতিনিধি

মেমারি

'আর্তের সেবায় আমরা একটি পরিবার'; এই আদর্শকে সামনে রেখে নিঃশঙ্ক আশ্রম বোধোদয় লাইব্রেরীর উদ্যোগে মেমারি দু'নম্বর ব্লকের বড় পলাশন এক নম্বর গ্রাম পঞ্চায়েতের অধীন কলা দিঘি পার শ্রী রামকৃষ্ণ পাঠচক্রে শতাধিক দুস্থ ও অসহায় ভক্তের মধ্যে শীতের কম্বল বিতরণ করা হলো মঙ্গলবার। শ্রী রামকৃষ্ণ পাঠচক্রের ব্যবস্থাপনায় এই সেবামূলক কর্মসূচি অনুষ্ঠিত হয় পাঠচক্রের মন্দির প্রাঙ্গণে। অনুষ্ঠানের শুরুতেই ঠাকুর শ্রী শ্রী রামকৃষ্ণ দেব, মা সারদা দেবী, স্বামী বিবেকানন্দ ও শ্রীমৎ স্বামী ঠাকুর শ্রী শ্রী পুণ্য আনন্দ মহারাজের প্রতিকৃতিতে মাল্যদান করে শ্রদ্ধা নিবেদন করেন আশ্রমের মহারাজ ও বিশিষ্ট ব্যক্তিরা। এরপর উদ্বোধনী সংগীতের মাধ্যমে আনুষ্ঠানিকভাবে কর্মসূচির সূচনা হয়। 'সত্যের জন্য সবকিছু ত্যাগ করা যায়, কিন্তু কোনও কিছুর জন্য সত্যকে ত্যাগ করা চলে না'; এই মহাবাণীকে পাথেয় করে আয়োজিত হয় এই মানবিক সেবামূলক অনুষ্ঠান। নিঃশঙ্ক আশ্রম বোধোদয় লাইব্রেরীর সম্পাদক মেধা চৈতন্য মহারাজ তাঁর বক্তব্যে বলেন, ঠাকুর শ্রী শ্রী রামকৃষ্ণ দেব বলেছেন ; 'সবার উপরে মানুষ সত্য, তাহার উপরে নাই'। স্বামীজির বাণী 'শিবজ্ঞানে জীবসেবা'-কে সামনে রেখে উপস্থিত প্রত্যেক জীবের মধ্যেই ঈশ্বরের চিন্ময় রূপ দর্শনের ভাবনায় এই সেবাকর্ম সম্পন্ন করা হয়েছে। অনুষ্ঠান শেষে উপস্থিত প্রায় ২০০ জন ভক্ত ও অতিথির মধ্যে খিচুড়ি প্রসাদ বিতরণ করা হয়। অনুষ্ঠান সঞ্চালনা করেন আশ্রমের শুভাকাঙ্ক্ষী হিমাদ্রী মণ্ডল। সেবাদানের এই সুযোগ করে দেওয়ার জন্য তিনি উপস্থিত সকলের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন। এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন নিঃশঙ্ক আশ্রমের শ্রদ্ধেয় তনয় চৈতন্য মহারাজ, কুড়মুন রামকৃষ্ণ আশ্রমের সৎ স্বরূপ আনন্দ মহারাজ, শ্রী রামকৃষ্ণ পাঠচক্রের সম্পাদক রাহুল মুখার্জি-সহ আশ্রমের শুভানুধ্যায়ী, প্রাক্তন ছাত্রবৃন্দ ও ভক্তগণ।

বিডিও'কে স্মারকলিপি কৃষক সংগ্রাম পরিষদের

সকালের শিরোনাম
নিজস্ব প্রতিনিধি

কোলাঘাট

প্রায় দু'মাসেও সংস্কার হলো না কোলাঘাটের দেহাটি খালের এক কিলোমিটার অংশ। ক্ষোভ এলাকার বাসিন্দাদের। ব্লকের বিডিও-কে স্মারকলিপি দিল কৃষক সংগ্রাম পরিষদ। ২০২৫-এর ১ ডিসেম্বর, ব্লকের গুরুত্বপূর্ণ দেহাটী খাল সহ কয়েকটি খ াল সংস্কারের বিষয়ে বিডিও সহ সেচ দপ্তরের এসডিও'র উপস্থিতিতে কোলাঘাট পঞ্চায়েত সমিতির সভাগৃহে সমস্ত রাজনৈতিক দলের প্রতিনিধি ও সংশ্লিষ্ট সবাইকে নিয়ে একটি গুরুত্বপূর্ণ বৈঠকে ঠিক হয়েছিল, দেহাটি খালের বরদাবাড় সংলগ্ন অংশ থেকে পাঁশকুড়া বাজার পর্যন্ত সংস্কার করার কাজ ওই সময় থেকেই শুরু করা হবে। সেই সভার পর প্রায় দু'মাস অতিক্রান্ত হতে চললেও পাঁশকুড়া ব্লকের দুই জায়গায় সামান্য এবং কোলাঘাট ব্লকের দুই জায়গায় সামান্য কিছু অংশে অল্প মাটি তোলা হয়েছে।

সব মিলিয়ে হাফ কিলোমিটার অংশেও কাজ হয়নি। সেচ দপ্তর সূত্রে জানা গেছে, এখনো মাটি বের করার পোর্টালই চালু হয়নি। শুধু তাই নয়, খাল সংস্কারের পূর্বে খালের ভেতরে থাকা বনসৃজনের গাছ কেটে নেওয়া এবং অবৈধ কাঠামোগুলি সরিয়ে নেওয়ার ব্যাপারে সেচ বা প্রশাসন দপ্তরের পক্ষ থেকে এখনো মাইক প্রচার সহ কোনও উদ্যোগ নেওয়া হয়নি। পরিষদের সম্পাদক নারায়ণ চন্দ্র নায়ক বলেন, এভাবে কাজ হলে প্রায় কুড়ি কিলোমিটার দীর্ঘ দেহাটি খাল কাটতে কয়েক বছর সময় লাগবে। অন্যদিকে যে অংশে জোয়ার জলে বোরোচাষের ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছিল, সেই অংশের মধ্যে টোপা ড্রেনেজ খালের উত্তর জিঞ্জাদা সংলগ্ন স্থানে ব্রীজ নির্মাণের জন্য যে অবস্ট্রাকশন তৈরি করা হয়েছিল, তা না সরানোর ফলে বৃন্দাবনচক গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকার বাঁকাডাঙ্গা, চাপদা, পরমানন্দপুর, যদুপুর, মারকন্ডপুর, আড়িসান্ডা গ্রামের বেশ কয়েকটি মৌজায় এবারকার পূর্ণিমার জোয়ার জলে বোরো চাষ শুরু করা গেল না।

নারায়ণবাবু জানান, দ্রুত সেচ দপ্তরের আধিকারিক সহ আমাদের প্রতিনিধি ও সংশ্লিস্ট সবাইকে নিয়ে জরুরী ভিত্তিতে ব্লক লেবেলে বৈঠকের ব্যবস্থা করে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের আবেদন জানিয়ে মঙ্গলবার বিডিও,পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি, সেচ দপ্তরের এসডিও, এক্সিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ার, তমলুকের মহকুমা শাসক, জেলাশাসককে স্মারকলিপি দেওয়া হয়েছে। অবিলম্বে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেওয়া না হলে কৃষকেরা বৃহত্তর আন্দোলনে নামতে বাধ্য হবেন।

বিয়ের আসরে যাওয়ার আগে শুনানি কেন্দ্রে বর

সকালের শিরোনাম
নিজস্ব প্রতিনিধি

ডায়মন্ড হারবার

বিয়ের সানাই বাজছে বাড়িতে, চারিদিকে আত্মীয়-স্বজনের ভিড়। কিন্তু বরের সাজেই ছাদনাতলায় যাওয়ার আগে সোজা শুনানি কেন্দ্রে হাজির হতে হল হবু বরকে। মঙ্গলবার এই নজিরবিহীন ঘটনার সাক্ষী থাকল ডায়মন্ড হারবার বিধানসভার বোলসিদ্ধি কালিনগর গ্রাম পঞ্চায়েতের ষাটমনিষা এলাকা। ২৬২ নম্বর বুথের বাসিন্দা আনোয়ার হোসেনের বিয়ে ঠিক হয়েছিল মঙ্গলবার। পাত্রীর বাড়ি হাওড়ায়। কিন্তু বিয়ের দিনেই বিপত্তি বাঁধে। নির্বাচন কমিশনের পক্ষ থেকে এসআইআর সংক্রান্ত শুনানির জন্য তাঁকে ষাটমনিষা প্রাথমিক বিদ্যালয়ে তলব করা হয়। নিয়ম রক্ষায় বাধ্য হয়েই বরের পোশাকে সেহরা মাথায় দিয়ে শুনানি কেন্দ্রে হাজির হন আনোয়ার। তবে শুধু আনোয়ার একা নন, তাঁর সঙ্গে থাকা ৩৮ জন বরযাত্রীও ওই একই বুথের ভোটার। নির্বাচন কমিশনের পক্ষ থেকে তাঁদের প্রত্যেকের নামের বানান ভুল এবং 'আন-ম্যাপিং' সংক্রান্ত সমস্যার কারণে হেয়ারিংয়ে ডাকা হয়েছিল। ফলে বিয়ের যাত্রাপথ বদলে বরযাত্রীরাও বরের সঙ্গে লাইনে দাঁড়ান নথিপত্র জমা দিতে। এলাকার বাসিন্দাদের অভিযোগ, ওই বুথের প্রায় ১১০০ ভোটারের মধ্যে প্রায় ৫০০ জনকে এই নোটিশ পাঠানো হয়েছে। বিয়ের দিনে এমন জরুরি তলবে ক্ষোভ উগরে দিয়েছেন আনোয়ার ও তাঁর পরিবার। তাদের অভিযোগ, এসআইয়ারের নাম করে একই বুথের এত সংখ্যক মানুষকে একসঙ্গে শুনানিতে ডেকে হয়রানি করা হচ্ছে। প্রশাসনের এই পদক্ষেপে সাধারণ মানুষের মধ্যে তীব্র অসন্তোষ তৈরি হয়েছে।

মঙ্গলবার সকাল থেকেই ষাটমনিষা প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ভোটারদের দীর্ঘ লাইন দেখা যায়। দীর্ঘক্ষণ লাইনে দাঁড়িয়ে কাজ শেষ করার পর আনোয়ার হোসেন তাঁর বরযাত্রী নিয়ে হাওড়ার উদ্দেশ্যে রওনা হন। তবে বিয়ের খুশির মাঝেও প্রশাসনের এই 'অমানবিক' সময়সূচী নিয়ে সরব হয়েছেন স্থানীয় বাসিন্দারা।

দাসপুরের ঘটনায় গ্রেপ্তার ১৩

সকালের শিরোনাম
নিজস্ব প্রতিনিধি

দাসপুর

রবিবার পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার দাসপুর থানার পাঁচবেড়িয়া এলাকায় একটি বেসরকারি নার্সিংহোমে উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষার্থী সুশান্ত মাঝি নামে ১৮ বছর বয়সী এক যুবকের মৃত্যুর ঘটনায় উত্তপ্ত হয় গোটা এলাকা। ঘটনায় নার্সিংহোমে ভাঙচুর চালানো হয় এবং পথ অবরোধ করে গ্রামবাসীরা বিক্ষোভ দেখায়। পুলিশ পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনার চেষ্টা করে। সেই সময় পুলিশকে লক্ষ্য করে ইট-পাটকেল ছুঁড়ে মারা হয়। ঘটনায় একজন মহিলা পুলিশ কর্মী সহ তিনজন পুলিশ কর্মী ও দুজন সাংবাদিক আহত হয়। পরিস্থিতি অগ্নিগর্ভ হয়ে ওঠে। অভিযোগ, ওই নার্সিংহোমে ভুল চিকিৎসার জন্য যুবকের মৃত্যু হয়েছে। মৃত যুবকের বাড়ি দাসপুর থানার শাহাপুর গ্রামে। মৃত যুবকের বাবা পেশায় গ্রামীন চিকিৎসক অশোক মাঝি দাসপুর থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করে। পুলিশ ও সাংবাদিকের উপর হামলার ঘটনায় মোট ১৩ জনকে গ্রেফতার করা হয়েছে। মৃত যুবকের বাবার অভিযোগ পাওয়ার পর সোমবার দাসপুর থানার ওসি অঞ্জনী কুমার তেওয়ারির নেতৃত্বে পুলিশকর্মীরা নার্সিংহোমে গিয়ে তদন্তের কাজ শুরু করে। ব্লক স্বাস্থ্য দপ্ত ও রাজ্য স্বাস্থ্য দপ্তরের একটি প্রতিনিধি দল সেই নার্সিংহোমে গিয়ে আলাদা ভাবে তদন্তে ন্র কাজ শুরু করেছে। স্বাস্থ্য দপ্তর থেকে ঘটনার জন্য একটি তদন্ত কমিটি গঠন করা হয়েছে। তদন্ত কমিটির রিপোর্ট পাওয়ার পর প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে বলে পুলিশ ও স্বাস্থ্য দপ্তর সূত্রে জানা গিয়েছে। বর্তমানে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে রয়েছে, পুলিশ পরিস্থিতির উপর নজর রেখেছে।

কেশপুরে এসআইআর ইস্যুতে সরব শিউলি সাহা

সকালের শিরোনাম
নিজস্ব প্রতিনিধি

কেশপুর

ভোটার তালিকার বিশেষ সংশোধন প্রক্রিয়া এবং নির্বাচন কমিশনের ভূমিকা নিয়ে তীব্র ক্ষোভ উগরে দিলেন তৃণমূল নেত্রী তথা রাজ্যের মন্ত্রী শিউলি সাহা। সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে তিনি নির্বাচন কমিশনকে ভারতীয় জনতা পার্টির 'বি-টিম' বলে কটাক্ষ করেন। রাজ্যের ২৯৪টি বিধানসভা কেন্দ্রে ভিন রাজ্যের আধিকারিকদের নিয়োগ করা নিয়ে প্রশ্ন তোলা হলে শিউলি সাহা বলেন, 'ভারতীয় নির্বাচন কমিশন এবং রাজ্য নির্বাচন কমিশন বর্তমানে বিজেপির বি-টিম হিসেবে কাজ করছে। তারা অন্য রাজ্য কেন, অন্য দেশ থেকেও লোক নিয়ে আসুক, তাতে কিছু যায় আসে না। বাংলার মানুষ মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের পাশেই থাকবে'। কেশপুরে একদিনে একটি বুথে ৫০০-র বেশি মানুষকে শুনানির জন্য ডাকা নিয়ে তিনি তীব্র প্রতিবাদ জানান। তিনি অভিযোগ করেন ভোররাত থেকে সাধারণ মানুষকে লাইনে দাঁড়িয়ে থাকতে হচ্ছে। হাজার-হাজার মানুষকে ডাকার মতো পরিকাঠামো বা কর্মী ব্লক অফিসে নেই। মন্ত্রী আরও জানান, সাত ভাই-বোন হওয়ার কারণে বা নামের সামান্য পরিবর্তনের (যেমন 'কুমারী' শব্দ বাদ যাওয়া) জন্য মানুষকে তলব করা হচ্ছে। কমিশনের ব্যবহৃত অ্যাপে যান্ত্রিক ত্রুটি রয়েছে বলে তিনি দাবি করেন। তিনি উদাহরণ দেন যে, শশী পাঁজা বা দেবাংশু ভট্টাচার্যের মতো নেতাদেরও শুনানিতে ডাকা হচ্ছে। তৃণমূল নেত্রীর দাবি, এই শুনানি ব্লক অফিসের পরিবর্তে সংশ্লিষ্ট অঞ্চল বা পঞ্চায়েত স্তরে করা উচিত ছিল। সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশ মেনে বিএলও-দের মাধ্যমে এই প্রক্রিয়া সম্পন্ন করলে সাধারণ মানুষকে এই চরম ভোগান্তির শিকার হতে হতো না। তিনি স্পষ্ট হুঁশিয়ারি দিয়ে বলেন, 'ভোটার তালিকা থেকে নাম কাটার চেষ্টা বা ভয় দেখিয়ে লাভ হবে না। মানুষ তৃণমূলকেই জেতাবে'।

হিয়ারিং লাইনে দাঁড়িয়ে অসুস্থ ব্যক্তি, ভর্তি হাসপাতালে

সকালের শিরোনাম
নিজস্ব প্রতিনিধি

মেদিনীপুর

মেদিনীপুর পৌরসভার ১৪ নম্বর ওয়ার্ডের মিয়াবাজার তালপুকুর এলাকার বাসিন্দা শেখ রিন্টুকে এসআইআর সংক্রান্ত বিষয়ে নথিপত্র যাচাইয়ের জন্য মেদিনীপুর সদর ব্লকের বিডিও অফিসের ডাকা হয়েছিল।

শুধু শেখ রিন্টু নয়, ওই ওয়ার্ডের প্রায় ৩০০ জনকে ডাকা হয়েছিল বলে জানা গিয়েছে। দীর্ঘক্ষণ লাইনে দাঁড়িয়ে থাকার ফলে তিনি গুরুতর অসুস্থ হয়ে পড়েন। এরপর তাকে তৃণমূল কর্মী ও সমর্থকরা আশঙ্কাজনক অবস্থায় উদ্ধার করে মেদিনীপুর মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে নিয়ে গিয়ে ভর্তি করে। তার অবস্থা সংকট জনক বলে হাসপাতাল সূত্রে জানা গিয়েছে। তৃণমূলের মেদিনীপুর সাংগঠনিক জেলার সভাপতি তথা মেদিনীপুরের বিধায়ক সুজয় হাজরা বলেন, অপরিকল্পিতভাবে এসআইআর-এর নামে মানুষকে হয়রানির জন্য নির্বাচন কমিশন এই কাজ করছে।

হিয়ারিং এ ডাকা মানুষদের জন্য সাধারণত কোন ব্যবস্থাই গ্রহণ করা হয়নি।

যার ফলে একের পর এক ঘটনা ঘটেই চলছে। ঘটনাকে কেন্দ্র করে মেদিনীপুর শহরে ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়ে।

আনন্দপুর অগ্নিকাণ্ডে পিংলার মালিগেড়িয়া গ্রামের তিন যুবকের মৃত্যু

সকালের শিরোনাম
নিজস্ব প্রতিনিধি

পিংলা

আনন্দপুরে আগুন লাগার ঘটনায় পিংলার একই গ্রামের তিনজনের মৃত্যুর ঘটনায় গোটা গ্রাম শোকাহত। সূত্রের খবর, তাদের বডির কোনো অংশই পাওয়া যায়নি। মঙ্গলবার ডিএনএ টেস্ট হবে বলে জানা গিয়েছে। কয়েকদিন আগেই পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার পিংলা ব্লকের মালিগ্রাম অঞ্চলের মালিগেড়িয়া এলাকার বাসিন্দা কৃস্নেন্দু ধাড়া(৩০), বর্তমান তার স্ত্রী ও একটি ৯ বছরের ছেলে রয়েছে। অনুপ প্রধান(২৯) স্ত্রী এবং দেড় বছরের বাচ্চা রয়েছে, বিশ্বজিত সাউ(২৫) অবিবাহিত। ফুলের কাজে গিয়েছিল। আনন্দপুরে বিধ্বংসী আগুনে তারা পুড়ে মারা যায় বলে জানা গিয়েছে। তাদের দেহ পর্যন্ত শনাক্ত করা যায়নি।

মঙ্গলবার তাদের ডিএনএ টেস্ট করার কথা রয়েছে। পরিবারের লোকজন কলকাতার উদ্দ্যেশ্যে রওনা দিয়েছেন। একই গ্রামের তিন জনের মর্মান্তিক মৃত্যুতে শোকাহত তাদের পরিবার। পুরো গ্রামে শোকের ছায়া। মঙ্গলবার তাদের প্রত্যেকের বাড়ি ফেরার কথা ছিল। আর তা হল না। পিংলার বিধায়ক অজিত মাইতি বলেন, ঘটনাটি খুবই দুঃখের, তাদের পরিবারবর্গকে সংবেদনা জানানোর ভাষা নেই। তবে তাদের পরিবারের পাশে রাজ্য সরকার রয়েছে, দলের পক্ষ থেকেও প্রয়োজনীয় সহযোগিতা করা হবে। পিংলার বিডিও বলেন, বিষয়টি শোনার পর ওই পরিবার গুলির সাথে যোগাযোগ রাখা হয়েছে, প্রশাসনের পক্ষ থেকে যা কিছু করনীয় তাই করা হবে।

হাইকোর্টের নির্দেশে ফের চেয়ারম্যান মফিজুল

সকালের শিরোনাম
নিজস্ব প্রতিনিধি

জঙ্গীপুর

হাইকোর্টের নির্দেশে আবারও জঙ্গীপুর পৌরসভার চেয়ারম্যান পদে বসলেন প্রাক্তন চেয়ারম্যান মফিজুল ইসলাম। মঙ্গলবার হাইকোর্টের নির্দেশ পাওয়ার পর হাজারো মানুষের উৎসাহ, মিছিল এবং ফুলের মালায় সংবর্ধিত হয়ে তিনি চেয়ারম্যানের দায়িত্ব গ্রহণ করেন। একই সঙ্গে ভাইস চেয়ারম্যান পদে বহাল থাকলেন সন্তোষ কুমার। বেশ কিছুদিন ধরেই জঙ্গীপুর পুরসভা নিয়ে রাজনৈতিক পরিস্থিতি ছিল তীব্র উত্তেজনাপূর্ণ। জঙ্গীপুর কেন্দ্রের তৃণমূল কংগ্রেস বিধায়ক জাকির হোসেন বনাম জঙ্গীপুর পুরসভার তরজা রীতিমতো চর্চার বিষয় হয়ে উঠেছিল। আর তা নিয়ে রাজনৈতিক লড়াইয়ের জেরে প্রায় দেড় মাস আগে চেয়ারম্যান পদ হারান মফিজুল ইসলাম। এরপর জঙ্গীপুর পৌরসভার দায়িত্ব প্রশাসনের হাতে তুলে দেওয়া হয় এবং এসডিও'র তত্ত্বাবধানে পৌরসভা পরিচালিত হচ্ছিল। সে সময় বিধায়ক জাকির হোসেনের অনুগামীরা বাজি ফাটিয়ে, ফুলের মালা দিয়ে আনন্দোৎসব পালন করেন এবং চেয়ারম্যানের বিরুদ্ধে বিস্ফোরক অভিযোগ তোলা হয়। পরবর্তীতে মফিজুল ইসলাম হাইকোর্টের দ্বারস্থ হন। সমস্ত বিষয় বিচার-বিশ্লেষণ করে হাইকোর্ট তাঁর পক্ষেই রায় দেয়। সেই নির্দেশ মেনেই আজ তিনি পুনরায় চেয়ারম্যান পদে নিযুক্ত হলেন। এদিন জঙ্গীপুর পৌরসভার বিভিন্ন এলাকা থেকে হাজার-হাজার মানুষ পৌরসভায় এসে হাজির হন এবং ফুলের মালা দিয়ে চেয়ারম্যান ও ভাইস চেয়ারম্যানকে সংবর্ধনা জানান। মানুষের উৎসাহ ও আনন্দ ছিল চোখে পড়ার মতো। সাধারণ মানুষ জানিয়েছেন, প্রশাসনের হাতে পৌরসভা থাকাকালীন তাঁরা চরম ভোগান্তির শিকার হয়েছিলেন। ওয়ারিশান সার্টিফিকেটসহ একাধিক গুরুত্বপূর্ণ নথি সংগ্রহ করতে দিনের পর দিন ঘুরতে হয়েছে বলে অভিযোগ করেন তাঁরা। চেয়ারম্যান পদে বসে মফিজুল ইসলাম বলেন, 'যাঁরা অপবাদ দিয়ে আমার পদ কেড়ে নিয়েছিলেন, হাইকোর্ট বিচার-বিশ্লেষণ করে সবকিছু স্পষ্ট করে দিয়েছে। আগে যেভাবে কাজ করেছি, তার থেকেও আরও ভালোভাবে মানুষের পরিষেবায় নিজেকে নিয়োজিত করব'। ভাইস চেয়ারম্যান সন্তোষ কুমার জানান, 'মোট ১৬ জন কাউন্সিলরের মধ্যে ১৩ জন কাউন্সিলর আমাদের সঙ্গে রয়েছেন এবং আজ তাঁদের উপস্থিতিই তার প্রমাণ। আজ মানুষের যে উপচে পড়া উৎসাহ দেখা যাচ্ছে, তা স্পষ্ট করে দিচ্ছে - জঙ্গীপুরের মানুষ মফিজুল ইসলাম ও আমাদের নেতৃত্বকেই চান'।

পড়ুয়াদের শিক্ষাদানে উদ্যোগী রামকৃষ্ণ মিশন

সকালের শিরোনাম
নিজস্ব প্রতিনিধি

বসিরহাট

প্রান্তিক ও দুস্থ পরিবারের ছাত্রছাত্রীদের শিক্ষার আলোয় আলোকিত করতে আরও এক ধাপ এগোল শিকড়া কুলীনগ্রাম রামকৃষ্ণ মিশনের গদাধর অভ্যুদয় প্রকল্প। বসিরহাট মহকুমার বসিরহাট ও সুন্দরবন সংলগ্ন একাধিক এলাকায় নতুন শিক্ষা সহায়ক পরিকাঠামোর সূচনা হলো এই প্রকল্পের মাধ্যমে। শিক্ষা, সংস্কৃতি ও মানবিক মূল্যবোধের সমন্বয়ে গড়ে ওঠা এই উদ্যোগে খুশির হাওয়া বইছে প্রত্যন্ত এলাকার ছাত্রছাত্রী ও অভিভাবকদের মধ্যে। বসিরহাট ২নং ব্লকের চৈতা গ্রাম পঞ্চায়েতের কেন্দুয়া লালপল্লীতে এদিন আনুষ্ঠানিকভাবে উদ্বোধন হলো একটি নতুন ভবন। এই ভবনকে কেন্দ্র করে এলাকার প্রান্তিক পরিবারের পড়ুয়ারা নিয়মিত পড়াশোনার সুযোগ পাবে, পাশাপাশি বিভিন্ন শিক্ষামূলক সহায়তা ও দিকনির্দেশও মিলবে। দীর্ঘদিন ধরেই এই অঞ্চলে শিক্ষার পরিকাঠামোর অভাব অনুভূত হচ্ছিল। নতুন ভবন চালু হওয়ায় সেই ঘাটতি অনেকটাই মিটবে বলে মনে করছেন স্থানীয় বাসিন্দারা। অন্যদিকে সুন্দরবনের হাড়োয়া ব্লকেও গদাধর অভ্যুদয় প্রকল্পের আওতায় উল্লেখযোগ্য কাজ সম্পন্ন হয়েছে। হাড়োয়া গ্রাম পঞ্চায়েতের গোবেড়িয়া এলাকায় এবং গোপালপুর ১ নং গ্রাম পঞ্চায়েতের হারাণেঘেরী এলাকায় নির্মিত হয়েছে দ্বীতল ভবন। নদী-বাঁধ, লবণাক্ত মাটি আর প্রাকৃতিক দুর্যোগের সঙ্গে লড়াই করেই বড় হতে হয় এই এলাকার পড়ুয়াদের। সেই বাস্তবতায় দাঁড়িয়ে শিক্ষার নিরবচ্ছিন্ন পরিবেশ তৈরি করাই এই প্রতিষ্ঠান গুলির মূল লক্ষ্য। গদাধর অভ্যুদয় প্রকল্পের মাধ্যমে মূলত প্রান্তিক ও দুস্থ ছাত্রছাত্রীদের পড়াশোনায় সব রকম সহযোগিতা করার ওপর জোর দেওয়া হয়েছে। নিয়মিত পাঠদান, সহায়ক শিক্ষা সামগ্রী, নৈতিক শিক্ষার পাশাপাশি শিশুদের মানসিক বিকাশেও বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয় এই প্রকল্পের মাধ্যমে। শুধু পরীক্ষার ফল ভালো করা নয়, বরং সমাজের দায়িত্ববান মানুষ হিসেবে গড়ে তোলাই এই উদ্যোগের মূল দর্শন। এই উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন বেলুড় মঠের সহকারী সাধারণ সম্পাদক স্বামী বোধসরনন্দজি মহারাজ ও স্বামী দয়াকরনন্দজি মহারাজ। তাদের সঙ্গে উপস্থিত ছিলেন রামকৃষ্ণ মিশনের একাধিক সন্ন্যাসী, স্থানীয় বিশিষ্টজন, জনপ্রতিনিধি ও গ্রামবাসীরা। তাদের সব রকম সহযোগিতা করেন বিশিষ্ট সমাজসেবী গৌতম মন্ডল। অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে মহারাজরা বলেন, 'শিক্ষাই সমাজ পরিবর্তনের সবচেয়ে শক্তিশালী মাধ্যম। প্রান্তিক এলাকার শিশুরা যদি সঠিক দিশা ও সুযোগ পায়, তবে তারাই আগামী দিনে সমাজের মুখ উজ্জ্বল করবে'। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে শিশুদের মুখে হাসি আর চোখে স্বপ্ন স্পষ্ট ধরা পড়ে। নতুন ভবন, পড়াশোনার সুব্যবস্থা ও মিশনের সহানুভূতিশীল পরিবেশ;সব মিলিয়ে এই প্রকল্প ভবিষ্যতে আরও বহু ছাত্রছাত্রীর জীবনে পরিবর্তন আনবে বলেই আশাবাদী সকলেই। গদাধর অভ্যুদয় প্রকল্প যে শুধু একটি শিক্ষা উদ্যোগ নয়, বরং প্রান্তিক সমাজকে মূল স্রোতে ফেরানোর এক নিরন্তর প্রয়াস, তা এদিনের অনুষ্ঠানে আবারও প্রমাণিত হলো।

বাজি তৈরির মশলা সহ গ্রেফতার দোকান মালিক

সকালের শিরোনাম
নিজস্ব প্রতিনিধি

জগৎবল্লভপুর

মুদির দোকানে পুলিশের হানা, বাজি তৈরির প্রচুর বেআইনি মশলা সহ গ্রেফতার দোকান মালিক। হাওড়ার জগৎবল্লভপুর থানা এলাকার ঘটনা। পাতিহাল হাটতলায় একটি মুদির দোকান থেকে উদ্ধার হয়েছে আতসবাজি তৈরির মশলা।

সোমবার রাতে জগৎবল্লভপুর থানার পুলিশ গোপন সূত্রে খবর পেয়ে ওই দোকানে হানা দেয়। উদ্ধার করা হয় সোডিয়াম নাইট্রেট, চারকোল এবং অ্যালুমিনিয়াম পাউডার। জগৎবল্লভপুর থানার পুলিশ গ্রেপ্তার করে দোকান মালিক মনোজিৎ প্রামাণিককে।

মঙ্গলবার ধৃতকে হাওড়া আদালতে পাঠানো হয়।

পুলিশ জানিয়েছে, মুদির দোকানে বাজি তৈরির সরঞ্জাম গান পাউডার - ৮ কেজি, পটাশিয়াম নাইট্রেট (শোরা) - ১ বস্তা, কাঠকয়লা - আধা বস্তা এবং অ্যালুমিনিয়াম ফয়েল - ১ বস্তা উদ্ধার হয়েছে। এই সরঞ্জাম বিক্রি করার অভিযোগে দোকান মালিককে গ্রেপ্তার করা হয়েছে।

অনন্য লোকাচার

সকালের শিরোনাম
নিজস্ব প্রতিনিধি

রায়না

মঙ্গলবার দিনটা আর পাঁচটা দিনের মতো নয়। সকাল হতেই রায়না দুই ব্লকের বেঁন্দুয়া গ্রামের প্রতিটি বাড়িতে চুলো নিভে যায়। কিন্তু রান্না থেমে থাকে না;বরং গোটা গ্রাম জুড়ে শুরু হয় এক মহাযজ্ঞ। খোলা মাঠে বসে হাঁড়ি, জ্বলে আগুন, উথলে ওঠে ভাত-তরকারি। আত্মীয়-স্বজনের আনাগোনায় মুখর হয়ে ওঠে রায়না-১ ব্লকের সেহারা অঞ্চলের এই গ্রাম। বসন্তের ছোঁয়ায় যেন মিলনের উৎসবে মেতে ওঠে বেঁন্দুয়া। প্রজন্মের পর প্রজন্ম ধরে চলে আসা এই লোকাচার পালিত হয় বসন্ত পঞ্চমীর পরবর্তী মঙ্গলবারে। কেউ বলেন, এই দিন মা মনসার পুজো হয়, আবার কারও মতে এটি ব্রহ্মার আরাধনার সঙ্গে জড়িত।

তবে নাম বা ব্যাখ্যার ঊর্ধ্বে উঠে গ্রামবাসীদের কাছে এই দিনটি মানেই একসঙ্গে থাকা, মিলেমিশে আনন্দ করা। এই একদিনে পুরো গ্রাম বদলে যায়। বাড়ির চার দেওয়ালের বাইরে বেরিয়ে সবাই একত্রিত হন খোলা মাঠে। দল বেঁধে রান্না, একসঙ্গে খাওয়া;দিন গড়িয়ে রাত পর্যন্ত চলে উৎসবের আবহ। দূর-দূরান্ত থেকে আত্মীয়রা আসেন, বহুদিন পর দেখা হয় আপনজনদের। গল্প, হাসি, স্মৃতিচারণে ভরে ওঠে প্রতিটি মুহূর্ত।

গ্রামের গৃহবধূদের কণ্ঠে ধরা পড়ে আলাদা আবেগ। তাঁদের কথায়, 'বাপের বাড়িতে এমন রীতি দেখিনি। বিয়ের পর এখানে এসে প্রথম দেখলাম। খুব ভালো লাগে। একটা দিন সবাই বাড়ির বাইরে, একসঙ্গে রান্না, একসঙ্গে খাওয়া। মনে হয় গোটা গ্রামটাই একটা পরিবার'। রান্নাতেও রয়েছে নির্দিষ্ট নিয়ম। প্রায় সব বাড়িতেই থাকে মাছের পদ, সঙ্গে নানা রকম তরকারি আর কুলের ডাল। প্রথমে সেই খাবার অর্পণ করা হয় ঠাকুরের উদ্দেশ্যে। তারপর প্রসাদরূপে সবাই একসঙ্গে বসে গ্রহণ করেন সেই আহার। বসন্তের এই মঙ্গলবার তাই শুধু একটি পুজোর দিন নয় - এ দিন আসলে গ্রামবাংলার ঐক্য, ভালোবাসা আর সহবাসের এক জীবন্ত গল্প।

পশ্চিমী ঝঞ্ঝারের দাপট

কেমন থাকবে বাংলার আবহাওয়া?

সকালের শিরোনাম
নিজস্ব প্রতিনিধি

চারদিনের ছুটি কাটিয়ে মঙ্গলবার কাজে ফেরে গোটা বাংলা। আর এবার কাজে ফেরাটা হয়েছে মোটামুটি গরম নিয়েই। তবে, সকালের দিকে তেমন একটা উষ্ণতা অনুভব না হলেও বেলা বাড়লেই গরম লাগছে। গায়ে রাখা যাচ্ছে না শীতকাপড়। এমনকী হালকা জামা পরে বাইরে বেরলেও ঘাম হতে শুরু করে দিয়েছে। হাওয়া অফিস ইতিমধ্যেই জানিয়ে দিয়েছে যে নতুন করে আর পারদ পতন হবে না। এখন থেকেই শীত বিদায়ের জন্য তৈরি হয়ে যেতে হবে।

তাপমাত্রা বাড়ছে ২ থেকে ৩ ডিগ্রি। সোমবার থেকেই বাড়তে শুরু করেছে শহরের তাপমাত্রা। আর বুধবারের মধ্যে পারদ ২ থেকে ৩ ডিগ্রি পর্যন্ত বৃদ্ধি পেতে পারে বলে আশঙ্কা করছে হাওয়া অফিস। যার ফলে শীতের খেলা এবারের মতো শেষ বলেই মনে করছেন বিশেষজ্ঞরা। জানুয়ারির প্রথম দিকে ভালই ঠান্ডা উপভোগ করেছে কলকাতা সহ গোটা বাংলা। তবে চলতি মাসের মাঝামাঝি থেকেই বেগরবাই শুরু করে শীত। ধীরে ধীরে উত্তপ্ত হতে থাকে চারপাশ। এখন প্রশ্ন হল, ঠিক কেন জানুয়ারিতেই শীত শেষ? এর উত্তরও দিয়েছে হাওয়া অফিস। তাদের পক্ষ থেকে জানিয়ে দেওয়া হয়েছে যে একাধিক পশ্চিমী ঝঞ্ঝা তৈরি হয়েছে। সেগুলির কারণে শীতের খেলা হয়েছে শেষ। হাওয়া অফিস জানিয়েছে, উত্তর-পশ্চিম ভারতে জম্মু-কাশ্মীর এবং তার আশপাশে নতুন করে ঢুকছে পশ্চিমী ঝঞ্ঝা। এছাড়া আরও একটি পশ্চিমী ঝঞ্ঝা আসবে ৩০ জানুয়ারি, শুক্রবার। ওদিকে আবার দক্ষিণ পাঞ্জাবের উপরও একটা ঘূর্ণাবর্ত রয়েছে। এই ঘূর্ণাবর্তের একটি অক্ষরেখ া রাজস্থান পর্যন্ত বিস্তৃত রয়েছে বলেই জানা যাচ্ছে। আর সেই কারণে বাড়তে শুরু করেছে গরম। হাওয়া এও অফিস জানাচ্ছে, চলতি মাসে দক্ষিণবঙ্গ থেকে মোটামুটি ঠান্ডা উধাও হয়ে যাবে। বিশেষত, বেলা বাড়লেই অনুভব হবে উত্তাপ। যদিও এখনও ভোর এবং রাতের দিকে একটু ঠান্ডা লাগতে পারে। পাশাপাশি থাকতে পারে কুয়াশার দাপট। বীরভূম, নদিয়া, পুরুলিয়া, বাঁকুড়া, উত্তর ২৪ পরগনা ও কলকাতায় হালকা কুয়াশা থাকতে পারে। দক্ষিণবঙ্গের মতো একই হাল কলকাতারও। এখানেও বাড়বে গরম। সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ধীরে ধীরে বাড়তে থাকবে। পাশাপাশি কলকাতাতেও ভোরের দিকে কুয়াশা থাকবে। তাই এই সময় সাবধান হন। হাওয়া অফিস সূত্রে খবর, এই সপ্তাহে বাড়বে উত্তরবঙ্গের তাপমাত্রাও। শিলিগুড়ি, জলপাইগুড়ি, মালদা ও আলিপুরদুয়ারে কয়েক ডিগ্রি পর্যন্ত তাপমাত্রা বাড়ার আশঙ্কা রয়েছে। এমনকী দার্জিলিং পাহাড়ের পারদও বৃদ্ধি পাবে। যদিও হাওয়া অফিসের পক্ষ থেকে জানান হয়েছে, আপাতত বৃষ্টির আশঙ্কা নেই। এই বিষয়ে কোনও নতুন আপডেট এলে জানান হবে।

রাস্তার উদ্বোধন করলেন বিধায়ক

সকালের শিরোনাম
নিজস্ব প্রতিনিধি

মাধাইপুর

দুর্গাপুর-ফরিদপুর ব্লকের গোগলা পঞ্চায়েত এলাকায় মাধাইপুর কোলিয়ারি থেকে পানশিউলি গ্রামে পর্যন্ত ২. ৫ কিমি একটি রাস্তার কাজের শিলান্যাস হলো মঙ্গলবার। এই রাস্তাটি তৈরি করতে খরচ হবে আনুমানিক ১ কোটি ২৫ লক্ষ ৫৫ হাজার ৬৮৪ টাকা। এলাকার মানুষের সুবিধার্থে তৈরি হবে এই রাস্তা। রাস্তার কাজের শুভ শীলান্যাস করলেন পাণ্ডবেশ্বরের বিধায়ক নরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী। এ দিনের এই অনুষ্ঠানে বিধায়কের সঙ্গে উপস্থিত ছিলেন দুর্গাপুর-ফরিদপুর ব্লকের ব্লক সভাপতি শতদীপ ঘটক, ছিলেন গোগলা অঞ্চলের অঞ্চল সভাপতি গৌতম ঘোষ, পঞ্চায়েত প্রধান শ্যামল বাগদি ও তৃণমূলের অন্যান্য নেতা-নেত্রীরা। বিধায়ক জানান, এলাকার মানুষের বহুদিনের চাহিদা ছিল এই রাস্তাটি তৈরি হোক। পাণ্ডবেশ্বরে যে উন্নয়নের বন্যা বইছে এই রাস্তাটির তারই একটি সামান্য দৃষ্টান্ত। বিধায়ক আরো জানান যে, প্রত্যন্ত গ্রাম এলাকায় এত বড় অংকের টাকা দিয়ে রাস্তা তৈরি মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সরকারের দ্বারাই সম্ভব। বিরোধী দল বিজেপিকে কটাক্ষ করে বিধায়ক জানান, বিজেপির নেতা নেত্রীরা বলে থাকেন পাণ্ডবেশ্বরে উন্নয়ন হয়নি। তিনি বলেন, মনে হয় তাদের চোখে ছানি পড়েছে, সেটা অপারেশন করানো দরকার, কেননা উন্নয়নের ধারা অব্যাহত আজকের এই রাস্তাটির শীলান্যাস, তারই প্রমাণ।

MOTOR, TRANSFORMER
WINDING & SERVICES

VENKAT
INDUSTRIES
Sister Concern
Krishna Electric
J P AVENUE, DURGAPUR

নিখোঁজ মহিলা

সকালের শিরোনাম
নিজস্ব প্রতিনিধি

সামশেরগঞ্জ

রবিবার মুর্শিদাবাদের সামশেরগঞ্জ থানার চাঁদনীদোহা এলাকায় গভীর রাতে এক মহিলার রহস্যজনকভাবে নিখোঁজের ঘটনায় তীব্র চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। নিখোঁজ মহিলার নাম সারিনা খাতুন। নিখোঁজের পর থেকে এখনও পর্যন্ত তাঁর কোনও সন্ধান মেলেনি। পরিবার সূত্রে জানা গেছে, সারিনা খাতুন ওই রাতে তাঁর মায়ের সঙ্গেই ঘুমোচ্ছিলেন। মায়ের দাবি, রাত ২টা নাগাদ সারিনা বাথরুমে যাওয়ার কথা বলে ওঠেন। অনেকক্ষণ কেটে গেলেও তিনি ফিরে না আসায় পরিবারের সদস্যরা খোঁজ শুরু করেন। তখনই বাড়ির বাথরুম সংলগ্ন এলাকায় রক্তাক্ত চিহ্ন দেখতে পাওয়া যায়, কিন্তু সারিনার কোনও হদিশ মেলেনি। নিখোঁজ সারিনার মা বলেন, মেয়ে আমার পাশেই ঘুমোচ্ছিল। বাথরুমে গিয়েছিল, তারপর আর ফেরেনি। রক্তের দাগ আছে, কিন্তু মেয়ে নেই। আমার দৃঢ় বিশ্বাস, আমার মেয়েকে কিডন্যাপ করে নিয়ে গেছে। প্রশাসনের কাছে আবেদন, মেয়েকে খুঁজে বের করে আমার কাছে ফিরিয়ে দেওয়া হোক। জানা গেছে, সারিনা খাতুন পেশায় একজন কবিরাজ এবং ঝাড়ফুঁকের কাজ করতেন। ঘটনার খবর পেয়ে সামসেরগঞ্জ থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে তদন্ত শুরু করেছে। এলাকাটি ঘিরে রেখে বিভিন্ন দিক থেকে তথ্য সংগ্রহ করা হচ্ছে। এটি খুন, অপহরণ নাকি অন্য কোনও রহস্য;তা নিয়ে এখনও নিশ্চিতভাবে কিছু বলা যাচ্ছে না। পুলিশ জানিয়েছে, তদন্ত শেষ না হওয়া পর্যন্ত কোনও সিদ্ধান্তে পৌঁছানো সম্ভব নয়। তবে ঘটনায় একাধিক রহস্যজনক দিক থাকায় বিষয়টিকে অত্যন্ত গুরুত্ব দিয়ে দেখা হচ্ছে।

দুর্ঘটনায় আহত ব্যাংক ম্যানেজার

সকালের শিরোনাম
নিজস্ব প্রতিনিধি

কাঁকসা

সড়ক দুর্ঘটনায় গুরুতর আহত হন এক বেসরকারি ব্যাংকের ম্যানেজার। আহত ওই ম্যানেজারের নাম সুদেষ্ণা দেবনাথ। পানাগড় বাজারের একটি বেসরকারি ব্যাংকে কর্মরত তিনি। অন্যান্য দিনের মত মঙ্গলবার সকালে তিনি ব্যাংকে কাজে যোগ দিতে এসে ছুটি আছে বলে জানতে পারেন।

তার পরেই দুপুর নাগাদ স্কুটি নিয়ে দুর্গাপুরে বাড়ির উদ্দেশ্যে রওনার পর পানাগড়ের দার্জিলিং মোড়ে অন্য এক স্কুটি আরোহীকে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ধাক্কা মারেন। রাস্তার উপর ছিটকে পড়ে গিয়ে আহত হন তিনি। স্থানীয়রা ও কাঁকসা থানার পুলিশ তাকে উদ্ধার করে পানাগড় ব্লক প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রে নিয়ে গেলে তাকে দুর্গাপুর মহকুমা হাসপাতালে স্থানান্তর করা হয়। খবর পেয়ে হাসপাতালে ছুটে যায় ব্যাংকের অন্যান্য কর্মীরা। সহকর্মীরা জানিয়েছেন, ব্যাংক থেকে বাড়ির উদ্দেশ্যে রওনা দিয়েছিল। তারপর দুর্ঘটনার খবর পেয়ে তারা হাসপাতালে ছুটে আসেন। শরীরের বিভিন্ন জায়গায় আঘাত লেগেছে। চিকিৎসার জন্য দুর্গাপুরে নিয়ে যাওয়া হয়েছে।

সনাতনী হিন্দু স্বাভিমান স মেলন

সকালের শিরোনাম
নিজস্ব প্রতিনিধি

মুর্শিদাবাদ

হিন্দু সংস্কৃতি মঞ্চের উদ্যোগে প্রজাতন্ত্র দিবসের প্রাক্কালে কাশিমবাজার ভাটপাড়ায় অনুষ্ঠিত হয় ভারত মাতার পুজো ও সনাতনী হিন্দু স্বাভিমান সম্মেলন। হিন্দু সমাজ ও সংস্কৃতির সমন্বয় এবং ধর্মীয় ঐক্যের বার্তা দিতে ২৬ জানুয়ারি বেলা তিনটেয় সহস্র কণ্ঠে গীতা পাঠের মাধ্যমে অনুষ্ঠানের মূল পর্ব শুরু হয়। এর আগে দুপুর বারোটায় বৈদিক মন্ত্রোচ্চারণের মধ্য দিয়ে মাঙ্গলিক ঘট স্থাপন ও চণ্ডীপাঠের সূচনা হয়। বেলা একটায় শুরু হয় ধর্মীয় সঙ্গীতানুষ্ঠান, রামায়ণ পাঠ ও রামকথা। বেলা দুটোয় অতিথিবরণ, গেরুয়া ধর্মধ্বজ উত্তোলন ও আনুষ্ঠানিক শুভ সূচনার পরেই শুরু হয় সহস্র কণ্ঠে গীতা পাঠ;যা গোটা পরিবেশকে ধর্মীয় ভাবগম্ভীরতায় ভরিয়ে তোলে। এই অনুষ্ঠানে মুখ্য বক্তা হিসেবে উপস্থিত ছিলেন পদ্মশ্রী শ্রীমৎ স্বামী প্রদীপ্তানন্দজি মহারাজ এবং শ্রীমৎ শ্রী সঞ্জয় শাস্ত্রী মহারাজ। সভায় বক্তব্য রাখতে গিয়ে স্বামী প্রদীপ্তানন্দজি মহারাজ বলেন, 'সনাতন ধর্মের উপর অত্যাচার বেড়েছে;এ কথা নতুন নয়। কিন্তু সূর্যকে কখনও মেঘ দিয়ে ঢেকে রাখা যায় না। সূর্য যেমন প্রকাশিত হয়, সনাতন ধর্মও তেমনই চিরকাল অম্লান থাকবে'।

ম্যারাথন দৌড়

সকালের শিরোনাম
নিজস্ব প্রতিনিধি

ঝাড়গ্রাম

মঙ্গলবার ঝাড়গ্রাম জেলার মানিকপাড়া এলাকায় মানিকপাড়া অ্যাথলেটির উদ্যোগে ৫ কিমি ম্যারাথন দৌড় প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়। ঝাড়গ্রাম ব্লকের বেলতলা থেকে শুরু হয় ৫ কিমি ম্যারাথন দৌড় প্রতিযোগিতা এবং শেষ হয় মানিকপাড়া রামকৃষ্ণ মাঠে। পাঁচ কিমি ম্যারাথন দৌড় প্রতিযোগিতার উদ্বোধন করেন ঝাড়গ্রাম জেলা পরিষদের শিক্ষা দপ্তরের কর্মাধ্যক্ষ সুমনসাহু। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন অ্যাথলেটি অজয় মাহাতো সহ অন্যান্য ক্রীড়াবিদরা। পশ্চিমবঙ্গের পাশাপাশি বিহার, ঝাড়খন্ড, উড়িষ্যা সহ মোট আটটি রাজ্য থেকে ২৮০ জন প্রতিযোগী ৫ কিমি ম্যারাথন দৌড় প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করে। প্রথম থেকে পঞ্চম স্থানাধিকারী পর্যন্ত প্রত্যেক প্রতিযোগীকে পুরস্কারের পাশাপাশি আর্থিক পুরস্কার প্রদান করা হয়। এছাড়াও অংশগ্রহণকারী সকলকে পুরস্কৃত করা হয় আয়োজকদের পক্ষ থেকে। পাঁচ কিমি ম্যারাথন দৌড় প্রতিযোগিতার শেষে পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। সুমন সাহ সহ অন্যান্য অতিথিরা প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণকারী সকলের হাতে পুরস্কার তুলে দেন এবং তাদের আগামী দিনের শুভেচ্ছা জানান। ঝাড়গ্রাম জেলায় প্রথম এই ধরনের ৫ কিমি ম্যারাথন দৌড় প্রতিযোগিতার আয়োজন করার জন্য উদ্যোক্তাদের তিনি সাধুবাদ জানান।

সুকান্ত স্মৃতি সংঘের রক্তদান শিবির

সকালের শিরোনাম
নিজস্ব প্রতিনিধি

উখড়া

রাজ্যের রক্তের সংকট ঘোচাতে বিভিন্ন স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন মাঝেমধ্যেই স্বেচ্ছায় রক্তদান শিবিরের আয়োজন করে থাকেন। রানীগঞ্জ বিধানসভার উখড়া পঞ্চায়েতের অন্তর্গত সন্ন্যাসী কালী মন্দির প্রাঙ্গণে মঙ্গলবার স্বেচ্ছায় রক্তদান শিবিরের আয়োজন করা হয়। উখড়া, সুকান্ত স্মৃতি সংঘের পরিচালনায় ও উখড়া ডোনার্স ক্লাবের সহযোগিতায় এদিনের এই রক্তদান শিবিরটি আয়োজিত হয়। এলাকার বেশ কয়েকজনের স্মৃতির উদ্দেশ্যেই এই রক্তদান শিবির বলে উদ্যোক্তারা জানান। রক্তদান শিবিরের উদ্যোক্তা কাজল পান্ডে জানান, তাদের এই রক্তদান শিবিরটি এবারে দ্বিতীয় বর্ষে পদার্পণ করল। তিনি জানান, রাজ্যে থ্যালাসেমিয়া রোগীদের রক্তের যোগান দেওয়ার জন্যই তাদের এই ক্ষুদ্র প্রয়াস। বিগত বছর তাদের এই রক্তদান শিবিরে ৭১ জন রক্তদাতা স্বেচ্ছায় রক্তদান করেছিলেন এ বছর তাদের রক্তদান শিবিরে প্রায় ১০০ জন রক্তদাতা রক্ত দান করবেন বলে আশা প্রকাশ করেন। রক্তদাতাদের থেকে স্বেচ্ছায় রক্ত সংগ্রহ করতে আসানসোল জেলা হাসপাতালের বিশেষজ্ঞ ডাক্তারের দল এসেছেন। সংগৃহীত রক্ত যাবে আসানসোল জেলা হাসপাতালের ব্লাড ব্যাঙ্কে। এই দিনের এই অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন রানিগঞ্জ বিধানসভার বিধায়ক তাপস বন্দ্যোপাধ্যায়, সমাজসেবী কস্তুরী সাহু, প্রধান মিনা কোলে, উপ-প্রধান সরণ সাইগল ও উখড়া আউটপোস্টের আইসি শিউলি মন্ডল।

মন্দিরে মা-কে প্রণাম হল তবে পুজো দেওয়া হল না, ফিরে গেলেন দিলীপ

সকালের শিরোনাম
কল্যাণ দত্ত

বর্ধমান

গুসকরার প্রাচীন রটন্তীকালী মন্দিরে পুজো দিতে এসে পুজো সম্পন্ন না করেই ফিরে যেতে হল বিজেপি নেতা দিলীপ ঘোষকে। মঙ্গলবার এই ঘটনাকে ঘিরে গুসকরা শহরজুড়ে চর্চা শুরু হয়েছে।

মন্দিরের পুরোহিতের সঙ্গে তৈরি হওয়া পরিস্থিতি নিয়ে একদিকে যেমন স্থানীয় বিজেপি নেতৃত্ব ক্ষোভ প্রকাশ করেছে, তেমনই পাল্টা ব্যাখ্যা দিয়েছেন মন্দিরের পুরোহিত। এদিন 'চায়ে পে চর্চা' কর্মসূচিতে যোগ দিতে গুসকরায় আসেন দিলীপ ঘোষ। গুসকরা নদীপট্টি এলাকায় দলীয় কার্যালয়ের সামনে কর্মীদের সঙ্গে শুভেচ্ছা বিনিময়ের পর তিনি যান প্রায় তিন শতাব্দী প্রাচীন রটন্তীকালী মন্দিরে পুজো দিতে। সূত্রের খবর, সেই সময় মন্দিরে পুরোহিত সোমরাজ চোংদার পুজো করছিলেন এবং আগে থেকেই বেশ কয়েকজন পুণ্যার্থী উপস্থিত ছিলেন।

দিলীপ ঘোষ মন্দিরে প্রবেশ করে প্রণাম করে কিছুক্ষণ অপেক্ষা করলেও পুরোহিতের তরফে তিলক বা প্রসাদ না পাওয়ায় তিনি বিরক্ত হয়ে মন্দির ত্যাগ করেন। যদিও এই বিষয়ে সংবাদমাধ্যমের সামনে কোনও মন্তব্য করতে চাননি দিলীপ ঘোষ। এদিকে বিজেপির গুসকরা নগর কমিটির সভাপতি দেবযানী গড়াই অভিযোগ করেন, দীর্ঘক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকার পরেও পুরোহিত দিলীপ ঘোষের দিকে বিশেষ গুরুত্ব দেননি। পরে ডাকার চেষ্টা করা হলেও ব্যস্ততার কারণে তিনি ফিরে আসেননি বলেও দাবি করেন তিনি। তবে এই অভিযোগ অস্বীকার করেছেন মন্দিরের পুরোহিত সোমরাজ চোংদার। তাঁর বক্তব্য, ওই দিন শুক্লপক্ষের মঙ্গলবার হওয়ায় মন্দিরে ভিড় ছিল অনেকটাই বেশি। সকল পুণ্যার্থীর পুজো শেষ করে তারপর দিলীপ ঘোষের পুজো করার পরিকল্পনা ছিল। কিন্তু তিনি অপেক্ষা না করেই মন্দির ছেড়ে চলে যান। এরপর দিলীপ ঘোষ গুসকরা স্কুলমোড় এলাকার একটি চায়ের দোকানে গিয়ে 'চায়ে পে চর্চা' কর্মসূচিতে যোগ দেন।

প্রজাতন্ত্র দিবসে শিক্ষা সামগ্রী প্রদান

সকালের শিরোনাম
নিজস্ব প্রতিনিধি

নদীয়া

সারা ভারতবর্ষের সঙ্গে নদিয়ার হবিবপুর আরামডাঙ্গা কালী মন্দির প্রাঙ্গণেও ৭৭ তম প্রজাতন্ত্র দিবস উপলক্ষে জাতীয় পতাকা উত্তোলন করা হয়। এই অনুষ্ঠানে ছাত্র-ছাত্রীদের উপস্থিতি ছিল চোখে পড়ার মতো। পতাকা উত্তোলনের পর ছাত্র-ছাত্রীদের হাতে শিক্ষা সামগ্রী তুলে দেওয়া হয়। এই অনুষ্ঠানের আয়োজন করে ইন্দাসিম চেরিটেবল ফাউন্ডেশন। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন ফাউন্ডেশনের উদ্যোক্তা অসীম কুমার বিশ্বাস।

তিনি নিজ হাতে ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে খাতা, কলম সহ বিভিন্ন শিক্ষা সামগ্রী বিতরণ করেন। অসীম কুমার বিশ্বাস জানান, সমাজে অনেক দুস্থ ও পিছিয়ে পড়া পরিবার রয়েছে, যাদের সন্তানরা শুধুমাত্র আর্থিক অভাবের কারণে পড়াশোনায় সমস্যার মুখে পড়ে। সেইসব ছাত্র-ছাত্রীদের পাশে দাঁড়াতেই প্রজাতন্ত্র দিবসের মতো গুরুত্বপূর্ণ দিনে এই উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। তাঁর মতে, শিক্ষাই সমাজ পরিবর্তনের অন্যতম প্রধান হাতিয়ার, আর সেই লক্ষ্যেই ফাউন্ডেশন ভবিষ্যতেও এই ধরনের সামাজিক কর্মকাণ্ড চালিয়ে যাবে।

প্রতিবাদ সভা থেকে বিজেপিকে তোপ সুব্রত বক্সীর

সকালের শিরোনাম
নিজস্ব প্রতিনিধি

বসিরহাট

বসিরহাট উত্তর বিধানসভার চৈতা গ্রাম পঞ্চায়েতের মালতিপুর রেল স্টেশন সংলগ্ন মাঠে মঙ্গলবার কার্যত জনসমুদ্রে রূপ নেয় তৃণমূল কংগ্রেসের প্রকাশ্য জনসভা। কেন্দ্রের স্বৈরাচারী শাসন, অপরিকল্পিত ও জনবিরোধী এসআইআর এবং বাংলার প্রতি দীর্ঘদিনের বঞ্চনার প্রতিবাদে এই সভা ঘিরে ছিল তুমুল উৎসাহ ও রাজনৈতিক উত্তাপ। সভামঞ্চে উপস্থিত ছিলেন রাজ্য তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি সুব্রত বক্সী ও সহ-সভাপতি জয়প্রকাশ মজুমদার। শুরু থেকেই মানুষের ঢল, স্লোগান ও পতাকায় স্পষ্ট হয়ে ওঠে এই জনসভা শুধু কর্মসূচি নয়, ছিল প্রতিবাদের এক শক্তিশালী বার্তা। রাজ্য সভাপতিকে উষ্ণ অভ্যর্থনা জানান বসিরহাট উত্তর বিধানসভার তৃণমূলের চেয়ারম্যান তথা বসিরহাট সাংগঠনিক জেলার আইএনটিটিইউসির সভাপতি এটিএম আব্দুল্লাহ্ রনি এবং বসিরহাট সাংগঠনিক জেলার চেয়ারম্যান সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায়। উপস্থিত ছিলেন বসিরহাট সাংগঠনিক জেলা সভাপতি বুরহানুল মুকাদ্দিম লিটন, যুব সভাপতি সমিক রায় অধিকারী, বসিরহাটের বিভিন্ন এলাকার বিধায়ক, বসিরহাট উত্তর বিধানসভার অন্তর্গত বসিরহাট ২ ও হাসনাবাদ ২ ব্লকের সভাপতি সহ বিভিন্ন স্তরের নেতৃত্ব। নেতৃত্বের এই উপস্থিতি ও সংগঠনের শক্তি জনসভাকে আরও তাৎপর্যপূর্ণ করে তোলে। সভায় বক্তব্য রাখতে গিয়ে এটিএম আব্দুল্লাহ রনি সরাসরি আক্রমণ শানান কেন্দ্রের নীতির বিরুদ্ধে। তিনি বলেন, 'আজকের ভারতবর্ষে গণতন্ত্র ক্রমশ সংকুচিত হচ্ছে। মানুষের কথা শোনার বদলে ভয় দেখিয়ে শাসন কায়েম করার চেষ্টা চলছে। এসআইআরের মতো অপরিকল্পিত সিদ্ধান্ত সাধারণ মানুষের জীবনে অনিশ্চয়তা আর আতঙ্ক তৈরি করেছে। বাংলাকে বারবার বঞ্চিত করা হচ্ছে। কখনও প্রকল্পের টাকা আটকে, কখনও রাজনৈতিক প্রতিহিংসার মাধ্যমে'। তার বক্তব্যে উঠে আসে শ্রমজীবী মানুষের কথা, সীমান্ত এলাকার বাস্তব সমস্যা এবং বসিরহাট-হাসনাবাদের মতো অঞ্চলে কেন্দ্রীয় বঞ্চনার প্রভাব। রনি আরও বলেন, 'তৃণমূল কংগ্রেস মানুষের পাশে ছিল, আছে এবং থাকবে। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বাংলার মানুষের অধিকার রক্ষায় যেভাবে লড়াই করছেন, সেই লড়াইয়ে বসিরহাট উত্তর বিধানসভা সবসময় অগ্রণী ভূমিকা নেবে। যত বাধাই আসুক, মানুষকে সঙ্গে নিয়ে আমরা এই স্বৈরাচারের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তুলব'। রাজ্য সভাপতি সুব্রত বক্সী বলেন, 'বাংলা মাথা নত করে চলতে জানে না'। তিনি কেন্দ্রের একের পর এক সিদ্ধান্তকে আক্রমণ করে বলেন, 'যুক্তরাষ্ট্র কাঠামোকে দুর্বল করে রাজ্যগুলির অধিকার কেড়ে নেওয়ার চেষ্টা চলছে। তৃণমূল কংগ্রেস এই রাজনীতির বিরুদ্ধে লড়াই চালিয়ে যাবে'। সহ-সভাপতি জয়প্রকাশ মজুমদারও সংগঠনের শক্তি ও ঐক্যের উপর জোর দেন এবং আগামী দিনের রাজনৈতিক লড়াইয়ে কর্মীদের প্রস্তুত থাকার বার্তা দেন। সভা জুড়ে বারবার উঠে আসে বঞ্চনা, অধিকার ও প্রতিরোধের কথা। বসিরহাট উত্তর বিধানসভার এই জনসভা শুধু একটি রাজনৈতিক কর্মসূচিতে সীমাবদ্ধ থাকেনি;এটি হয়ে ওঠে কেন্দ্রের নীতির বিরুদ্ধে ক্ষোভের প্রকাশ এবং তৃণমূল কংগ্রেসের সাংগঠনিক শক্তির প্রদর্শনী। মানুষের উপস্থিতি ও নেতৃত্বের স্পষ্ট বার্তায় পরিষ্কার, এই অঞ্চল থেকে আগামী দিনে আরও জোরালো রাজনৈতিক আন্দোলনের ইঙ্গিত মিলল।

মোবাইল ফোন বাঁচাতে চলন্ত ট্রেনে থেকে ঝাঁপ

সকালের শিরোনাম
নিজস্ব প্রতিনিধি

বারাসাত

মোবাইল ফোন বাঁচাতে চলন্ত ট্রেনে থেকে ঝাঁপ দিয়ে গুরুতর জখম যুবক। চাঞ্চল্যকর ঘটনাটি বারাসত-হাসনাবাদ রেল শাখার। জখম যুবকের নাম তৌফিক। স্থানীয় ও জিআরপি সূত্রে জানা গেছে, জখম যুবক কলকাতায় দিন মজুরের কাজ করেন। প্রতিদিনের মতো মঙ্গলবার সকালে ডাউন ট্রেনে হাড়োয়া রোড থেকে ওঠে কাজে যাওয়ার উদ্দেশ্যে। ট্রেনের গেটে দাঁড়িয়ে মোবাইল ফোনে কথা বলার সময় আচমকা চলন্ত ট্রেনে হাড়োয়া-ভাসিলা রোডের মাঝে ফাঁকা যায়গায় পড়ে যায় মোবাইল ফোন। ফোনটি নিতে চলন্ত ট্রেন থেকে ঝাঁপিয়ে পড়ে ওই যুবক। পড়ে গিয়ে শরীরের একাধিক যায়গায় আঘাত লাগে, মাথার আঘাত লাগে গুরুতর। স্থানীয়রা তাকে তড়িঘড়ি উদ্ধার করে প্রথমে হাড়োয়া গ্ৰামীণ হাসপাতালে পরে বারাসত মেডিকেলে কলেজ ও হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। পুলিশ জানিয়েছে, ঘটনার তদন্ত শুরু হয়েছে।

তরুণীর ঝুলন্ত দেহ উদ্ধার, উঠছে একাধিক প্রশ্ন

এক তরুণীর ঝুলন্ত দেহ উদ্ধার কে ঘিরে চাঞ্চল্য ছড়ালো কাঁকসার রেল কলোনি এলাকায়। ঘরের ভেতর থেকে তরুণীর ঝুলন্ত দেহ উদ্ধার হয় মঙ্গলবার সকালে। পরিবারের সদস্যরা ওই তরুণীকে ঝুলন্ত অবস্থায় দেখতে পেয়ে কাঁকসা থানার পুলিশকে খবর দেয়। ঘটনাস্থলে পুলিশ পৌঁছে দেহ উদ্ধার করে পানাগড় ব্লক প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রে নিয়ে গেলে হাসপাতালের চিকিৎসকরা তাকে মৃত বলে ঘোষণা করেন। মৃত তরুণীর বয়স ১৮ বছর।

সকালের শিরোনাম
নিজস্ব প্রতিনিধি

কাঁকসা

এক তরুণীর ঝুলন্ত দেহ উদ্ধার কে ঘিরে চাঞ্চল্য ছড়ালো কাঁকসার রেল কলোনি এলাকায়। ঘরের ভেতর থেকে তরুণীর ঝুলন্ত দেহ উদ্ধার হয় মঙ্গলবার সকালে। পরিবারের সদস্যরা ওই তরুণীকে ঝুলন্ত অবস্থায় দেখতে পেয়ে কাঁকসা থানার পুলিশকে খবর দেয়। ঘটনাস্থলে পুলিশ পৌঁছে দেহ উদ্ধার করে পানাগড় ব্লক প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রে নিয়ে গেলে হাসপাতালের চিকিৎসকরা তাকে মৃত বলে ঘোষণা করেন। মৃত তরুণীর বয়স ১৮ বছর।

প্রতিবেশীরা জানিয়েছেন, ঘটনার সময় বাড়িতে কেউ ছিল না। বাড়িতে শুধুমাত্র দুই বোন ছিল। ছোট বোন ঘরের ভেতর দিদিকে ঝুলন্ত অবস্থায় দেখতে পায়। এরপরেই ছুটে গিয়ে প্রতিবেশীদের খবর দেয়। প্রতিবেশীরা কাঁকসা থানার পুলিশকে খবর দেয়। মৃত্যুর সঠিক কারণ সম্পর্কে কেউ কিছুই জানাতে পারেননি। মৃতার বাবা জানিয়েছেন, ২০২৩ সালে তার মেয়ের যখন পনেরো বছর বয়স ছিল সেই সময় মানকরের এক যুবক তাকে তুলে নিয়ে যায়। দু'দিন পর পুলিশ তার মেয়েকে উদ্ধার করে। মেয়ের ডাক্তারি পরীক্ষা করার পর তিনি জানতে পারেন তার মেয়েকে ধর্ষণ করা হয়েছিল। এরপরই তিনি আদালতের দ্বারস্থ হন। সেই থেকে আদালতে পক্সো কেস চলতে থাকে। কিন্তু আদালতে দারস্ত হয়েও কোনো সুরাহা মেলেনি বলে তার অভিযোগ। যার বিরুদ্ধে অভিযোগ ওঠে সেই যুবক এখন বহাল তবিয়তে ঘুরে বেড়াচ্ছে। দিনের পর দিন আদালতে গিয়ে ফিরে আসতে হচ্ছে বাবাকে। তাই দেখে মানসিক অবসাদে ভুগতে থাকে তার মেয়ে। শেষমেষ আত্মহত্যার পথ বেছে নেয় তার মেয়ে। এমনটাই অনুমান মৃতার বাবার। তবে তিনি জানিয়েছেন, আদালতের উপর থেকে তার পুরোপুরি ভরসা চলে গিয়েছে। মৃতদেহ উদ্ধার করার পর দেহ দুর্গাপুর মহকুমা হাসপাতালের মর্গে ময়নাতদন্তের জন্য পাঠায় কাঁকসা থানার পুলিশ। ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

ফুটবল টুর্নামেন্ট চ্যা পিয়ান এগরা

সকালের শিরোনাম
নিজস্ব প্রতিনিধি

এগরা

বালিঘাই জগন্নাথ জীউ সেবা সমিতি আয়োজিত এক দিনের সমীর কুমার ধাওয়া স্মৃতি নকআউট ফুটবল প্রতিযোগিতা হয় রবিবার। বালিঘাই ফকিরদাস হাই স্কুল খেলার মাঠে সকালে ৮ দলীয় এই প্রতিযোগিতায় বলে পিক দিয়ে খেলার উদ্বোধন করেন সেবা সমিতির কর্ণধার প্রয়াত সমীর ধাওয়া কৃতি সন্তান আশিস ধাওয়া। উপস্থিত ছিলেন সমীর ধাওয়ার সহধর্মিনী আলো ধাওয়া, মঞ্জুশ্রী পঞ্চায়েত প্রধান শঙ্কর সাউ, এগরা-২ পঞ্চায়েত সমিতির প্রাক্তন সভাপতি প্রকাশ রায়চৌধুরী, বিবেকানন্দ পঞ্চায়েতের প্রাক্তন উপপ্রধান ধনঞ্জয় সিংহ, সেবা সমিতির কর্মকর্তা ও এই খেলার দায়িত্ব প্রাপ্ত কৃতী শিক্ষক তপন কুমার মন্ডল, শিশির মাইতি, মানগোবিন্দ জানা, সোহেল ধাওয়া, সৌরভ ধাওয়া প্রমুখ। শুরুতে জাতীয় পতাকা ও সংস্থার পতাকা উত্তোলন হয়। প্রয়াত সমীর ধাওয়া প্রতিকৃতিতে পুষ্পার্ঘ্য নিবেদনে সকলে শ্রদ্ধা জ্ঞাপনও করেন। উদ্বোধনী ম্যাচে দাঁতন স্পোর্টস একাডেমী ও এগরা এসসিএফসি মুখোমুখি হয়। উদ্বোধক তার বক্তব্যে বলেন যুবকদের খেলায় উৎসাহিত করতে সংস্থার এমন উদ্যোগ। আমরা চাই যুবকরা আরও বেশি বেশি করে খেলাতে যুক্ত থাকলে শরীর যেমন ঠিক থাকবে সমাজে অপকর্ম অনেকটা কমবে। কথায় বলে আইডিল ব্রেণ ইজ ডেভিল ওয়ার্কশপ। আগামী দিনে হারিয়ে যাওয়া হাডুডু, কাবাডি ও খো খো খেলা করার ইচ্ছা প্রকাশ করেন। এলাকার ক্রীড়া-প্রেমীরা সারাদিন খেলা উপভোগ করেন। খেলায় চাম্পিয়ান এগরা সিপিএফসি কে ১৫ হাজার টাকা ও সুদৃশ্য ট্রফিএবং রানার্স হাওড়া ফ্রেন্ডসকে ১০ হাজার টাকা সহ সুদৃশ্য ট্রফি তুলে দিয়ে পুরস্কৃত করা হয়।

দুদিনের বঙ্গ সফরে বিজেপির সর্বভারতীয় সভাপতি নীতিন নবীন

সকালের শিরোনাম
নিজস্ব প্রতিনিধি

অন্ডাল

মঙ্গলবার দিল্লি থেকে অন্ডাল বিমানবন্দরে পৌঁছলেন বিজেপির সর্বভারতীয় সভাপতি নীতিন নবীন। তাকে উষ্ণ অভ্যর্থনা জানাতে উপস্থিত শুভেন্দু অধিকারী, সুকান্ত মজুমদার, সমীর ভট্টাচার্য, লকেট চট্টোপাধ্যায়, জ্যোতি সিং মাহাতো, সৌমিত্র খাঁ সহ রাজ্যের বিজেপি নেতৃত্ব। মঙ্গল এবং বুধবার এই দুদিন বেশ কিছু কর্মসূচি রয়েছে তার। বিমানবন্দর থেকে সোজা দুর্গাপুরে উদ্দেশ্যে রওনা দেন তিনি। এদিন দুর্গাপুরের চিত্রালয়ের মাঠে কমল মেলার উদ্বোধনের পাশাপাশি সন্ধ্যা থেকে বেশ কিছু কর্মসূচি রয়েছে তার। বুধবার সকালে ভিরিঙ্গি কালীবাড়িতে পুজো দেবেন তিনি। পূর্ব বর্ধমান ও পশ্চিম বর্ধমানের নেতৃত্বদের নিয়ে সাংগঠনিক বৈঠক করার কথা রয়েছে। দুর্গাপুরের মাটি থেকে কর্মী-সমর্থকদের উদ্দেশ্যে কি বার্তা দেন তিনি সেই দিকেই তাকিয়ে রয়েছে সারা রাজ্যের মানুষ। এদিকে একই দিনে অন্ডাল বিমানবন্দরে নামেন তৃণমূলের বাঁকুড়ার সাংসদ অরূপ চক্রবর্তী। বিজেপিকে কটাক্ষ করে তিনি বলেন, যে দল তৃণমূলের মেলা খেলাকে কেন্দ্র করে বিদ্রুপ করে তারাই আজ মেলার আয়োজন করছে। তাহলে মেলার গুরুত্ব রয়েছে আর তৃণমূলের কাছেই বিজেপিকে সেটা শিখতে হচ্ছে। অন্যদিকে বিজেপির বাঁকুড়ার সাংসদ সৌমিত্র খাঁ অরূপ চক্রবর্তীকে কাকা বলে কটাক্ষ করে বলেন, আর দু'মাস পর যখন এ রাজ্যে বিজেপি সরকার আসবে, তখন কাকাও এই দলে চলে আসবে।

রণক্ষেত্র পানাগড়

টোটোয় ধাক্কা ট্রাক্টরের, আহত টোটো চালক, আটক ২

সকালের শিরোনাম
নিজস্ব প্রতিনিধি

কাঁকসা

সড়ক দুর্ঘটনায় গুরুতর আহত হয় এক টোটো চালক। ঘটনাকে ঘিরে উত্তেজনা ছড়ায় কাঁকসার পানাগড় বাজারে। জানা গিয়েছে পানাগড় বাজারের চৌমাথা মোড়ে যাত্রী নামিয়ে রাস্তার ধারে টোটো নিয়ে দাঁড়িয়ে ছিলেন টোটো চালক পঙ্কজ পান্ডে। সেই সময় উল্টো দিক থেকে আসা একটি ট্রাক্টর টোটো তে ধাক্কা মারলে রাস্তার উপর ছিটকে পড়ে পঙ্কজ। ট্রাক্টরটি পঙ্কজের ওপর চেপে যায়। গুরুতর আহত হয় ৩০ বছর বয়সী পঙ্কজ। স্থানীয়রা ও ট্রাফিকে কর্মরত সিভিক ভলান্টিয়াররা তাকে উদ্ধার করে দ্রুত পানাগড় ব্লক প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে নিয়ে গেলে সেখান থেকে তাকে স্থানান্তর করে কাঁকসার রাজবাঁধের একটি বেসরকারি হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। খবর ছড়িয়ে পড়তেই মুহূর্তের মধ্যে ঘটনাকে ঘিরে উত্তেজনা ছড়ায় পানাগড় বাজারে চৌমাথা মোড়ে। ট্রাক্টরের উপর ভাঙচুর চালায় উত্তেজিত জনতা। ক্ষতিপূরণের দাবিতে পানাগড় বাজারের চৌমাথা মোড়ে পুরাতন জাতীয় সড়ক অবরোধ করে বিক্ষোভ দেখায় স্থানীয়রা। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছায় কাঁকসা থানা ও কাঁকসা ট্রাফিক গার্ডের বিশাল পুলিশ বাহিনী। পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণ করার চেষ্টা চালায়। শেষমেশ বিক্ষোভকারীদের হটাতে লাঠি নিয়ে বিক্ষোভকারীদের তাড়া করে পুলিশ, আটক করা হয় দু'জনকে। বিক্ষোভকারীদের সরিয়ে শেষমেশ পুরাতন জাতীয় সড়কে স্বাভাবিক হয় যান চলাচল। স্থানীয়রা জানিয়েছেন, পানাগড় বাজারের পুরাতন জাতীয় সড়কের দুই ধারে রাস্তা ও ফুটপাত দখল করে অধিকাংশ ব্যবসায়ী বসে থাকে। যার কারণে রাস্তা অনেকটাই সংকীর্ণ হয়ে গিয়েছে। রাস্তার ধারে টোটো নিয়ে দাঁড়াতে হয় টোটো চালকদের। নিত্যদিন ধটছে দুর্ঘটনা। যাতে রাস্তার দুই ধার পরিষ্কার করে দুর্ঘটনা কমানো যায় প্রশাসনের কাছে সেই আবেদন করেন স্থানীয়রা।

সড়ক দুর্ঘটনায় গুরুতর আহত হয় এক টোটো চালক। ঘটনাকে ঘিরে উত্তেজনা ছড়ায় কাঁকসার পানাগড় বাজারে। জানা গিয়েছে পানাগড় বাজারের চৌমাথা মোড়ে যাত্রী নামিয়ে রাস্তার ধারে টোটো নিয়ে দাঁড়িয়ে ছিলেন টোটো চালক পঙ্কজ পান্ডে। সেই সময় উল্টো দিক থেকে আসা একটি ট্রাক্টর টোটো তে ধাক্কা মারলে রাস্তার উপর ছিটকে পড়ে পঙ্কজ।

sakaler sironam......28 January....2026_Layout 1 1/27/2026 8:14 PM Page 11

স্কুলে বিক্ষোভ ছাত্রদের

সকালের শিরোনাম
নিজস্ব প্রতিনিধি

সিউড়ি

স্কুলের প্রায় ৫০ থেকে ৬০ জন ছাত্র হাতে পোস্টার নিয়ে শিক্ষকের পক্ষে দাঁড়িয়ে বিক্ষোভ দেখান। তাদের দাবি, রনজয় রায় নামে ওই শিক্ষককে অন্য স্কুলে যেতে দেওয়া হবে না। এই স্কুলেই যাতে তাকে রাখা হয় সেই দাবি ছাত্রদের।

স্কুলের একাধিক জায়গায় সেই পোস্টার সাঁটানো হয় মঙ্গলবার। স্কুল কর্তৃপক্ষ জানিয়েছেন, এটা সরকারি নির্দেশ, এ বিষয়ে আমাদের কোন কিছু করার নেই। ওই শিক্ষক চলে যাওয়ার পর আরো দুজন শিক্ষককে নিয়োগ করা হবে এই স্কুলে। স্কুলেরই বাংলা সহশিক্ষকের দাবি, অংকের শিক্ষক রণজয় বাবু খুব ছাত্র দরদী শিক্ষক। যার জন্য এর আগে একাধিকবার অধ্যাপনার সুযোগ পেয়েও স্কুলের ছাত্রদের কথা ভেবে যাননি। তাই তাকে যেতে না দেওয়ার ছাত্রদের আর্জি খুব স্বাভাবিক।

একাধিক ওসি ও আইসি বদল

সকালের শিরোনাম
সন্তোষ মন্ডল

আসানসোল

আসানসোল-দুর্গাপুর পুলিশ কমিশনারেটের ১৯ সাব-ইন্সপেক্টর বা এসআইকে (ইউবি) বিভিন্ন থানা ও ফাঁড়িতে বদলি করা হয়েছে। মঙ্গলবার পুলিশ কমিশনার সুনীল কুমার চৌধুরীর স্বাক্ষরিত এই সংক্রান্ত একটি নির্দেশিকা আসানসোল-দুর্গাপুর কমিশনারেট দপ্তর থেকে জারি করা হয়। জারি করা এই নির্দেশিকা অনুযায়ী, মোট ১৯ জনকে তাঁদের বর্তমান কর্মস্থল থেকে নতুন দায়িত্বে পাঠানো হয়েছে। পাশাপাশি অবিলম্বে দায়িত্ব গ্রহণের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। বদলির এই তালিকায় ৬টি থানার ওসি ও ১০টি ফাঁড়ির ইনচার্জ বা আইসি রয়েছেন। তিন অফিসারকে থানা, আইসি ও এসবি থেকে ওসি ও ফাঁড়ি ইনচার্জ করে পাঠানো হয়েছে। হিরাপুর, অন্ডাল, পান্ডবেশ্বর, বুদবুদ, ফরিদপুর, কোক-ওভেন, এনটিএস, আসানসোল উত্তর থানা, আসানসোল সাউথ পিপি, চুরুলিয়া, কন্যাপুর, নিয়ামতপুর, শাঁকতোড়িয়া, বিধাননগর, জাহাঙ্গীর মহল্লা, পাঞ্জাবিমোড়, কেন্দা ও বরাকর আইসিদের নাম এই তালিকায় রয়েছে। পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, প্রশাসনিক স্বচ্ছতা বজায় রাখা, জনস্বার্থ ও আইনশৃঙ্খলা ব্যবস্থাকে আরও মজবুত করতেই এই রদবদল। পুলিশ কমিশনারের স্বাক্ষরিত নির্দেশিকায় সংশ্লিষ্ট সমস্ত ডিসিপি, এসিপি ও থানার ওসিদের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। রাজ্য বিধানসভা নির্বাচন ঘোষণা করা হয়নি। এই মুহূর্তে এসআইআর প্রক্রিয়ার শুনানি পর্ব চলছে। ফেব্রুয়ারি মাসের ১৪ ফেব্রুয়ারি চূড়ান্ত ভোটার তালিকা প্রকাশিত হওয়ার কথা রয়েছে। তারপরেই হয়তো বিধানসভা নির্বাচনে নির্ঘন্ট কমিশন ঘোষণা করে দেবে। মনে করা হচ্ছে, নির্বাচনকে সামনে রেখে এই বদলি করা হয়েছে। জানা গেছে, আরো কিছু পুলিশ অফিসারদের বদলি করা হবে। এর পাশাপাশি বেশ কিছু থানার ইন্সপেক্টর ইনচার্জদের বদলি খুবই শীঘ্রই করা হতে পারে।

কোন সাংগঠনিক পদে থাকব না, শুধুমাত্র তৃণমূলকে ভোট দেব

সকালের শিরোনাম
নিজস্ব প্রতিনিধি

দুবরাজপুর

গোষ্ঠীদ্বন্দে জেরবার হেতামপুর তৃণমূল। দলীয় পতাকা উত্তোলন নিয়ে গোষ্ঠী সংঘর্ষ। গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব মেটাতে কোর কমিটি তৈরির করার বার্তা দিয়েছিলেন অনুব্রত মণ্ডল। সেই কমিটি তৈরী করা নিয়ে ফের গোষ্ঠীদন্দ্ব চরমে। মধ্য রাত্রে দলথেকে পদত্যাগের হুঁসিয়ারী প্রধান, উপপ্রধান, সদস্য সহ একাধিক জনের। সোমবার দুবরাজপুর ব্লকের যশপুর পঞ্চায়েতে জনসভা করতে এসেছিলেন বীরভূম জেলা তৃণমূল কোর কমিটির কনভেনার অনুব্রত মণ্ডল। জনসভা শেষে অনুব্রত মণ্ডল ফিরতেই কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই দুবরাজপুর ব্লকের হেতমপুর পঞ্চায়েতের অঞ্চল সভাপতি, কার্যকরী সভাপতি, প্রধান, উপপ্রধান সহ একাধিক বুথ সভাপতি দল থেকে ইস্তফা দেওয়ার ঘোষণা করেন। তারা জানান, আমরা সূত্র মারফত জানতে পেরেছি আগামীকাল দুবরাজপুর ব্লক কোর কমিটির পক্ষ থেকে হেতমপুর অঞ্চলের দশজনের একটি কমিটি গঠন করা হবে। এবং তাদের নাম প্রকাশ করা হবে। সেই কমিটিতে আমাদের কারো নাম নেই। কিছু অযোগ্য ব্যক্তিদের নাম রয়েছে। যারা তৃণমূলের কোনো কাজে লাগে না। কিন্তু আজীবন যারা দলটাকে চালিয়েছে তাদের কারো নাম নেই। ব্লক কোর কমিটির কোন এক কনভেনারের নাম না করে তারা বলেন, নিজের জেদ বহাল রাখার জন্য এ কাজ করছেন। তাই আমরা সকলেই ইস্তফা দিচ্ছি কোন সাংগঠনিক পদে থাকব না, শুধুমাত্র তৃণমূলকে ভোট দেব।

বিসর্জন নিয়ে গণ্ডগোল

সকালের শিরোনাম
নিজস্ব প্রতিনিধি

কৃষ্ণনগর

নদীয়া আবার বিসর্জন নিয়ে কৃষ্ণনগরে গণ্ডগোল। এবার সরস্বতী পূজো বিসর্জন নিয়ে। এর আগে জগদ্ধাত্রী পূজোর বিসর্জন নিয়ে গণ্ডগোল হয়েছিল। রবিবার মাঝরাতে কৃষ্ণনগরে সরস্বতী পূজো বিসর্জনকে কেন্দ্র করে বাঁশ, ইট, রড নিয়ে তাণ্ডব শুরু হয়। আতঙ্কিত হয়ে পড়েন অনেকে। পুলিশ এই ঘটনায় ২ জন কে আটক করেছে। এখন যে কোন পূজোতে বিসর্জন কে কেন্দ্র করে কৃষ্ণনগরে গণ্ডগোল অব্যাহত এই ঘটনা দেখে তা প্রমানিত হচ্ছে।

আনন্দপুরে অগ্নিকান্ড

পূর্ব মেদিনীপুরের ১৩ বাসিন্দা নিখোঁজ

রবিবার মধ্যরাতে দক্ষিণ কলকাতার আনন্দপুরের মোমো কারখানায় ভয়াবহ অগ্নিকান্ডের জেরে পূর্ব মেদিনীপুরের নন্দকুমারে আতংকের পরিবেশ। আনন্দপুরের অগ্নিকাণ্ডের ঘটনায় পূর্ব মেদিনীপুর জেলার প্রায় ১৩ জন নিখোঁজ বলে এখনো পর্যন্ত চিহ্নিত করা গিয়েছে। নন্দকুমারের বরগোদার বাসিন্দা সন্দীপ মাইতি লেবার ঠিকাদার হিসেবে ওই কারখানার কর্মরত ছিলো।

সকালের শিরোনাম
নিজস্ব প্রতিনিধি

নন্দকুমার

রবিবার মধ্যরাতে দক্ষিণ কলকাতার আনন্দপুরের মোমো কারখানায় ভয়াবহ অগ্নিকান্ডের জেরে পূর্ব মেদিনীপুরের নন্দকুমারে আতংকের পরিবেশ। আনন্দপুরের অগ্নিকাণ্ডের ঘটনায় পূর্ব মেদিনীপুর জেলার প্রায় ১৩ জন নিখোঁজ বলে এখনো পর্যন্ত চিহ্নিত করা গিয়েছে। নন্দকুমারের বরগোদার বাসিন্দা সন্দীপ মাইতি লেবার ঠিকাদার হিসেবে ওই কারখানার কর্মরত ছিলো। রবিবার রাত থেকে সন্দীপ মাইতির পরিবার তার সাথে কোন ভাবে যোগাযোগ করতে পারছে না। সোমবার সাধারণতন্ত্র দিবসের সকালে মর্মান্তিক এই ঘটনার কথা জানতে পারেন পরিবার-পরিজনরা। তারপর থেকেই বেড়েছে উদ্বেগ। অনেকেই দক্ষিণ কলকাতার আনন্দপুরে রয়েছেন। সন্দীপ মাইতির বোন শ্রাবণী মাইতি। তিনি বলছেন, রবিবার রাত ১০টার সময় শেষবার কথা হয়েছিল দাদার সঙ্গে। তারপর থেকে তাঁর আর কোনও খোঁজ মিলছে না। তাঁর কাতর আর্জি প্রশাসন দ্রুত তাঁর দাদাকে খুঁজে বের করুক।

বাড়িতে অগ্নিকান্ডে সর্বহারা বয়স্কা বিধবা

সকালের শিরোনাম
নিজস্ব প্রতিনিধি

কাঁথি

পূর্ব মেদিনীপুর জেলার উত্তর কাঁথি বিধানসভার লাউদা গ্রাম পঞ্চায়েতের পশ্চিম কামারদায় একটি বাড়ীতে অজানা কারণে আগুন লেগে যায়। আগুনে পুড়ে সব কিছু ভস্মীভূত হয়ে যায়। এই অগ্নিকান্ডে দিশাহারা হয়ে যায় বৃন্দাবন মণ্ডলের পরিবার। যদিও কোনো প্রাণহানি ঘটেনি তবুও প্রয়াত বৃন্দাবন মণ্ডলের পরিবার একজন বয়স্ক বিধবা সর্বহারা হয়েছেন। কাঁথি ৩ পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি বিকাশ চন্দ্র বেজ দুর্ঘটনাগ্রস্থ পরিবারের সাথে গিয়ে দেখা করেন।এই মর্মান্তিক ঘটনা সরেজমিনে পরিদর্শন করে দুর্ঘটনাগ্রস্থদের পাশে থেকে সব রকমের সহযোগিতা করার আশ্বাস দেন।

প্রাক্তন সেনার ক্যাপ্টেনকে মারধর

অভিযোগের তির তৃণমূলের দিকে

সকালের শিরোনাম
নিজস্ব প্রতিনিধি

বাঁকুড়া

বাঁকুড়া জেলার আকুই দু'নম্বর অঞ্চলের ঈশ্বরপুরে সোমবার জমিতে জল দেওয়া কে কেন্দ্র করে এলাকায় তৃণমূল কর্মী হিসেবে পরিচিত তপন রুইদাস ও কয়েকজন গ্রামেরই লোকজন প্রাক্তন সেনার ক্যাপ্টেন প্রশান্ত কোণার কে মাঠে ব্যাপক মারধর করে। প্রশান্ত কোণারকে বাঁচাতে যায় তার বাড়িতে কাজ করে গণেশ পাত্র। এরপর অভিযুক্তরা গণেশ পাত্র-কেউ বেধড়ক মারধর করতে থাকে। গণেশ পাত্রকে বাঁচাতে চায় তার স্ত্রী নমিতা পাত্র। তাকেও মাটিতে ফেলে মারধর করে তপন রুইদাস ও তার স্ত্রী এবং কয়েকজন। ঘটনায় গুরুতর আহত হন প্রাক্তন সেনাকর্মী প্রশান্ত কোণার তার বাড়ির কাজের শ্রমিক গণেশ পাত্র ও তার স্ত্রী নমিতা পাত্র। এই গণেশ পাত্রের ছেলে বিজেপি নেতা বর্তমানে স্থানীয় বুথের বিজেপি বিএলএ-টু। এরপর প্রাথমিক চিকিৎসার পর ইন্দাস থানায় প্রাক্তন সেনা কর্তা লিখিত অভিযোগ দায়ের করে। ঘটনার খবর পেয়ে মঙ্গলবার ইন্দাস বিধানসভার বিজেপি বিধায়ক নির্মল কুমার ধারা প্রাক্তন সেনাকর্তা এবং গণেশ পাত্রের বাড়িতে যান। দেখা করেন আহতদের সঙ্গে এবং তাদের পাশে থাকার আশ্বাস দেন। পাশাপাশি তিনি ক্ষোভ উগরে দেন পুলিশ প্রশাসনের বিরুদ্ধে এবং তৃণমূলের বিরুদ্ধে। তিনি জানান, তৃণমূল আশ্রিত দুষ্কৃতীরা এই ঘটনা ঘটিয়েছে। অবিলম্বে তাদের গ্রেপ্তারের দাবী জানিয়েছেন তিনি। তৃণমূলের পক্ষ থেকে জানানো হয় এটি কোন রাজনৈতিক সমস্যা নয়, জমিতে জল পাওনাকে কেন্দ্র করে গ্রাম্য বিবাদ। ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে গতকালই থানায় লিখিত অভিযোগ হয়েছে। পুলিশ বিষয়টি নিয়ে তদন্ত শুরু করেছে। যারা দোষী তাদের গ্রেফতার করবে পুলিশ। কিন্তু বিজেপি বিধায়ক সকাল থেকেই তার দেহরক্ষীদের নিয়ে এলাকায় গিয়ে সাধারণ মানুষকে চমকাচ্ছে মানুষকে গালাগালি করছে। মানুষ তাদের নাটক বুঝেছে ২৬-এর নির্বাচনে বুঝিয়ে দেবে।

বাইক শোরুমে আগুন

সকালের শিরোনাম
নিজস্ব প্রতিনিধি

ঝাড়গ্রাম

মঙ্গলবার ঝাড়গ্রাম শহরের পুরাতন ঝাড়গ্রাম এলাকায় থাকা একটি মোটরসাইকেল শোরুমের দোতালায় আগুনের ধোঁয়া দেখতে পায় স্থানীয় বাসিন্দারা। মুহূর্তের মধ্যে এলাকায় চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়ে। স্থানীয় বাসিন্দারা এসে আগুন নেভানোর চেষ্টা করে। খবর দেওয়া হয় পুলিশ ও দমকল বিভাগকে। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে যায় পুলিশ ও দমকলের দুটি ইঞ্জিন। পুলিশ ও স্থানীয় বাসিন্দাদের সহযোগিতায় দমকলের দুটি ইঞ্জিন প্রায় দুই ঘন্টার চেষ্টায় আগুন নিয়ন্ত্রণে আনে। তবে কোন প্রাণহানির ঘটনা ঘটেনি, কিন্তু প্রচুর ক্ষয়ক্ষতির আশঙ্কা করছেন ওই শোরুমের মালিক। কি কারণে আগুন লাগার ঘটনা ঘটেছে তা খতিয়ে দেখার কাজ শুরু করেছে ঝাড়গ্রাম থানার পুলিশ ও দমকল বিভাগ। প্রাথমিক তদন্তে অনুমান বাড়ির দোতলায় থাকা ঠাকুরের কাছে প্রদীপ জ্বালিয়েছিল, সেই প্রদীপের আগুন থেকে এই ঘটনা ঘটেছে। তবে ঠিক সময়ে দমকলের দুটি ইঞ্জিন ও ঝাড়গ্রাম থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে আগুন নেভানোর কাজ করায় বড় ধরনের দুর্ঘটনার হাত থেকে রক্ষা পেয়েছে শোরুমের মালিকসহ কর্মীরা।

ধর্মঘটের জেরে বন্ধ ব্যাংক ও এটিএম, হয়রানি গ্রাহকদের

চারদিন ছুটি থাকার পর মঙ্গলবার ব্যাংক খোলার কথা থাকলেও আবারো সমস্ত রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংকগুলিতে চলছে ধর্মঘট, তবে বেসরকারি ব্যাংকগুলোতেও নৈতিক সমর্থন জানানোর জন্য অনেক ক্ষেত্রেই বন্ধ রয়েছে গুরুত্বপূর্ণ এটিএম পরিষেবাও। স্বভাবতই গ্রাহকদের হয়রানি হয় সকাল থেকেই।

সকালের শিরোনাম
নিজস্ব প্রতিনিধি

কালনা

চারদিন ছুটি থাকার পর মঙ্গলবার ব্যাংক খোলার কথা থাকলেও আবারো সমস্ত রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংকগুলিতে চলছে ধর্মঘট, তবে বেসরকারি ব্যাংকগুলোতেও নৈতিক সমর্থন জানানোর জন্য অনেক ক্ষেত্রেই বন্ধ রয়েছে গুরুত্বপূর্ণ এটিএম পরিষেবাও।

স্বভাবতই গ্রাহকদের হয়রানি হয় সকাল থেকেই। ইউনাইটেড ফোরাম অফ ব্যাংক ইউনিয়নসের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে সারা ভারতবর্ষ ব্যাপী বিভিন্ন রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংকের নটি সংগঠন মিলে সম্পূর্ণ অরাজনৈতিকভাবে করা হচ্ছে। কেন্দ্রীয় সরকারের বিভিন্ন আর্থিক দপ্তর হোক কিংবা রিজার্ভ ব্যাংক সর্বক্ষেত্রেই পাঁচ দিন পরিষেবা চালু নেই। এ বিষয়ে তারা কেন্দ্রীয় সরকার সহ বিভিন্ন উচ্চ মহলে ইতিপূর্বেই লিখিত আবেদন জানিয়েছিলেন। কিন্তু তাতে কোনরকম গুরুত্ব না দেওয়ায় বাধ্য হয়ে মঙ্গলবার তারা আন্দোলনের পথে নামেন। তবে গ্রাহকদের সাময়িক অসুবিধার জন্য তারা সহমর্মিতা প্রকাশ করে তাদের জ্ঞাতার্থে জানান, একদিন ছুটি নয়, সেই দিনের কাজের সময়সীমা বাকি চারদিনের মধ্যে ভাগ করে ৪৫ মিনিট করে বাড়ানোর প্রস্তাব দেওয়া হয়েছে।

হতে পারে সেটা ব্যাংক খোলার আগে অথবা নির্ধারিত ছুটির পরে। কিন্তু পাঁচ দিন লাগাতার কাজ করা পৃথিবীর কোনো ব্যাংকিং সেক্টরে নেই। ব্যাংকের কর্মচারীরাও মানুষ। তাই তাদের দিকটাও সরকারের ভাবা দরকার। এদিন শান্তিপুর স্টেট ব্যাংকের সামনে অন্যান্য বিভিন্ন রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংকের সংগঠন কর্মকর্তাদের উপস্থিতিতে ব্যাংক বন্ধ রেখে প্রতিবাদ এবং বিক্ষোভ করতে দেখা যায়। সারাদিন ব্যাংক বন্ধ থাকবে বলেই জানান তারা।

ফের বালি চুরি নিয়ে সরব অগ্নিমিত্রা

সকালের শিরোনাম
সন্তোষ মন্ডল

বার্নপুর

আসানসোল দক্ষিণ বিধানসভায় বিজেপি বিধায়ক অগ্নিমিত্রা পাল মঙ্গলবার দুপুরে বার্নপুরের কালাঝড়িয়ায় দামোদর নদীতে পিএইচইর পাইপলাইন যাওয়া ভেঙে পড়া ব্রিজ পরিদর্শন করেন। তিনি আবারও বালি চুরি সরব হন। পাশাপাশি তিনি অভিযোগ করেন বালি চুরির কারণে দামোদর নদীর ক্ষতি হচ্ছে। এই বালি চুরির কারণে নদীর তলদেশে গভীর গর্ত তৈরি হচ্ছে। এর ফলে প্রাণহানি ঘটছে। বিধায়ক বলেন, স্থানীয় মহিলারা এখানে নদীতে স্নান করতে আসেন। কারণ তাদের বাড়িতে স্নান করার জন্য কিছু নেই। সরকার তাদের ও বাথরুম কোনটাই তৈরি করে দেয়নি। দামোদর নদী থেকে বালি চুরির কারণে পাইপলাইন বহনকারী সেতুর পিলারগুলি এতটাই খারাপ হয়ে গেছে যে যেকোনো সময় বড় দুর্ঘটনা ঘটতে পারে। তবুও প্রশাসন কোনও মনোযোগ দিচ্ছে না। বিধায়ক আবারও এদিন অভিযোগ করে বলেন, স্থানীয় পুলিশ প্রশাসন এবং তৃণমূল নেতৃত্বের যোগসাজশে অবৈধ বালি চুরি হচ্ছে। তাই প্রশাসন এই অবৈধ কার্যকলাপ বন্ধে কোনও মনোযোগ দিচ্ছে না। গত বছরের মে-জুন মাসে এই কালাঝড়িয়ায় পাইপলাইন যাওয়া ব্রিজ ভেঙে যায়। তারপর বছর ঘুরতে চললেও সেই পাইপলাইনটি মেরামত করা হয়নি। তিনি বলেন, এই পাইপলাইন দিয়ে ৫১টি গ্রামে পানীয়জল সরবরাহ করা হয়। কিন্তু, সেই ভেঙে পড়া ব্রিজের মেরামতের অভাবে মানুষ জল পাচ্ছেন না। আসানসোল পুরনিগম ট্যাঙ্কারের ব্যবস্থা করেছিল। কিন্তু ট্যাঙ্কার মালিকদের টাকা না দেওয়ায় সেই পানীয়জল সরবরাহ বন্ধ হয়ে গেছে। বিজেপি ট্যাঙ্কার মালিকদের সাথে কথা বলে, তাই কিছু এলাকায় জল সরবরাহ আবার শুরু হয়েছে। কিন্তু কতদিন ধরে এটি চলবে? বিধায়ক বলেন, আমি এদিন যে দামোদর নদীতে ঐ ব্রিজের পিলার দেখলাম, তার অবস্থা উদ্বেগজনক। যেকোনো সময় বড় দুর্ঘটনা ঘটতে পারে। এর পাশাপাশি এদিন বিজেপি বিধায়ক ডামরায় একটি স্বাস্থ্য কেন্দ্রে আসেন। সেই স্বাস্থ্য কেন্দ্রের পরিকাঠামো ও সাধারণ মানুষদের পরিসেবা দেওয়ার ব্যবস্থা দেখে ক্ষোভ প্রকাশ করেন। একইসাথে, এদিন বিজেপি বিধায়ক জনসংযোগ কর্মসূচীতে অংশ নেন।

পদ্মশ্রী প্রাপক দু'জনকে স মান জানালেন মন্ত্রী

সকালের শিরোনাম
নিজস্ব প্রতিনিধি

কালনা

প্রজাতন্ত্র দিবসের প্রাক্কালে রাষ্ট্রপতি ভবনের তরফ থেকে পদ্ম সম্মানের তালিকা প্রকাশ করা হয়েছে। ২০২৬ এ গোটা দেশজুড়ে ১৩১ জন স্বনামধন্য ব্যক্তি তারা তাদের কাজের স্বীকৃতি স্বরূপ পাচ্ছেন পদ্ম সম্মান। পদ্মভূষণ পদ্মবিভূষণ এবং পদ্মশ্রী সম্মানে সম্মানিত করা হচ্ছে দেশের ১৩১ জন বিশিষ্ট ব্যক্তিকে। তার মধ্যে পদ্মশ্রী সম্মান পাচ্ছেন এই বাংলার এগারোজন স্বনামধন্য ব্যক্তি। নিজ কর্ম ক্ষেত্রে অসামান্য অবদানের নিরিখে সম্মান দিচ্ছে ভারত সরকার। বাংলার ১১ জন পদ্মশ্রী সম্মান প্রাপকের মধ্যে রয়েছেন পূর্ব বর্ধমানের কালনার দুই ব্যক্তি। তাঁত শিল্পে অসামান্য অবদানের জন্য পদ্মশ্রী সম্মান পাচ্ছেন কালনার বারুইপাড়ার বাসিন্দা জ্যোতিষ দেবনাথ এবং শিক্ষা সাহিত্যে অসামান্য অবদানের জন্য পদ্মশ্রী পেলেন রবি লাল টুডু। দুই ব্যক্তির বাড়িতে উপস্থিত হয়ে তাদের সম্বর্ধনা জানালেন রাজ্যের মন্ত্রী স্বপন দেবনাথ। কালনার বারুইপাড়ায় উপস্থিত হয়ে সম্বর্ধনা জানান তাঁত শিল্পি জ্যোতিষ দেবনাথ কে এবং কালনা দুই ব্লকের বাদলা অঞ্চলের গোয়ারা গ্রামের বাড়িতে উপস্থিত হয়ে সম্বর্ধনা জানান রবি লাল টুডুকে। শুভেচ্ছা বিনিময় করেন উভয় ব্যক্তির সঙ্গে। ইতিপূর্বে দুই ব্যক্তি একাধিক সম্মানে সম্মানিত হয়েছেন তাদের কর্ম ক্ষেত্রে উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত স্থাপনের জন্য। এবার পদ্মশ্রী সম্মান পাওয়ায় বাড়তি উৎসাহ উদ্দীপনা গোটা কালনা মহকুমা জুড়ে এবং পূর্ব বর্ধমান জেলা জুড়ে। নামের তালিকা প্রকাশের পরই বিভিন্ন জায়গা থেকে মানুষজন সেই আনন্দ উচ্ছ্বাস প্রকাশ করেছিলেন। মন্ত্রী স্বপন দেবনাথ উভয় ব্যক্তির বাড়িতে উপস্থিত হয়ে সম্বর্ধনা জানান। তাদের কাজ আগামী দিনে নতুন প্রজন্মকে যাতে উৎসাহিত করে তার জন্যই তাদের কর্মক্ষেত্র নিয়ে আরো বেশি মানুষ চর্চা করুক এমনটাই চান মন্ত্রী।

বার অ্যাসোসিয়েশনের নির্বাচন ঘিরে প্রচার তুঙ্গে

সকালের শিরোনাম
নিজস্ব প্রতিনিধি

বর্ধমান

চলতি মাসের শেষে বর্ধমানে আইনজীবিদের নির্বাচন ঘিরে জোরদার প্রচার চলছে বর্ধমানে। বর্ধমান আদালতে এই নিয়ে জোরকদমে চর্চা চলছে। জানা গেছে আগামী ৩১ জানুয়ারি বার অ্যাসোসিয়েশনের নির্বাচন। প্রার্থী তালিকা প্রকাশ করা হয়েছে। যদিও সরাসরি রাজনৈতিক দলের তকমা দেওয়া যাবে না।

তবুও বলা যায় শাসকদল তৃণমূল মনোভাবাপন্ন আইনজীবী যেমন আছেন একই সঙ্গে কংগ্রেস এবং বাম মনোনীত প্রার্থী আছেন। বারের নির্বাচনে তৃণমূল কংগ্রেসের মনোনীত আইনজীবীরা শীর্ষ পদে ছিলেন। এবারও তারাই জয়লাভ করবেন বলে আশা প্রকাশ করছে অনকেই। এবারও বারের সভাপতি পদে প্রার্থী হয়েছেন তৃণমূল সমর্থিত অরূপ দাস। তার দিকেই পাল্লা ভারী বলে দাবি আইনজীবী মহলের। এছাড়াও ওই পদে লড়াই করছেন বিশ্ব রঞ্জন ভট্টাচার্য ও আতিকুল হক।

সহ সভাপতি পদে প্রার্থী হয়েছেন তৃণমূল সমর্থিত তরুণ আইনজীবী সঞ্জয় ঘোষ। অন্যজন হরিদাস মুখার্জী। তবে গতবার ডান বাম সবার সর্মথন পেয়ে সঞ্জয় ঘোষ রের্কড ভোটে জিতেছিলেন। সম্পাদক পদে শাসকদলের সদন তা এবারও প্রার্থী। আছেন আরও একজন। কোষাধ্যক্ষ পদে ডান- বাম মিলে তিনজন দাঁড়িয়েছেন। তাদের মধ্যে আছেন অর্নব দে, রবি সাউ এবং জাহির আব্বাস খান।

এছাড়াও কর্ম সমিতির সদস্য হিসাবে আরও ১৩ জন প্রার্থী হয়েছেন। নির্বাচন উপলক্ষে আদালতের বিভিন্ন মহলে রয়েছে টানটান উত্তেজনা আছে। চলছে ব্যক্তিগত প্রচারও। তবে ফলাফল নিয়ে এখনই কোন আইনজীবী প্রকাশ্যে কোন মন্তব্য করেন নি।

হোটেলে মধুচক্রের আসর, পুলিশের অভিযান

সকালের শিরোনাম
নিজস্ব প্রতিনিধি

বহরমপুর

মঙ্গলবার বিকেলে বহরমপুর শহরে স্বর্ণময়ী এলাকায় মুর্শিদাবাদ মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল সংলগ্ন একটি হোটেলের মধুচক্রের আসরে অভিযান চালিয়ে পুলিশ পাঁচজনকে গ্রেপ্তার এবং এক নাবালিকা সহ তিনজন মহিলাকে উদ্ধার করেছে। পুলিশ জানিয়েছে, ধৃতরা হল হোটেল মালিক অভিষেক মিশ্র, ম্যানেজার অপূর্ব মণ্ডল এবং তিন খদ্দের বেলডাঙার সুখচাঁদ শেখ, সালারের সন্দীপ রায় এবং নদীয়ার কালিগঞ্জের মতিবুর শেখ। ধৃতদের বিরুদ্ধে নির্দিষ্ট ধারায় মামলা রুজু করা হয়েছে। তাঁদের বুধবার বহরমপুরে জেলা আদালতে পাঠানো হবে বলে পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে। বহরমপুর থানার আইসি উদয়শংকর ঘোষ বলেন, ওই হোটেলে মধুচক্রের আসর চলছিল। সোর্স মারফত খবর পেয়ে হোটেলে অভিযান চালিয়ে এক নাবালিকা সহ তিনজন মহিলাকে উদ্ধারের পাশাপাশি হোটেল মালিক ও ম্যানেজার সহ পাঁচজনকে গ্রেপ্তার করা হয়।

থানার দ্বারস্থ মহিলা সমিতি

সকালের শিরোনাম
নিজস্ব প্রতিনিধি

পুরুলিয়া

চোলাই মদ বিক্রি বন্ধের দাবিতে থানার দ্বারস্থ হল মহিলা সমিতি। মঙ্গলবার বাঘমুন্ডি ব্লক ব্লকের বুড়দা-কালিমাটি অঞ্চলের বাঁধডি গ্রামের একাধিক মহিলা সমিতির সদস্যরা বাগমুন্ডি থানায় লিখিত অভিযোগ জমা দেন। এদিন এই গ্রামের শয়ে শয়ে মহিলা থানায় পৌঁছে চোলাই মদ বিক্রি বন্ধের দাবি জানায়। মহিলা সমিতির সদস্যরা জানান, চোলাই মদের কারবার দিন-দিন বেড়ে যাওয়ার ফলে পরিবারের স্বামী সন্তানরা ও যুব সমাজ নেশায় জড়িয়ে পড়ছে এবং পারিবারিক অশান্তি বাড়ছে। সমাজ ও পরিবার রক্ষার স্বার্থে অবিলম্বে চোলাই মদ বিক্রি বন্ধের দাবি জানানো হয়। দাবি না মানা হলে আগামী দিন বৃহত্তর আন্দোলনের হুঁশিয়ারি দিয়েছেন তারা।

রেকর্ড অর্থে নিলাম হল ব্রাডম্যানের ‘ ব্যাগি গ্রিন ‘ টুপি

সকালের শিরোনাম

নিজস্ব প্রতিনিধি

ক্রিকেট ইতিহাসের সর্বকালের সেরা ব্যাটসম্যান স্যার ডোনাল্ড ব্র্যাডম্যানের ব্যবহৃত একটি ঐতিহ্যবাহী ব্যাগি গ্রিন ক্যাপ নিলামে বিক্রি হয়েছে রেকর্ড ৪ লাখ ৬০ হাজার মার্কিন ডলারে। অস্ট্রেলিয়া ডে উপলক্ষে আয়োজিত এই নিলাম পরিচালনা করে লয়েডস অকশনস। নিলামে সর্বোচ্চ দরদাতা পরিচয় গোপন রাখার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। তবে আয়োজকরা জানিয়েছেন, ওই অস্ট্রেলিয়ান সংগ্রাহক ক্যাপটি একটি গুরুত্বপূর্ণ অস্ট্রেলিয়ান জাদুঘরে জনসাধারণের জন্য প্রদর্শনের ব্যবস্থা করবেন । এই বিশেষ ক্যাপটি ব্র্যাডম্যান নিজে ভারতীয় টেস্ট ক্রিকেটার এস. ডব্লিউ. সোহোনিকে উপহার দিয়েছিলেন। সোহোনির পরিবার তিন প্রজন্ম ধরে ৭৫ বছরেরও বেশি সময় ধরে ক্যাপটি যত্নের সঙ্গে সংরক্ষণ করে রেখেছিল। এর আগে ক্যাপটি কখনো প্রকাশ্যে প্রদর্শিত হয়নি বা নিলামে তোলা হয়নি । দীর্ঘ সময় ধরে সংরক্ষিত থাকলেও এটি ছিল অত্যন্ত ভালো অবস্থায়, যা নিলামে এর উচ্চমূল্যের অন্যতম কারণ বলে মনে করছেন বিশেষজ্ঞরা। ব্র্যাডম্যানের সময়কার ব্যাগি গ্রিন ক্যাপ অত্যন্ত বিরল। এ ধরনের বেশির ভাগ ক্যাপ বর্তমানে বিভিন্ন জাদুঘর বা ব্যক্তিগত সংগ্রহে সংরক্ষিত রয়েছে । স্যার ডোনাল্ড ব্র্যাডম্যান ক্রিকেট ইতিহাসে অনন্য এক নাম। তিনি ১৯৪৮ সালে অবসর নেন টেস্ট ক্রিকেটে অবিশ্বাস্য ৯৯.৯৪ গড় নিয়ে, যা আজও অক্ষুণ্ণ রয়েছে । যদিও লন্ডনের দ্য ওভালে নিজের শেষ টেস্ট ইনিংসে তিনি দ্বিতীয় বলেই শূন্য রানে আউট হয়েছিলেন ।

বিশ্বকাপ থেকে বাংলাদেশের ‘ পালানো’ নিয়ে কি বললো বিশ্ব ক্রিকেটার্স অ্যাসোসিয়েশন

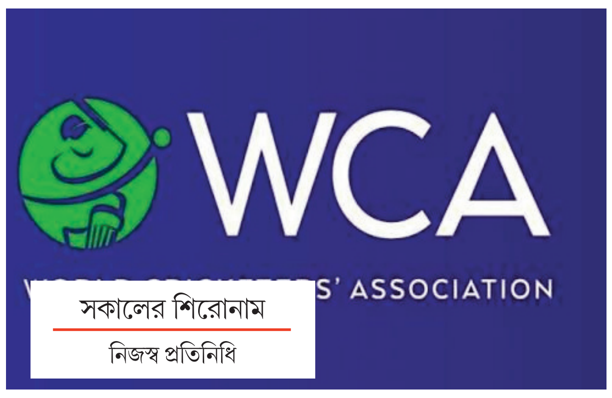

সকালের শিরোনাম

নিজস্ব প্রতিনিধি

আইসিসি টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ ২০২৬ থেকে বাংলাদেশকে প্রত্যাহার আন্তর্জাতিক ক্রিকেটের জন্য একটি উদ্বেগজনক ও ক্ষতিকর ঘটনা হিসেবে উল্লেখ করেছে বিশ্ব ক্রিকেটারদের সংগঠন ওয়ার্ল্ড ক্রিকেটার্স অ্যাসোসিয়েশন (ডব্লিউসিএ)। সংস্থাটি বলছে, এই ঘটনা বৈশ্বিক ক্রিকেট পরিচালনা কাঠামোর দুর্বলতা ও সমস্যারই প্রতিফলন। এক বিবৃতিতে ডব্লিউসিএ'র প্রধান নির্বাহী টম মফাত বলেন, ‘পূর্ণ সদস্য ও বিপুল সমর্থক সংবলিত একটি দেশের মতো বাংলাদেশের অনুপস্থিতি টি-টোয়েন্টি ক্রিকেটের সর্বোচ্চ মঞ্চে একটি ‘দুঃখ জনক মুহূর্ত’। বিবৃতিতে মফাত বলেন, ‘ টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ থেকে বাংলাদেশকে প্রত্যাহারের ফলে ক্রিকেটের শীর্ষ আন্তর্জাতিক টি-টোয়েন্টি আসর থেকে একটি গুরুত্বপূর্ণ দেশের অনুপস্থিতি আমাদের খেলাটির জন্য, বাংলাদেশের ক্রিকেটারদের জন্য এবং কোটি কোটি সমর্থকের জন্য এক বেদনাদায়ক মুহূর্ত । বিষয়টি গভীরভাবে পর্যালোচনার দাবি রাখে।’ খেলাকে বিভক্ত না করে ঐক্যের পথে এগিয়ে নেওয়ার আহ্বান জানিয়ে ডব্লিউসিএ প্রধান বলেন, ‘বিভাজন বা বর্জনের সুযোগ না দিয়ে আমরা চাই ক্রিকেটের নেতৃত্বস্থানীয়রা সব অংশীজন;গভর্নিং বডি, লিগ ও খেলোয়াড়দের সঙ্গে একযোগে কাজ করুক। খেলাটিকে বিভক্ত নয়, ঐক্যবদ্ধ করাই এখন সবচেয়ে জরুরি।’ ডব্লিউসিএ জানিয়েছে, এই ঘটনা ক্রিকেটের ভেতরে থাকা কাঠামোগত সমস্যাগুলোকেই সামনে এনেছে। টম মফাত বলেন, বিভিন্ন চুক্তি যথাযথভাবে মানা না হওয়া এবং গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে খেলোয়াড় ও তাদের প্রতিনিধিদের সঙ্গে পর্যাপ্ত আলোচনা না করার বিষয়টি নিয়ে সংগঠনটি দীর্ঘদিন ধরেই উদ্বিগ্ন। বাংলাদেশের উদাহরণ টেনে তিনি বলেন, ‘এই পরিস্থিতি বৈশ্বিক পর্যায়ে ক্রিকেট পরিচালনার বিদ্যমান মডেলের গুরুতর সমস্যাগুলো স্পষ্ট করে তুলেছে। এসব বিষয় অবহেলিত থাকলে খেলাটির প্রতি আস্থা, ঐক্য এবং ভবিষ্যৎ;সবই ঝুঁকির মুখে পড়বে।’ বাংলাদেশের সরে দাঁড়ানো নিয়ে ইতিমধ্যেই ক্রিকেটবিশ্বে ব্যাপক আলোচনা শুরু হয়েছে । প্রাক্তন ক্রিকেটার, বিশ্লেষক ও সমর্থকেরা আন্তর্জাতিক পর্যায়ের সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়া এবং আইসিসি, সদস্য বোর্ড ও বাণিজ্যিক স্বার্থের মধ্যে ক্ষমতার ভারসাম্য নিয়ে প্রশ্ন তুলছেন । বিশেষ করে বহু বছরের বিনিয়োগ ও উন্নয়ন সত্ত্বেও বাংলাদেশের ক্রিকেটারদের টি, ২০ ক্রিকেটের সবচেয়ে বড় মঞ্চ থেকে নিজেদের কারণে বঞ্চিত হওয়ার বিষয়টি নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন অনেকেই । ডব্লিউসিএ'র বক্তব্যের পরও এখনো এই বিষয়ে আইসিসি বিস্তারিত কোনো প্রতিক্রিয়া জানায়নি। তবে পুরো ঘটনাপ্রবাহ বৈশ্বিক ক্রিকেট পরিচালনায় স্বচ্ছতা, অন্তর্ভুক্তিমূলক সিদ্ধান্ত এবং খেলোয়াড়দের প্রতিনিধিত্ব নিশ্চিত করার দাবিকে আরও জোরালো করে তুলেছে ।

ল ফঝ প সার , অনূর্ধ্ব ১৯ ক্রিকেট বিশ্বকাপ থেকে বিদায় বাংলাদেশের

সকালের শিরোনাম

নিজস্ব প্রতিনিধি

ইনিংসে নেই কোনো ফিফটি, ত্রিশ রান ছুঁতে পারলেন কেবল একজন। ব্যাটিংয়ে হতশ্রী পারফরম্যান্সে দেড়শও করতে পারেনি বাংলাদেশ অনূর্ধ্ব-১৯ দল। ছোট্ট লক্ষ্য তাড়ায় তাদের অনায়াসে হারিয়ে দিল ইংল্যান্ড অনূর্ধ্ব-১৯ দল। তাতে নিশ্চিত হয়ে গেল যুব বিশ্বকাপ থেকে বাংলাদেশের বিদায়। বুলাওয়ায়োতে সুপার সিক্সের দুই নম্বর গ্রুপের ম্যাচে ৭ উইকেটে জিতেছে ইংল্যান্ড। বাংলাদেশকে ১৩৬ রানে গুটিয়ে ১৫৫ বল বাকি থাকতে জয়ের বন্দরে পৌঁছে গেছে তারা। গ্রুপ পর্বে কেবল একটি ম্যাচ জিতেছে বাংলাদেশ, সেটাও সুপার সিক্সে উঠতে না পারা যুক্তরাষ্ট্রের বিপক্ষে। নামের পাশে কেবল এক পয়েন্ট নিয়ে পরের ধাপে ওঠা বাংলাদেশ দলকে সেমিফাইনালে খেলার আশা বাঁচিয়ে রাখতে সুপার সিক্সের দুটি ম্যাচই জিততে হতো। কিন্তু প্রথম পরীক্ষায়ই হেরে বাদ পড়ে গেল তারা । ২০২০ সালে চ্যাম্পিয়ন হওয়ার পর টানা তিনটি বিশ্বকাপে সেমিফাইনালের আগেই বিদায় নিশ্চিত হয়ে গেল বাংলাদেশের যুবাদের। এদিন রান তাড়ায় ২ ছক্কা ও ৫টি চারে অপরাজিত ৫৯ রান করে ম্যাচ সেরার পুরস্কার জিতে নেন ইংল্যান্ড অধিনায়ক টমাস রু । টস জিতে ব্যাটিংয়ে নেমে প্রথম বলে চার মেরে ম্যাচ শুরু করেন জাওয়াদ আবরার। কিন্তু ওভারের তৃতীয় বলে উইকেট বিলিয়ে আসেন তিনি। অনেক বাইরের বলে ব্যাট চালিয়ে ডিপ থার্ডম্যানে ধরা পড়েন এই ওপেনার । রিফাত বেগ ও আজিজুল হাকিমের ব্যাটে সেই ধাক্কা কিছুটা কাটিয়ে ওঠে বাংলাদেশ। তাদের ৪৬ রানের জুটি ভাঙে রিফাত কট বিহাইন্ড হলে। ৪টি চারে ৩৬ বলে ইনিংসের সর্বোচ্চ ৩১ রান করে ফেরেন এই ওপেনার। কিছুক্ষণ পর শুরু হয় ব্যাটসম্যানদের আসা-যাওয়ার মিছিল। ১৯তম ওভারে বিদায় নেন আজিজুল ও কালাম সিদ্দিকি। একশ রানের আগে রিজান হোসেনকেও হারায় দল । দলের শতরান পার হতেই ড্রেসিং রুমের পথ ধরেন সামিউন বাশির। কয়েক ওভার পর বিদায় নেন ভালো খেলতে থাকা মোহাম্মদ আবদুল্লাহও (৩ চারে ২৫)। এরপর আর বেশিদূর যেতে পারেনি বাংলাদেশ। ২ উইকেটে ৭১ রান থেকে ১৩৬ রানে গুটিয়ে যায় তারা। শেষ ৮ উইকেট হারায় দলটি ৬৫ রানে । রান তাড়ায় তৃতীয় ওভারে দলকে সাফল্য এনে দেন আল ফাহাদ। নবম ওভারে আরেক ওপেনারকেও ফেরান এই পেসার। কিন্তু এরপর চাপ ধরে রাখতে পারেনি বাংলাদেশ । বেন মেইস ও টমাস রুর ৭৮ রানের জুটিতে জয়ের কাছে পৌঁছে যায় ইংলিশরা। ১ ছক্কা ও ২ চারে ৩৪ রান করা মেইসকে বিদায় করেন সামিউন বাশির। কিন্তু একপ্রান্তে দলের জয় সঙ্গে নিয়ে ফেরেন ৩৯ বলে ফিফটি করা রু । আগামী শনিবার সুপার সিক্সে নিজেদের শেষ ম্যাচে জিম্বাবুয়ের মুখোমুখি হবে বাংলাদেশ ।

সোশ্যাল মিডিয়া এড়িয়ে চল ঃ বন্ধু গম্ভীরকে পরামর্শ রাহানের

সকালের শিরোনাম

নিজস্ব প্রতিনিধি

ভারতের প্রাক্তন টেস্ট অধিনায়ক অজিঙ্কা রাহানে মনে করেন, ২০২৬ টি-২০ বিশ্বকাপ শেষ না হওয়া পর্যন্ত ভারতের প্রধান কোচ গৌতম গম্ভীরের সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম থেকে দূরে থাকাই ভালো। সাম্প্রতিক সময়ে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ‘এক্স’-এ কংগ্রেস সাংসদ শশী থারুরের সঙ্গে গম্ভীরের কথোপকথনের প্রেক্ষাপটে এই মন্তব্য করেন রাহানে । ক্রিকবাজকে দেওয়া সাক্ষাৎকারে রাহানে বলেন, ‘এই বিষয়ে আমার একটাই কথা, গম্ভীরের সোশ্যাল মিডিয়া থেকে দূরে থাকা উচিত। মানুষ কী বলছে বা কী লিখছে, তা নিয়ে না ভেবে বড় আসন্ন টুর্নামেন্টে মনোযোগ দেওয়া জরুরি । তিনি এখন ভারতের কোচ, যা একটি অত্যন্ত দায়িত্বশীল দায়িত্ব। আমিও নিজের সময়ে সোশ্যাল মিডিয়া এড়িয়ে চলতাম।’ আগামী ৭ ফেব্রুয়ারি শুরু হচ্ছে ২০২৬ টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ। তার আগে দলের প্রস্তুতি ও মনোযোগ ধরে রাখাই সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করেন রাহানে। এর আগে নাগপুরে নিউজিল্যান্ডের বিপক্ষে প্রথম টি-২০ ম্যাচের সময় শশী থারুরের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন গম্ভীর। পরে থারুর সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে একটি পোস্ট দিয়ে গম্ভীরের নেতৃত্ব ও মানসিক দৃঢ়তার প্রশংসা করেন। ওই পোস্টের জবাবে গম্ভীর ব্যঙ্গাত্মক মন্তব্য করে কোচের ‘সীমাহীন ক্ষমতা’ নিয়ে চলা বিতর্কের ইঙ্গিত দেন । এদিকে গম্ভীরের সঙ্গে অভিজ্ঞ ক্রিকেটার রোহিত শর্মা ও বিরাট কোহলির সম্পর্ক নিয়ে গুঞ্জনও শোনা যাচ্ছে । টেস্ট ক্রিকেট থেকে তাদের অবসরের পর থেকেই নাকি মতবিরোধ তৈরি হয়েছে, এমন খবরও প্রকাশ পেয়েছে। অতীতে আইপিএলে গম্ভীর ও কোহলির মধ্যে সংঘর্ষের ঘটনাও এই জল্পনা আরও উসকে দিয়েছে । তবে ভারতের ব্যাটিং কোচ সিতাংশু কোটাক এসব গুজব নাকচ করে দিয়েছেন। তিনি জানান, রোহিত ও কোহলি নিয়মিতভাবেই গম্ভীরের সঙ্গে আলোচনা করছেন। ‘ওয়ানডে ফরম্যাট, ম্যাচ পরিকল্পনা এবং ২০২৭ সালের বিশ্বকাপ প্রস্তুতি নিয়ে তাদের মধ্যে নিয়মিত যোগাযোগ হচ্ছে,’ বলেন কোটাক ।

চোটের কারণে অবসর নিলেন বিশ্বকাপজয়ী অস্ট্রেলিয়ার তারকা পেসার

সকালের শিরোনাম

নিজস্ব প্রতিনিধি

ক্যারিয়ারজুড়ে মাঠের ভেতরের চেয়ে বাইরেই সম্ভবত বেশি সময় কাটিয়েছেন কেন রিচার্ডসন। প্রস্তুতির চেয়ে বেশি সময় কেটেছে তার পুনবার্সনে। এবারের বিগ ব্যাশও ব্যতিক্রম নয়। লড়াই চালিয়ে যাওয়ার সেই স্পৃহা এবার হারিয়ে ফেলেছেন তিনি। পেশাদার ক্রিকেট থেকে অবসরের ঘোষণা দিয়েছেন বিশ্বকাপজয়ী অস্ট্রেলিয়ান পেসার । সিডনি সিক্সার্সের হয়ে এবারের বিগ ব্যাশে মাত্র দুটি ম্যাচে খেলতে পেরেছেন রিচার্ডসন। টুর্নামেন্ট শেষ হওয়ার পর সামাজিক মাধ্যমে অবসরের ঘোষণা দেন ৩৪ বছর বয়সী পেসার। পরে অস্ট্রেলিয়ান ক্রিকেটার্স অ্যাসোসিয়েশনের মাধ্যমে বিবৃতিতে তিনি জানা বিদায়ী বার্তা। ‘ বিগ ব্যাশ লিগ শেষ হয়ে যাওয়ার পর পেশাদার ক্রিকেট থেকে অবসরের ঘোষণা দিচ্ছি আমি। ২০০৯ সালে অভিষেকের পর থেকে এখনও পর্যন্ত, আমার মনে হয় নিজের প্রতিটি ফোটা নিংড়ে দিয়েছি আমি এবং এমন উপভোগ্য অধ্যায়ের শেষ করার উপযুক্ত সময় মনে হচ্ছে এখনই । দেশের প্রতিনিধিত্ব করতে পেরে এবং অস্ট্রেলিয়া ও ক্রিকেট বিশ্বের নানা জায়গায় ফ্র্যাঞ্চাইজি দলগুলির হয়ে খেলতে পেরে আমি সৌভাগ্যবান। ডারউইনে ছেলেবেলা বেড়ে ওঠার সময় ক্রিকেট নিয়ে যে স্বপ্ন দেখেছি, সেখান থেকে কোনো সুযোগই হালকা করে নেইনি আমি এবং আশা করি, আমাকে যারা দেখেছেন, সবাই তা অনুভব করেছেন ।’ অস্ট্রেলিয়ার হয়ে আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে তার অভিষেক ২০১৩ সালে। শেষ ম্যাচটি খেলেছেন ২০২৩ সালে। ১০ বছরে ২৫ ওয়ানডে ও ৩৬ টি-টোয়েন্টি খেলতে পেরেছেন তিনি। পিছু না ছাড়া চোটের কারণেই পূর্ণতা পায়নি তার সম্ভাবনাময় ক্যারিয়ার। ২০২১ সালে টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপজয়ী অস্ট্রেলিয়া দলে তিনি ছিলেন। ২০২২ টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ ও ২০১৯ ওয়ানডে বিশ্বকাপের স্কোয়াডেও ছিলেন তিনি । বিগ ব্যাশে ১৪২ উইকেট নিয়ে তিনি পঞ্চম সর্বোচ্চ উইকেট শিকারি। এছাড়াও খেলেছেন আইপিএল, সিপিএল, আইএল টি-টোয়েন্টি, দা হান্ড্রেড ও টি-টোয়েন্টি ব্লাস্টে ।

নিউজিল্যান্ড সিরিজের শেষ ২ ম্যাচের দল ঘোষণা করল ভারত

সকালের শিরোনাম

নিজস্ব প্রতিনিধি

টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের আগে প্রস্তুতির শেষ পর্বে কোনো ম্যাচই খেলা হচ্ছে না তিলক বর্মার। নিউজিল্যান্ডের বিপক্ষে টি-টোয়েন্টি সিরিজের বাকি অংশে তাকে পাবে না ভারত ।

শুরুতে চলতি সিরিজের প্রথম তিন ম্যাচের দলে তিলককে রাখেনি ভারত। শেষ দুই টি-টোয়েন্টিতে তাকে পাওয়ার আশায় ছিল দল। কিন্তু ওই দুই ম্যাচ থেকেও ছিটকে গেলেন তিনি । টেস্টিকুলার সার্জারির পর এখন সেরে ওঠার পথে আছেন ২৩ বছর বয়সী তিলাক। ম্যাচ ফিটনেস ফিরে পেতে তাকে বাড়তি সময় দিচ্ছে ভারত। ধারণা করা হচ্ছে, আগামী ৩ ফেব্রুয়ারি মুম্বাইয়ে বিশ্বকাপ দলের সঙ্গে যোগ দেবেন তিনি। তিলকের বদলি হিসেবে প্রথম তিন টি-২০ জন্য শ্রেয়স আইয়ারকে দলে যোগ করেছিল ভারত। ওয়ানডের সহ-অধিনায়ককে এখন শেষ দুই ম্যাচেও পাবে তারা।

এই মিডল অর্ডার ব্যাটসম্যান অবশ্য টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের দলে নেই। নিউজিল্যান্ডের বিপক্ষে প্রথম তিন ম্যাচের একটিতেও একাদশে ছিলেন না শ্রেয়স। তিনটি ম্যাচই জিতে এরই মধ্যে সিরিজ জয় নিশ্চিত করে ফেলেছে ভারত । পাঁচ ম্যাচ সিরিজের বাকি দুই ম্যাচ আগামী বুধবার ও শনিবার মাঠে গড়াবে।

∆ নিউজিল্যান্ড সিরিজের ভারতের টি-টোয়েন্টি দল সূর্যকুমার যাদব (অধিনায়ক), অভিষেক শর্মা, সাঞ্জু স্যামসন (কিপার), শ্রেয়স আইয়ার, হার্দিক পান্ডিয়া, শিবম দুবে, অক্ষর প্যাটেল (সহ-অধিনায়ক), রিঙ্কু সিং, জসপ্রিত বুমরাহ, হর্শিত রানা, আর্শদীপ সিং, কুলদীপ যাদব , বরুন চক্রবর্তী, ঈশান কিষান (কিপার), রবি বিষ্ণোই।

কোয়ার্টার ফাইনালে পেগুলা

সকালের শিরোনামঃ অস্ট্রেলিয়ান ওপেনের মহিলা সিঙ্গেলসে ম্যাডিসন কিসের শিরোপা ধরে রাখার অভিযান থেমে গেল চতুর্থ রাউন্ডেই। একপেশে লড়াইয়ে যুক্তরাষ্ট্রের তারকাকে হারিয়ে কোয়ার্টার-ফাইনালে উঠলেন তার ঘনিষ্ঠ বন্ধু জেসিকা পেগুলা । বছরের প্রথম গ্র্যান্ড স্ল্যামে সোমবার মেলবোর্নে স্রেফ ৭৮ মিনিটেই ৬-৩, ৬-৪ গেমে জেতেন ৩১ বছর বয়সী পেগুলা। রড লেভার অ্যারেনায় এদিন ২৬টি উইনার মারেন ৩০ বছর বয়সী কিস, পেগুলার চেয়ে যা ১২টি বেশি। কিন্তু ২৮টি ‘আনফোর্সড এরর’ এর কারণে হেরে যান গত বছর এখানে ক্যারিয়ারের প্রথম গ্র্যান্ড স্ল্যাম জেতা কিস ।

কোয়ার্টার ফাইনালে পেগুলা হারালেন চ্যাম্পিয়ন ম্যাডিসন কিসকে

অস্ট্রেলিয়ান ওপেনের মহিলা সিঙ্গেলসে ম্যাডিসন কিসের শিরোপা ধরে রাখার অভিযান থেমে গেল চতুর্থ রাউন্ডেই। একপেশে লড়াইয়ে যুক্তরাষ্ট্রের তারকাকে হারিয়ে কোয়ার্টার-ফাইনালে উঠলেন তার ঘনিষ্ঠ বন্ধু জেসিকা পেগুলা ।

সকালের শিরোনাম

নিজস্ব প্রতিনিধি

অস্ট্রেলিয়ান ওপেনের মহিলা সিঙ্গেলসে ম্যাডিসন কিসের শিরোপা ধরে রাখার অভিযান থেমে গেল চতুর্থ রাউন্ডেই। একপেশে লড়াইয়ে যুক্তরাষ্ট্রের তারকাকে হারিয়ে কোয়ার্টার-ফাইনালে উঠলেন তার ঘনিষ্ঠ বন্ধু জেসিকা পেগুলা । বছরের প্রথম গ্র্যান্ড স্ল্যামে সোমবার মেলবোর্নে স্রেফ ৭৮ মিনিটেই ৬-৩, ৬-৪ গেমে জেতেন ৩১ বছর বয়সী পেগুলা। রড লেভার অ্যারেনায় এদিন ২৬টি উইনার মারেন ৩০ বছর বয়সী কিস, পেগুলার চেয়ে যা ১২টি বেশি। কিন্তু ২৮টি ‘আনফোর্সড এরর’ এর কারণে হেরে যান গত বছর এখানে ক্যারিয়ারের প্রথম গ্র্যান্ড স্ল্যাম জেতা কিস । সেমিফাইনালে ওঠার লড়াইয়ে যুক্তরাষ্ট্রেরই অ্যামান্ডা অ্যানিসিমোভার মুখোমুখি হবেন পেগুলা । গত বছরের উইম্বলডন ও ইউএস ওপেনের ফাইনালিস্ট অ্যানিসিমোভা চতুর্থ রাউন্ডে ৭-৬ (৪) ৬-৪ গেমে হারান চীনের ওয়াং জিনয়ুকে ।

স্বত্বাধিকারী ও মুদ্রক নিবেদিতা সিং কর্তৃক প্রকাশিত।। এল, এস পাবলিকেশনস প্রাইভেট লিমিটেড, ৪ ক্যানাল ওয়েস্ট রোড, কলকাতা -৭০০০১৫ কর্তৃক মুদ্রিত।। রেজিঃ অফিস - ২৫/২৬ জয়দেব এভিনিউ,বি - জোন , দুর্গাপুর - ৭১৩২০৫ ।। স পাদক - সঞ্জয় কুমার সিং।।

Printed & Published by Nibedita Singh on behalf of owner Nibedita Singh, Published from - 25/26 Joydeb Avenue, B - Zone, Durgapur - 713205. Printed at I.S .Publications Pvt. Ltd. 4 Canal West Road. Kolkata.700015

Editor - Sanjoy Kumar Singh. Contact sakalershironam@gmail.com